সাড়া জাগানো

শুধুমাত্র পরিনত বয়সের পাঠকের জন্য...

মনোদৈহিক উপন্যাস

ম্যাসেজ গার্ল

জে.উড

সাড়া জাগানো

মনোদৈহিক উপন্যাস

শুধুমাত্র পরিণত বয়সের পাঠকের জন্য

ম্যাসেজ গার্ল জে. উড

অনুবাদ
প্রফেসর মকবুল হোসেন

দি স্কাই পাবলিশার্স
৩৮/২ক বাংলাবাজার (মান্নান মার্কেট/তৃতীয় তলা)
ঢাকা-১১০০

ইংরেজি © সুসান অ্যাশলে ● জে. উড
বাংলা © প্রফেসর মকবুল হোসেন

প্রকাশকাল ● বইমেলা ২০০৪

প্রকাশক ● মিজানুর রহমান ● দি স্কাই পাবলিশার্স ৩৮/২-ক বাংলাবাজার ঢাকা-১১০০
অক্ষরবিন্যাস ● সজল কমপিউটার ৩৮/৫-ক(১) বাংলাবাজার ঢাকা-১১০০
মুদ্রণ ● হেরা প্রিন্টার্স ২৭ শ্রীশদাস লেন বাংলাবাজার ঢাকা-১১০০

প্রচ্ছদ ● শিশির

মূল্য ● ১৫০ টাকা মাত্র

ISBN 984-826-014-5

জে. উড

ম্যাসেজ গার্ল

মোনিকা—রিটা বলছিল তুমি চাকরি খুঁজছো?

ছেলেটি উত্তর দিল—ব্যাপারটা নিয়ে আমি তত মাথা ঘামাচ্ছি না, তবে একথা সত্যি আমি এখন বেকার।

মোনিকা স্টার কফির কাপে ঠোঁট ছোঁয়াল। আফটার-ডিনার কফি। কফির কাপটা এখন তার ঠোঁট আর টেবিলের মাঝামাঝি শূন্যে। ছেলেটিকে ভাল করে লক্ষ্য করল সে। বয়েস কত আর—এই আঠারো-উনিশ হবে। কিন্তু বেশ ভারিক্কী ম্যাচিওর হাবভাব। ছ'ফুট হাইট, সুস্থ সবল চেহারা। তবে ওই গম্ভীর-গম্ভীর ভাবটার জন্যই আরেকটু বেশি বয়েসের দেখায়।

—শোন, রিটা আমাকে তোমার সম্পর্কে যা বলেছে, তার অর্ধেকও যদি সত্যি হয়, তবে তুমি আমাদের এখানে অবশ্যই ঠাঁই পাবে। অবশ্য আমি ধরেই নিচ্ছি, তুমি এখানকার নিয়মকানুন মানবে, এবং সেই মতো আচরণ করবে।

মোনিকার কথা বলার ভঙ্গি, চারপাশের লোকের দিকে দৃষ্টিপাতের মধ্যে একটা বৈশিষ্ট্য আছে। সে ধরে নেয় তার স্থান বেশ উঁচুতে। তার চিন্তাধারাও তার একান্ত গোপনীয় এক কৌশল, যেটা অন্য কাউকে সে বুঝতে দিতে চায় না। কিন্তু এই ছেলেটি, ডেভি কক্স মোনিক্যর আচরণকে বেশি পাত্তা দিতে চাইছে না। ডেভির মনে যথেষ্ট সন্দেহ আছে—তার যা প্রয়োজন এই মহিলা তা দিতে পারবে কি না। আদৌ কিছু দেবে কি—যেটা সে অন্য কোথাও সহজে পাবে না।

সঙ্গে সঙ্গে এটাও স্বীকার করতে হয়—এই মহিলা—মোনিকা স্টার যথেষ্ট আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব। লম্বা, স্লিম, সুঠাম-সুন্দর চেহারা—ভিড়ের মধ্যে প্রথমেই নজর কাড়বে। ঘন কালো চকচকে কেশরাশি—সযত্নে লালিত—তার মুখের ওপর কিছুটা ছড়িয়ে পড়েছে। চিবুক ও মুখের সুন্দরতাকে বেশ ফুটিয়ে তুলেছে। পাতলা লাল ঠোঁট। চোখের মধ্যে একটা পান্না-সবুজ উজ্জ্বলতা, কিন্তু চোখের পাতা কৃষ্ণবর্ণ। রেস্টুরেন্টের বিলাসী আলোয় তার শরীরের ত্বকে একটা অলিভ-ছায়া খেলছে। তার গলায় মুক্তা বসানো রুপোর মালাটায় কণ্ঠসৌন্দর্য জ্যোতির্ময়ী।

ডেভি বেশ স্টেডি। কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, হুকুম করতে পারো। মনে হয়, তুমি যা দেবে তাই আমি এখন মেনে নেব। আর যদি আমি না মানি, বহু ছেলে রয়েছে, তোমার দান লুফে নেবে। তাই না?

—একজ্যাক্টলি!

মোনিকা এবার হাসল—দেখ, আমার এক্সারসাইজ সেলুনে একটা ভ্যাকেন্সি আছে। আর ইউ ইন্টারেস্টেড? আমি তোমায় হপ্তায় দু'শো করে দেব, তাছাড়া তুমি ক্লায়েন্টদের কাছ থেকে প্রচুর টিপস্ পাবে। তার পরিমাণ কম নয়। আমার খদ্দেররা সবাই বেশ মর্যাদাসম্পন্ন। আমি সেদিকটাতেও নজর রাখি।

—এক্সারসাইজ সেলুন! মানে, অনেকটা ম্যাসেজ ক্লিনিক ধরনের? ডেভি জিজ্ঞেস করল এমনভাবে যে সে যেন টাকা-পয়সার বিষয়টাতে কান দিচ্ছে না।

—মোটেই না। মোনিকার কণ্ঠস্বর রাগত—এখানে স্থূলকায় মহিলারা আসে ফিগার ঠিক করতে। নানা ধরনের ব্যায়ামের যন্ত্রপাতি আছে—সবই আধুনিক। এছাড়া সুইমিং পুল, স্টিম বাথ, ম্যাসেজ রুম—এসব তো রয়েছেই। তবে হ্যাঁ, বিশেষ, বিশেষ ক্ষেত্রে ম্যাসেজ বিশেষ ধরনের হয়—ন্যায্যভাবে শরীরের প্রয়োজনে অবশ্যই।

মোনিকা রাগ চেপে এতগুলো কথা বলল। কারণ টেবিলের এপাশে বসেই সে ডেভির চোখে একটা বিরক্তির ছায়া লক্ষ্য করেছে।

কিন্তু ডেভির এখন হাসি-হাসি মুখ। মোনিকার রাগ অনেকটা জল হয়ে এলো।

—ঠিক আছে, কিন্তু তুমি কি করে বুঝলে আমি এক্সারসাইজ বুঝি? বা ম্যাসেজ? আমাকে নতুন করে এসব শিখতে হবে না—এটাই বা কে বলতে পারে? মানে হামাগুড়ি দিতে দিতে বসতে শেখা—এই আর কি।

—কে বলেছে তোমায় এসব শিখতে হবে?

মোনিকাও এবার হাসিমুখে পাল্টা প্রশ্ন করে।—তুমি জানো তো, এখানে অন্য ধরনের কোয়ালিফিকেশনেরও দরকার হয়। হ্যাঁ, মনে হয়, সেগুলো তোমার আছে। আমি অবশ্য সেসব গুণের টেস্ট নেব যথাসময়ে। খুব সম্ভব, আমার নিজের ঘরে।

মোনিকার দৃষ্টি এবার অর্থপূর্ণ। ডেভির সেই অর্থ বুঝতে কোনও অসুবিধে হয় না। মোনিকার দৃষ্টিটুকুই যথেষ্ট—প্যান্টের তলায় তার পুরুষাঙ্গে শিহরন জাগে। হ্যাঁ, মোনিকা এই বিজনেস-টকের মাপা দক্ষতার মধ্যে একটা নতুন সুর ও ছন্দ ছড়িয়ে দিতে পারে—যার মানে অন্য কিছু। এই মুহূর্তে সে তাই করছে।

ডেভি বলল, আজ রাতে আমার কোনও কাজ নেই। আমার পুরো সময়টাই তোমার জন্য নিতে পার।

—কফি শেষ করে বেরবার আগে তোমার কথা আরেকটু খুলে বললে খুশি হব।

মোনিকার গলায় আগ্রহ।

—বেশ! আমার ইতিহাস সংক্ষিপ্ত। আমার পনের বছর বয়েসে বাবা-মায়ের ডিভোর্স হয়। তাদের দু'জনের কারুর সঙ্গেই আমার থাকার ইচ্ছে হয়নি। তাই আমি অজানা পথে একাই এগোলাম। এটা প্রায় বছর তিনেক আগের কথা। এদিক-ওদিক ঘুরপাক খাচ্ছি। এটা-ওটা-সেটা—কোনওটারই স্থিরতা নেই। সান ফ্রান্সিসকোতে এক বছর কাটল, পর্নোফিল্মে কিছু কাজ করলাম। কিন্তু আমার মালিক অভিযুক্ত হলো—আন্ডার-এজ ছেলেকে ব্যবহার করেছে বলে। আমার চাকরি গেল। কিছুদিন মেক্সিকোতে স্মাগলিংয়ের দলে কাজ করে কিছু পয়সা জুটল। বলতে পারো, সেই টাকাতেই এখনও চালাচ্ছি। মাঝে মধ্যে রিটার মতো দু'-একজনের কাছে যাই, রাত কাটাই, তাদের শরীরকে খুশি করে কিছু আয় হয়। তারাও আমায় মোটামুটি সাহায্য করে—এই করেই চলে যাচ্ছে এখন পর্যন্ত।

—হুম্! রিটার মুখে যা শুনেছি, তাতে মনে হয় তুমি তাকে প্রাণপাত করে খুশি করেছ। তার জন্যই দক্ষিণা ভালই পেয়েছ।

মোনিকা এবার মুচকি হেসে ফিসফিস করে বলল, তাই না?

আসলে রিটা মোরান মোনিকার এই সংস্থায় আগে কাজ করতো। পরে এক বন্ধু তাকে নিউইয়র্কে ব্রডওয়ে প্লে-তে সুযোগ দেয়। সেখানে যাবার আগে ডেভির সাথে রিটার আলাপ। ডেভিকে নিয়ে নানা জায়গায় রিটার উদ্দাম দেহলীলা চলে প্রায় দু'মাস ধরে। ডেভির পাগল-করা পৌরুষে রিটা মুগ্ধ। ডেভিকে বলে, তুমিও আমার সাথে নিউ ইয়র্কে চলো। ডেভি রাজি হয়নি। এই শীতে নিউইয়র্কে বাস তার মনঃপূত নয়। তার বিদায়ক্ষণে রিটা তাকে শেষ ফেভার হিসেবে মোনিকার কাছে ডেভির চাকরির সুপারিশ করে যায়। সুপারিশটা অবশ্য বৈশিষ্ট্যপূর্ণ—অর্থাৎ বিছানায় ডেভির অসাধারণ পারদর্শিতার জয়গান শুনিয়ে যায় রিটা।

অবশ্য যাবার আগে রিটা ডেভিকে বলেছিল—মোনিকা ইজ আ বিচ। তার কাছে কাজ করার ঝামেলা আছে। কিন্তু সে ভাল পেমেন্ট দেয়। তাই যতক্ষণ সেখানে থাকতে বাধ্য হবে, যত পার কামিয়ে নিও।

ডেভি অবশ্য মনে করে—প্রতিদিনের রুটি সংগ্রহের জন্য নারীসহবাসে ক্ষতি নেই, এমন কি সে যে কোনও খেয়ালের মধ্যে বিলিয়ে দিতেও রাজি। তাই রিটার কথায় সে উৎসাহী হয়েছিল। মোনিকার ডাকে সাড়া দিয়ে আজ তার ডিনারে যোগ দিতে সম্মত ডেভি। যদি এতে একটা কাজ জোটে—ক্ষতি কি! 'দ্য সিলভান মিউজ'—অর্থাৎ মোনিকার এই এক্সারসাইজ সেলুন। এখানে কাজ পেলে ভালই।

মোনিকার হাসির উত্তরে ডেভিও হাসল।

—রিটাকে তো তুমি ভালই জানো। ওর মনটা সত্যিই উদার, যদিও মাঝে-মধ্যে কিছু বাড়াবাড়ি করে ফেলে।

মোনিকা বলল, হ্যাঁ, বিলক্ষণ জানি। আর সেই জন্যেই আমি নিজেই যাচাই করে নিতে চাই—ও বাড়িয়ে বলেছে কিনা।

—তবে মনে রেখো—আমি সুপারম্যান নই।

—আমি খোলা মনে পরীক্ষা নেব। সত্যি কথা বলতে কি, আমার লোভ হচ্ছে এই মুহূর্তে তোমাকে ভাড়া করি। চেহারা আর ভঙ্গি—এ দুটো বিষয় এ ক্ষেত্রে খুব মূল্যবান। সে দুটো তোমার ভালই আছে বোঝা যাচ্ছে। তবু, দেখ, এই শহরে এমন অনেক মহিলা আছে যারা চায়...বলা যেতে পারে সাহচর্য—কম্পানিওনশিপ। তারা বেশ অহংকারী। যে কোনও একটা নাইট ক্লাবে গিয়ে একটা সুন্দর ছেলেকে বেছে নেওয়া তাদের পক্ষে মর্যাদাহানির ব্যাপার। তাই তারা আমার এখানে আসে। আমি তাদের সাপ্লাই করি খুব দক্ষ প্রেমিক—হাইলি স্কিলড লাভার। গ্যারান্টি দিই, তারা তাদের রুচিমতো যা ইচ্ছে হয় তাই পাবে। আমার দেওয়া লাভার সব পারে। তাদের অদ্ভুত খুঁটিনাটি সবরকম খুশির জোগান দিতে পারে—

—তার মানে, আমাকে হতে হবে এক পুরুষ বেশ্যা!

—তুমি ইচ্ছে করলে ওই ভাষা ব্যবহার করতে পার। কিন্তু আমি তোমার নীতিবাগীশ বক্তব্যকে বিশেষ গ্রাহ্য করব না। তুমি নিজের কাজের চরিত্র-বিচার নিজেই

করবে। দেখ, আমার একমাত্র ইন্টারেস্ট তুমি আমার ক্লায়েন্টদের কেমন সার্ভিস দিতে পারবে। কিছু ক্লায়েন্ট আছে যারা শুধু কয়েক টুকরো সুন্দর মাংস পেলেই খুশি—সাম হ্যান্ডসাম পিস অব মিট। তখন সার্ভিস দেবার লোক যদি একটা আকাট হয়, তাতেও কিছু আসে যায় না, সুন্দর হলেই হলো। তারা নিজেরাই তাকে নিজেদের খুশি মতো ব্যবহার করে। কিন্তু কিছু মহিলা আছে যাদের সৌন্দর্যের সাথে সাথে উপযুক্ত কাজ চাই, আই মিন, বোথ লুকস্ অ্যান্ড পারফরম্যান্স—সেটাই অবশ্য আদর্শ জিনিস। তাই আমি নিজেই তোমার সাথে ব্যাপারটা আগে থাকতেই পাকাপাকি করতে চাই। মানে যাচাই করার পর ফাইনাল অফারটা দেব—যেটা দু'পক্ষকেই মানতে হবে অবশ্য।

ডেভি বলে, ব্যাপারটা আমার পক্ষে ভালই শোনাচ্ছে, যদিও আমার কিছু সন্দেহ আছে। যেমন ধরো, তুমি আমার ওপর এক বিশ্রী বুড়িকে চাপিয়ে দিলে, আর সে এমন কুৎসিত যে আমার শরীর উঠে দাঁড়াতেই পারল না।

মোনিকা এবার হাসল—তোমার তেমন আশংকার কারণ নেই। আমরাও আমাদের ক্লায়েন্ট সযত্নে বাছাই করি। তাদের জন্য, যাকে আমরা বলি স্পেশাল সার্ভিস, মোটেই অ্যালাউ করি না যদি না তারা একটা স্ট্যান্ডার্ড আকর্ষণ বজায় রাখে।

ডেভি বলে, অর্থাৎ, তুমি আমায় যা অফার করছো, সেটা হলো প্রতি হপ্তায় কয়েকজন নারীকে দলাইমলাই করে তুপ্তি দেওয়া, তারা সকলেই মোটামুটি আকর্ষণীয়। আর আমি পাচ্ছি—দুটো বিলের পেমেন্ট এবং কিছু টিপস্—তাই তো?

—ঠিক তাই। ধরে নিচ্ছি, তুমিও যথাযথ গ্রহণযোগ্য সার্ভিস দিচ্ছ। যদি তুমি একেবারে ফ্র্যাংক নেকেড ভাষায় শুনতে চাও বা বুঝতে চাও, তাহলে বলব, আই অ্যাম ইন্টারেস্টেড ইন সিয়িং হাউ ফাক অ্যান্ড সাক।

—বাঃ, খুব সুন্দর! এই যে আমি এখানে বসে আছি, আমি কিন্তু ভাবতে শুরু করেছি, তোমার সাথেই বা কেমন ব্যাপারটা ঘটবে। মনে হচ্ছে, বেশ সুন্দরই হবে।

দু'জনেই টেবিল ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। এক পলকের জন্য মোনিকা ডেভির টাইট-ফিটিং প্যান্টের সামনের দিকটায় তাকাল। ফুলে-ওঠা অংশটার আকৃতি দেখে সে অনেকটা আশ্বস্ত হলো। বেশ কিছু কামুক মেয়ে হয়তো এটা যথেষ্ট মনে করবে না, তাদের চাই মাংসের আরও বড় টুকরো। কিন্তু মোনিকা মনে মনে রিটাকে ধন্যবাদ জানাল—আমার পক্ষে ফাইন মনে হচ্ছে এই সাইজ। আজ মোনিকার বয়েস তিরিশ, এখন তার দুর্দম তরুণ দরকার দেহকামনার তৃপ্তির জন্য। এই তরুণের দলের মধ্যে যৌবন টগবগ করে ফুটছে। তাদের সঙ্গমশক্তি ও স্থায়িত্ব মোনিকার বয়েসী পুরুষদের চেয়ে বেশি—যে ব্যাপারটাকে মোনিকা যথেষ্ট মূল্য দিয়ে থাকে। তাছাড়া এই অল্পবয়েসী ছেলেগুলোকে সহজে ম্যানেজ করা যায়। তাই মোনিকা তো তাদের বিশেষভাবে ভালবাসবেই।

যে রেস্টুরেন্টে তারা ডিনার করছিল, সেখানে ডেভি ট্যাক্সি করে এসেছিল। তাই এখন নিজের গাড়ি ড্রাইভ করে মোনিকা ওকে নিয়ে এলো শহরের প্রান্তে তার সুসজ্জিত ফ্ল্যাটে। মোনিকার গাড়ি এলডোরাডো। স্বচ্ছন্দে গাড়ি চালাল মোনিকা, সব ব্যাপারেই অবশ্য সে স্বচ্ছন্দ। কিছুক্ষণ পরেই তারা লিভিংরুমে পৌঁছে গেল—বিশাল ঘর, কার্পেটে মোড়া। ডেভির দিকে তাকিয়ে হাসল মোনিকা। আরেকবার কল্পনা করে নিলো কেমন কাজ করবে এই ছেলেটা।

অন্যান্য তরুণেরা মোনিকার সান্নিধ্যে এলেই তাকে কাছে এসে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে। ডেভি কিন্তু তেমন আচরণ করল না, সে রিটার পরামর্শ মনে রেখেছিল। রিটা বলেছিল—যদি তুমি দেখ মোনিকা বিছানায় যাবার জন্য ঝুলোঝুলি শুরু করেছে, তুমি থেমে থাকবে, একদম বোবার মতন ব্যবহার করবে। মনে রেখ, ও নিজে লিড্ নিতে চায়। তাই অন্য কেউ যদি ওকে ঠেলাঠেলি নিজে থেকে শুরু করে, ও মোটেই সেটা পছন্দ করে না। তুমি এমন ভাব দেখাবে, যে মোনিকাই তোমার টোটাল বস, বাকি সব আপনা থেকেই ঘটবে।

রিটা অনেকদিন মোনিকার সাথে কাজ করেছে, তাই অনেক কিছু জানে। ডেভি ঠিক করল, রিটার মূল্যবান পরামর্শ মেনেই চলবে। এখন পর্যন্ত যা ঘটেছে, তাতে রিটার পরামর্শই সঠিক মনে হচ্ছে।

মোনিকার কর্ত্রী মনোভাবের পরিচয় পাওয়া গেছে। আর ডেভির একটা অদ্ভুত ক্ষমতা আছে—অন্য মেয়ের ইচ্ছে ও উদ্যোগ সম্বন্ধে আইডিয়া পেয়ে যায়। নিজের এই ক্ষমতা সে কোথা থেকে পেল, তা সে নিজেও জানে না। সে ব্যাখ্যা করতে পারবে না—কি করে রমণীর মন সম্পর্কে সে এতটা বুঝে যায়। কিন্তু নিজের এই ক্ষমতার ওপর তার পুরো বিশ্বাস জন্মেছে। যেমন, এই মুহূর্তে সেই ক্ষমতাবলেই সে বুঝছে—মোনিকা তাকে দেহযুদ্ধে প্ররোচিত করতে চায়। ডেভিকে এখন খেলতে হবে, প্রথম প্রথম এক আনাড়ি-অপরিণত বালকের মতো—তার মোনিকা হবে প্রাপ্তবয়স্ক, অভিজ্ঞ, সুদক্ষ এক খেলোয়াড়—যে যৌন-অনাহারে ভুগছে, ক্ষুধার্ত। এই ধারণাটাই ঠিক মনে হচ্ছে, তাই ডেভি চুপচাপ বসে রইল, যেন এক নিরীহ, অনভিজ্ঞ তরুণ।

মোনিকা নির্দেশ দিল—আরে, আমাদের জন্য একটা ড্রিংকস্ বানাও না।

সুন্দর লম্বা হাত প্রসারিত করে একটু দূরে দরজার পাশে দেয়ালে 'বার' দেখিয়ে দিল সে।

—আমি ততক্ষণ পোশাক পাল্টে আরামের কিছু গায়ে দিই—বলল মোনিকা।

ড্রিংকস্ তৈরি করে ডেভি, ঠিক সময় বুঝে যার মধ্যে মোনিকা পোশাক পাল্টে ফিরে আসবে।

এলো মোনিকা। একটা কাফ্তান গায়ে, পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত ঝুল। লিনেনের রং ক্রীম, গলার কাছে আরব দেশের কারুকাজ। পোশাকটার দুটো পাশ কাটা, তাই ওর চলাচলের সময়ে খালি পা, আর নগ্ন উরু দেখা যাচ্ছে। পোশাকটাই উত্তেজক, বিশেষত যখন সন্দেহ হয় তলায় আর কিছু আছে কি না। মোনিকার স্তন দুটো বিশাল বড় নয়, কিন্তু যথেষ্ট বড় এইটুকু বোঝাতে সে বেডরুমে ব্রা খুলে এসেছে, নরম লিনেন দুই উঁচু মাংসের টিলার ওপর নিজেকে মেলে ধরেছে—তাই তার স্তনের বোঁটাও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

ডেভি একটা বড় সোফায় বসে। মোনিকাকে বলে, তুমি কি এখানে আমার পাশে বসবে, নাকি আমরা অন্য কোথাও যাব?

মোনিকা বলে, আসলে আমি ভেবেছিলাম, আমি তোমার সাথে ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের জন্য আরেকটু ভাল কিছু ভেবেছিলাম, মানে কিছু একটা যাতে তোমার শরীরে অতিরিক্ত উষ্ণতা আসতে পারে। কেমন লাগবে?

ডেভি জানায়—খুব ভাল লাগছে শুনতে।

কিন্তু তখনও ডেভির একটুও মাথায় আসেনি মোনিকা আসলে কি বলতে বা করতে চাইছে।

মোনিকা হাসে। উঠে এসে সোফায় ডেভির পাশে বসে। অবশ্য দু'জনের মাঝে যথেষ্ট দূরত্ব রাখে যাতে ডেভি তাকে ছুঁতে না পারে। ড্রিংকসে চুমুক দেয়, সোফায় পা তুলে বসে ডেভির মুখোমুখি হয়। তার গাউন ওপরে উঠে গিয়ে দুই উরুকে নগ্নভাবে মেলে ধরে। মোনিকার দুই উরু তার শরীরের অন্যান্য প্রত্যঙ্গের মতো সুন্দর।

—বোধহয় ভাল হয় যদি এই পোশাকটা খুলে আরও সহজভাবে বসি—বলতে বলতে ভুরু কুঁচকে কাফ্‌তানটা মাথার ওপর দিয়ে তুলে খুলে ফেলে। অবহেলায় পাশে ফেলে দেয়। এবার সম্পূর্ণ উলঙ্গ মোনিকা, আরাম করেই বসে।

মোনিকা বলে, আচ্ছা ডেভি, তুমি কখনও কোনও মেয়েকে দেখেছ হাতের কাজ করতে—যাকে বলা হয় হ্যান্ড জব। মানে হাত দিয়ে নিজেকে আদর করতে! অনেকে তা দেখলে ভীষণ উত্তেজনা বোধ করে।

—না, যতদূর মনে পড়ছে, আমি তেমন কিছু দেখিনি।

আসলে এটা মিথ্যে কথা। এই ব্যাপারে ডেভির অবশ্যই অভিজ্ঞতা ইতোমধ্যে হয়েছে। কিন্তু তাকে তো অজ্ঞতার ভান করতে হবে। অন্তত তেমন ধারণাই মোনিকাকে খুশি করবে।

ডেভি বলে, আমি আন্দাজ করতে পারছি, এটা একটা দেখার মতো ব্যাপার বটে। আঃ, যদি তোমার মতো কেউ তেমন কাজ করে, সেটা আরও আনন্দের ব্যাপার। সত্যি, তোমার মারাত্মক ফিগার!

ডেভির এ কথাটা অবশ্য মিথ্যে নয়। কেউ যদি বলে মোনিকার বুক দুটো তেমন বড় নয়, তাদের স্বীকার করতে হবে শরীরে মাপে নিখুঁত, এমন সুগঠিত স্তন দেখা যায় না। বোঁটা দুটো কালো দানার মতো শক্ত, কিন্তু তার চারপাশে স্তনের মুখের ত্বক মেরুন রঙের, গোলাকৃতি ফর্সা বুকের ওপর যেন স্ট্যাচুর মতো বসে আছে। দুই স্তনের মধ্যে থেকে যেন বিদ্যুতের শক্তি ঠিকরে বেরোচ্ছে। ডেভি অনুভব করল, মোনিকার বুকের বৈদ্যুতিক চার্জের সাথে তাল মিলিয়ে তার দণ্ড ও অণ্ডকোষে সাড়া জাগল। মোনিকার শরীরে কোথাও এক আউন্স বাড়তি চর্বি নেই, কিন্তু সে মোটেই রোগাটে নয়—যা তন্বী মেয়েদের প্রায়শই দেখায়। মোনিকার পেট সমতল ও কঠিন, নিচে দুই নিতম্ব সুগঠিত। আরও নিচে সামনের দিকে লাভ-মাউন্ড—সুন্দর যৌনাঙ্গ—কালো, কুঞ্চিত, ঘন লোমে ছেয়ে গেছে, মুখটা ঢাকা পড়ে গেছে, কিন্তু তার যোনিদেশের দুটি রক্তাভ ঠোঁট কালো লোমের ভেতর দিয়ে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। যোনিদেশের সামনের ভাঁজও দৃশ্যমান।

মোনিকা সোফার ওপর এবার ডেভির মুখোমুখি। নিজের নগ্নতা সম্পর্কে তার কোনও সংকোচ নেই। ডেভির চোখের সামনেই সে দুই উরু দু'দিকে ছড়িয়ে দেয় এমন ভঙ্গিতে যেন পৃথিবীতে এটা সবচেয়ে সাধারণ আচরণের মধ্যে একটা। ডেভি দুই প্রসারিত পায়ের মধ্যস্থলে তাকায়, তার দেহে উত্তেজনার পারদ চড়তে থাকে। তার নিজের দুই পায়ের মাঝেও কম্পন জাগে। মোনিকা লম্বা মেয়ে, কিন্তু তার পুসি আশ্চর্য ধরনের ছোট সেই তুলনায়। পুরো চেরা দাগটা দুই ইঞ্চির বেশি হবে না। দুই উরুর ঠিক জায়গায় তার রাজকীয় অবস্থান।

মোনিকা বোঝায়—অনেক সময় আমি ধরে নিই, আমার কাছে তৃপ্তি দেওয়ার কেউ নেই। তখনই আমি হাতের কাজ, মানে হ্যান্ড জব শুরু করি। হয়তো অন্যান্য সেক্সের মতো এটা নয়, কিন্তু এও বেশ আরামের।

নিজের নগ্ন উরু আর পেটের ওপর হাত বোলাতে শুরু করে মোনিকা। নিজেকে আদর করতে করতে সে খুব কাছ থেকে ডেভিকে লক্ষ্য করে। ডেভি যে তাকে দেখছে—এটা একটা দারুণ আনন্দ। প্রদর্শনের আনন্দ। প্লেজার ইন বিয়িং ওয়াচড্। বিশেষ করে যখন এমন একজন তার কর্মকাণ্ড দেখছে যে তার সৌন্দর্যে মুগ্ধ। মোনিকার চোখ চকচক করে, তার হাত এবার নিজের স্তনের ওপর উঠে আসে। দুই সুগোল অঙ্গের ওপর ধীরে ধীরে নরম মর্দনের আদর। আঙুলের নখ দিয়ে স্তনের দুই বোঁটাতে আঁচড় কাটে। নাকের ফুটো দিয়ে নিঃশ্বাস ঘন। দুই গালে লাল আভা জেগে ওঠে। ধীরে ধীরে তার হাত সেই ঘন কালো লোমের অরণ্যে, যোনির মুখে ও চারপাশে চলে আসে। তার পুসি যেন এখন রক্তপানে আকুল, সমস্ত অংশ ভিজে উঠেছে।

ডেভি সোফার ওপর নড়াচড়া করছে, নিজের উত্তেজনা আর লুকানোর প্রশ্ন নেই। মোনিকা লক্ষ্য করল ডেভির প্যান্টের সামনের অংশ আরও ফুলে উঠেছে। রিটা বলেছিল—ডেভির দণ্ডটি অসাধারণ এবং সেটা ব্যবহারের অসাধারণ ক্ষমতাও সে রাখে। তবু মোনিকা পুরোপুরি নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত বিশ্বাস করতে চায় না। রিটার বরাবরই একটু বাড়িয়ে বলার অভ্যেস। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে, রিটা বোধহয় অনেকটাই সত্যি বলেছে। মোনিকার মনের মধ্যে বিদ্যুৎ-তরঙ্গ খেলছে, আর ক্রমশ দেখা যাচ্ছে ডেভির প্যান্টের সামনের দিকটা প্রায় ফেটে পড়ার উপক্রম।

মোনিকা বলে, বোধহয়, তোমার কিছু পোশাক ছেড়ে হাল্কা হওয়া ভাল!

অনুগত পরিচারকের মতো আদেশ পালন করে ডেভি। মোনিকার দিকে পিছন ফিরে প্যান্ট খোলে। তাই প্রথমে মোনিকা ডেভির নগ্ন পুরুষাঙ্গ দেখতে পায় না। একটু পরেই ঘুরে দাঁড়ায় ডেভি, এইবার মোনিকা যা দেখার জন্য মরে যাচ্ছিল, সেটা সে দেখতে পায়। ভেতরে ভেতরে পরম উত্তেজিত মোনিকা, কিন্তু উপরে উপরে সে শান্ত অবিচল থাকার অভিনয় করে। চিন্তিতভাবে কুঞ্চিত চোখে, তারপরেই বড় বড় চোখে তাকায় মোনিকা। ডেভির যন্ত্রের দৈর্ঘ্য ও বেধ মনে মনে মাপে সে, মাপের অংক তাকে মারাত্মক উত্তেজিত করে।

ডেভির লিঙ্গের দৈর্ঘ্য মোটামুটি আট ইঞ্চি, আর বেধ দু'-তিন ইঞ্চি হবে—অন্তত মোনিকার আঙুলের মাপে তাই হবে। মোনিকা এর চেয়ে দীর্ঘ লিঙ্গ দেখেছে—তলপেট থেকে ঠিকরে বেরিয়েছে। তবে তার সংখ্যা খুব বেশি নয়। ডেভির যন্ত্রটি একদম পুরোপুরি সোজা ও উন্নত, একটা পিংক আভা, কিন্তু সারা লিঙ্গের গাত্রবর্ণ যেন আইভরি টাইপের। লিঙ্গের মুখের চামড়া কাটা নয়, অর্থাৎ সার্ককামসাইজড নয়। তার লিঙ্গের মুখ মোটা কিন্তু লিঙ্গমুখের চামড়া বা ফোরস্কিন বেশ টাইট করে ঢেকে রেখেছে শীর্ষদেশ। দুই অণ্ডকোষের আকৃতিও লিঙ্গের সাথে মানানসই, ঝুলন্ত, চামড়ার থলিকে পূর্ণ করেছে।

মোনিকা সোফার একটা হাতলে হেলান দিয়েছে। ডান হাতের অনামিকা আঙুলের মাথাটা তার পুসির ওষ্ঠদেশ স্পর্শ করছে। জুলজুল করছে এই অঙ্গ, রসে ভিজে চকচক করছে—অর্থাৎ দেহের মধ্য থেকে অদ্ভুত গন্ধের কামরস বেরিয়ে আসছে। যোনির

ওষ্ঠদেশে আঙুল সঞ্চালনে সারা শরীর শিহরিত হচ্ছে। এইবার তার আঙুল ক্লিটরিচে এসে পৌঁছেছে—ছোট মাংসখণ্ড, ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে তাকে অনুভূতির তীব্রতায় নিয়ে আসে মোনিকা, সারা দেহে আবার কম্পন।

—তোমার দিকে তাকিয়ে—মানে এই উলঙ্গ পুরুষ শরীরের সামনে এই হ্যান্ড জব খুব কাজ দেয়।

মোনিকার আঙুল তার ক্লিটরিচে। এইবার লিঙ্গকে হাতের মুঠোয় নেয় ডেভি, আস্তে ফোরস্কিন অর্থাৎ সমুখভাগের ত্বককে নিচে ঠেলে নামিয়ে লিঙ্গমুখ উন্মুক্ত করে। লিঙ্গমুখ মাশরুম আকৃতির মাংসল ত্রিকোণ একটি অংশ। এর প্রকাশে উচ্ছ্বসিত মোনিকা—উম্‌ম্‌। এই দৃশ্য দারুণ লাগছে আমার।

কিছুক্ষণ পরে নিজের আঙুল এবার পুসির মধ্যে পূর্ণ প্রবেশ করে। এমনভাবে শুয়েছে মোনিকা যে ডেভি তার আঙুল দিয়ে যোনিমর্দন পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে। আঙুলের প্রবেশ তার চোখে নীল আলোর সৃষ্টি করছে। আঙুল এখন যোনিরসে সিক্ত, সেই ভেজা আঙুল ডান স্তনের বোঁটার ওপর রাখে মোনিকা, স্পর্শ বুলিয়ে যেন রঙের কোটিং দিতে চায়। ছোট দানার মতো স্তনবৃন্ত রসে লিপ্ত হয়ে চকচক করে। যেন আদিরসের কোনও মলম মাখানো হয়েছে।

রসের কোটিং দেওয়া স্তনের বোঁটার দিকে তাকিয়ে ডেভি বিড়বিড় করে—আঃ, এটা দারুণ কায়দা! সত্যি এ কায়দা সামলানো মুস্কিল।

মোনিকা কথা বলে না। কিন্তু ডেভির কথায় তার প্রতিক্রিয়া স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তাই ডেভি তার দিকে আরও স্পষ্ট ভঙ্গিমা নিয়ে দাঁড়ায়। লিঙ্গমুখের ত্বক নিয়ে সে খোলা-ঢাকা-খোলার খেলায় মত্ত হয়ে ওঠে। উত্তেজিত মোনিকার হাত এবার নিজের দুই উরুর মাঝে চলে আসে। পুসির ঠোঁটে আরেকবার সজোর ঘর্ষণ—দু'আঙুলে যোনিমুখ মেলে ধরে। অভ্যন্তরের রং গোলাপী। যোনিমুখ স্পষ্ট দৃশ্যমান, কিন্তু মনে হয় ডেভির দণ্ড গ্রহণের মতো যথেষ্ট নয় এই হাঁ-মুখের আকৃতি। আঙুলে কাজ চলছে; সেটা থামিয়ে এবার বাঁ হাত নিতম্বের তলায়। সমস্ত যোনিরসে যোনিপার্শ্ব ও নিতম্বের মধ্যস্থল নিতান্ত সিক্ত।

এই অবস্থায় জ্ঞান বিতরণ করে মোনিকা। স্থির দৃষ্টি কিন্তু ডেভির বিশেষ অঙ্গের দিকে।

—নারীর শরীরের নানা জায়গা আছে যেগুলো ইন্দ্রিয়ের মতোই জীবন্ত। আমি সেই জায়গাগুলোকে মাতিয়ে তুলতে ভালবাসি।

লিঙ্গমুখের ত্বকটা এবার টেনে নিচে নামায় ডেভি, ফলে মুখটা চাপের চোটে একটু ঝুঁকে পড়ে—এবার আমি তোমার সেবা করতে চাই, দিব্যি কাটছি, আমি চাই, চাই, চাই!

—আমিও চাই, তুমি সে সুযোগ পাবে। কিন্তু তার আগে আমি নিশ্চিত হব, তুমি আমার জন্য পুরোপুরি তৈরি হয়েছ।

নিজেকে প্রবল ঘর্ষণে মথিত করে মোনিকা ক্লাইমেক্সে পৌঁছল। প্রধানত ক্লিটরিচ আর পশ্চাদদেশের গভীরতায় ঢেউ তুলে। অবাক হয়ে ডেভি লক্ষ্য করে, যোনিদেশের ক্রিয়াকলাপ কিছুটা মুলতুবি রাখে মোনিকা। নারীর সেক্সুয়াল ভাল লাগার কোনও যুক্তিযুক্ত নিয়ম নেই, লজিক নেই। শুধু এটুকু বুঝছে ডেভি, মোনিকা তাকে নিয়ে খেলা

করছে, তার সংযম শক্তি পরীক্ষা করছে। মোনিকার এহেন বিচিত্র আত্মরতি কতখানি উন্মাদ করছে ডেভিকে—সেটা পর্যবেক্ষণ করাটাই এতক্ষণ মোনিকার মুখ্য আনন্দ।

পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে প্রস্তুত হয় ডেভি। সজোরে হস্তমৈথুন চলে। মোনিকাকে বোঝাতে হবে সে যেন পরাস্ত, মোনিকার প্রদর্শনীতেই (হ্যান্ড জবের) সে চূড়ান্ত পর্যায়ে, যদিও আসলে ডেভি মোটেই ক্লাইমেক্সের ধারেকাছে আসেনি। তবু সেই ভাব দেখাতে হবে। মোনিকা জয়ী হয়েছে বোঝাতে হবে।

মোনিকা তার হাতের সমস্ত আঙুল ডুবিয়ে দিল।

শী রিচড হার ক্লাইমেক্স।

কিন্তু ডেভিকে ধমক দিল—ওঃ, ডোন্ট কাম নাউ। বীর্য নষ্ট করো না। আমি চাইছি, তুমি আমার ভেতরে নিজেকে নিঃশেষে ঢেলে দাও।

ডেভি ভান করছে—নিজেকে সে যেন আর রুখতে পারছে না। সে নিশ্চিত—দ্রুত বীর্যস্খলনের অবস্থা আসেনি। নিজের শরীরের উপর তার অসাধারণ নিয়ন্ত্রণ শক্তি আছে। যখন পর্নোগ্রাফিক ফিল্মে সে কাজ করত, তখন থেকেই এই বিদ্যা আয়ত্ত করতে হয়েছে। তাই ইচ্ছেকে সে দমন করতে পারে।

তাছাড়া মোনিকার কণ্ঠস্বরে যেন একটা সাবধানবাণী ধ্বনিত হয়েছে। একটা গোপন ভীতি প্রদর্শন যে, ডেভি যদি তার যৌনপরাক্রম প্রদর্শনে অক্ষম হয়, তাহলে শাস্তি পাবে। হয় তো চাকরিটাই হাতছাড়া হবে। মোনিকা তার পরীক্ষক, তাই প্রথম পরীক্ষায় ব্যর্থ হলে বহিষ্কার অনিবার্য।

নিজেকে সহজ করার চেষ্টা করে ডেভি। হি রিল্যাক্সড্ হিমসেলফ আ লিটিল।

মোনিকা হাত বাড়ায়। আঙুল দিয়ে ডেভির ফুলে-ওঠা উত্তুঙ্গ লিঙ্গকে স্নেহভরে স্পর্শ করে।

মোনিকা বলে, আমার কথা রাস্তার কুত্তীর মতো শোনাবে। তবু বলব, আমি চাই না তোমার মূল্যবান দেহের এই রস মেঝেয় পড়ে নষ্ট হোক। আমি তা সইতে পারব না। আমি একে চাই।

ডেভি বলে, আমি অপেক্ষায় আছি। আমি চেষ্টা করছি। তুমি বাজি রাখতে পার—আমি কোনও কিছু নষ্ট করব না।

২

শরীর, শরীর, শরীর?

এক ফোঁটা বীর্যকণা থেকে মায়ের গর্ভে আমি এসেছিলাম। তার ছোট গর্ভকোষে দশ মাসের কিছু বেশি আশ্রয় নিয়ে আমি বেরিয়ে আসার তাগিদ অনুভব করেছিলাম, মাকে একটা গরীব হাসপাতালে আড়াই ঘণ্টা ধরে যন্ত্রণা দিয়ে আমি পৃথিবীতে এসেছিলাম।

বাবাকে চোখে দেখিনি।

বাবার পরিচয়ও মা কখনও দেয়নি। আমার কক্স পদবীটা নাকি আমার বাবার। তাঁর নামটা জানি, মা-ই বলেছিল—পিটার কক্স। তিনি আমাকে দেখে যাননি। আমি যখন তিন মাস মায়ের পেটে, তখন স্ট্রীট অ্যাক্সিডেন্টে মারা যান তিনি। এবং অনাগত পুত্রের জন্য একটি কপর্দকও না রেখে।

ফলে আমার পঁচিশ বছরের মা আমাকে হঠাৎ পাড়ার এক মাসির কাছে দিয়ে পালিয়ে যাবে এতে আশ্চর্য কি!

এই ভাগ্যজোরে পাওয়া মাসিটা কিন্তু ভাল ছিল। আমাকে বড় করল, স্কুলে পাঠাল, কিন্তু ভাগ্যের জোর বেশিদিন টেঁকেনি। ক্লাস নাইনে পড়ার সময় সে দু'দিনের জ্বরে মরে গেল।

বাড়িওয়ালার লোক এসে আমায় রাস্তায় বের করে দিল, তাই পাড়ার চায়ের দোকানের মালিক আমাকে দয়া করে বয়ের কাজ না দিলে কোন পথে যেতাম কে জানে। পকেটমার, ছিনতাইবাজ হওয়াই স্বাভাবিক ছিল।

চায়ের দোকানের কাজটা আমার ভাল লাগত। রঙ-বেরঙের লোকের সাথে আলাপ হতো। এখানেও টিপস পেতাম। খুব অল্প, কিন্তু ভীষণ আনন্দ হতো। যে খুশি হয়, সেই তো টিপস দেয়। তার মানে আমার কাজে চায়ের দোকানের খদ্দেররা খুশি হতো। তাই তাদের খুশিতে আমিও খুশি হতাম।

আমার বয়েস তখন চৌদ্দ।

চায়ের দোকানের মালিক আমার পেটের খাবারের পথ দেখিয়েছিল। আর তার তের বছরের কন্যা, আমার চেয়ে সামান্য ছোট হবে, সে আমার শরীরে, পুরুষের সেই বয়েসের শরীরে, যে নতুন ধরনের খিদে জাগে, তাকে জাগিয়ে তুলেছিল এবং তৃপ্ত করেছিল।

দোকানে, অর্থাৎ চা বিলি ও তৈরির কাজে সে আমার পাশাপাশি থেকে তার বাবাকে সাহায্য করত। স্কার্ট-ব্লাউজ পরা গোলগাল সোনালি চুলের মেয়ে। ওর জন্যও দোকানে ভিড় হতো—এটাও ঠিক। মিষ্টি হেসে কাপের চা-কে ও আরও মিষ্টি করে দিত। খদ্দেররা ঠাট্টা-ইয়ার্কি করত, সময়ে-অসময়ে চাপা গলায় অশালীন মন্তব্য করতে ছাড়ত না সুযোগ পেলে।

একবার তো একটা কাণ্ডই ঘটে গেল।

মেয়েটার নাম লুসি।

সেদিন একটা গুণ্ডাগোছের লোক এসে মোটরবাইক বাইরে রেখে চা চাইল। আমি অন্যদিকে ব্যস্ত। দোকানদার মালিক হলেও নিজেই চা বানাতো। দোকানের নাম ছিল আংকল টমস্ টি-কেবিন। কে যেন খড়ি দিয়ে 'টি' কথাটা কেটে দোকানের নামটা বিখ্যাত বইয়ের নামের সাথে মিলিয়ে দিয়েছিল। আংকল টমস্ কেবিন—টমকাকার কুটির।

যাই হোক, সেদিন বাধ্য হয়ে লুসিই চা নিয়ে গেল লোকটার সামনে। যথারীতি হেসে বলল, গুড মর্নিং। লোকটাও গুড মর্নিং জানিয়ে ওকে আবার ডাকল। লুসির পেছন পেছন আমিও গেলাম তখন। একটু দূরে দাঁড়ালাম। গুণ্ডাটার মতলব কি?

লোকটা বলল, তোমার নাম কি?

—লুসি!

চাপা গলায় লোকটা বলল, লুসি! ইউ মাস্ট হ্যাভ বিউটিফুল পুসি!

লজ্জায় লাল-গাল লুসি দৌড়ে চলে আসতে গিয়ে আমার বুকে ধাক্কা খেল। ওর সদ্য উদ্ভিন্ন দুই স্তন বয়েস অনুপাতে বেশ বড় এবং চোখে পড়ার মতো। টাইট গেঞ্জি পরায়

সুস্পষ্ট। চোখে দেখেছি, লুব্ধ হয়েছি, এমন কি স্বপ্নে সেই বুক জোড়াকে হাতে পেয়ে আদর করতে করতে প্যান্ট ভিজে গেছে কখনও।

কিন্তু জাগ্রত ও সচেতন মনে অন্য কোনও চিন্তাকে প্রশ্রয় দিইনি। সেদিন লুসির বুকের ধাক্কা, তার শক্ত-নরম ছোঁয়া নিজের বুকে পেয়ে এবং গুণ্ডাটার অশ্লীল কথা শুনে, সেই বয়েসের শিভল্‌রি দেখাবার ঝোঁক মাথায় চেপে গেল। এক লাফে গুণ্ডাটার কলার চেপে পাঁচ-দশটা ঘুঁষি চালালাম, হৈচৈ বাধল। সব লোকজন ছুটে এলো। ব্যাপারটা শুনে কেউ কেউ পুলিশ ডাকতে বলল।

গুণ্ডাটা আসলে তেমন কোনও গুণ্ডা নয়। উঠতি বয়েসের চ্যাংড়া ছেলে, ইভ-টিজিংয়ের অ্যাপ্রেন্টিস। চেহারাটা হাট্টাগাট্টা। তাই মার খেয়ে সারেন্ডার করল।

লুসির কাছে ওকে কলার ধরে নিয়ে গেলাম। হাতজোড় করে ওকে বলতে হলো—পার্ডন মি সিস্টার।

হ্যাঁ, এই বীরত্ব কাজে লেগেছিল বৈকি!

পরদিন সানডে। দোকানদার টাউনে গেছে মালপত্র কিনতে। দুপুরবেলা দোকান বন্ধ। সন্ধ্যেবেলা খুলবে।

অগত্যা সেই নির্জন দুপুরে আমরা দু'জন একা—অথবা দোকাও বলা যায়। উই টু ওয়্যার অ্যালোন।

স্বপ্নে যা দেখেছি, আজ দুপুরে নির্জন আশ্রয়ে তাকে বাস্তবে পরিণত করার সুযোগ দিল লুসি। বীরত্বের পুরস্কার, কৃতজ্ঞ নারীর কাছ থেকে। কিন্তু সেদিন বেশি অগ্রসর হতে পারিনি। জীবনে সেই প্রথম হাতে পেলাম নারী শরীর। ভেজা প্যান্ট নিয়ে বাথরুমে ছুটতে হলো।

লুসি হেসেছিল। সেই হাসিতে লজ্জায়, অপমানে আমি ইঁদুরের গর্তে লুকোতে চেয়েছিলাম।

সেটা প্রথম দিন।

দ্বিতীয় দিনেও ব্যর্থতা।

তৃতীয় দিনে সময় ছিল হাতে। তাই প্যান্ট নষ্ট করার আগে শরীরের ধর্মে, শোনা কথা, দু'-একটা অ্যাডাল্ট সিনেমা দেখার জ্ঞান—ইত্যাদি সবকিছু নিয়ে ওর গোপন অঙ্গে আঘাত করলাম। কিছুই হলো না। ওর তলপেট ভেসে গেল।

চতুর্থ দিন। এইবার শরীরের দৌড়ের সাথে মস্তিষ্ক যোগ করলাম। যত্ন নেওয়া সম্ভব নয়। বিশাল আঘাত। লুসির আর্তচিৎকার, কিন্তু আমার পূর্ণ প্রবেশ। এবং সাথে সাথেই বিস্ফোরণ। বিন্দুমাত্র আনন্দ পাইনি দু'জনের কেউ, বরং যন্ত্রণা। লুসির হাইমেন র‍্যাপচার, আর মাই ফোরস্কিন টোর্ন অ্যান্ড রোলড্ ব্যাক। লিঙ্গমুখে কয়েক ফোঁটা রক্ত।

তবু দারুণ আনন্দ হয়েছিল। মানসিক আনন্দ।

আমার যৌবন আগমনে প্রথম নারীলাভের আনন্দ। যেন বিশ্বজয়ী আলেকজান্ডার।

আরেকটা শখ ছিল আমার। বডি বিল্ডিং।

পাড়ার জিমনাসিয়ামে যেতাম। অল্প চাঁদা। রোজ ভোরে মর্নিং ওয়াকের পর জিম সেরে কাজে আসতাম।

সেখানেই আলাপ ক্যামেরাম্যান যোশেফের সাথে।

সুস্পষ্ট। চোখে দেখেছি, লুব্ধ হয়েছি, এমন কি স্বপ্নে সেই বুক জোড়াকে হাতে পেয়ে আদর করতে করতে প্যান্ট ভিজে গেছে কখনও।

কিন্তু জাগ্রত ও সচেতন মনে অন্য কোনও চিন্তাকে প্রশ্রয় দিইনি। সেদিন লুসির বুকের ধাক্কা, তার শক্ত-নরম ছোঁয়া নিজের বুকে পেয়ে এবং গুণ্ডাটার অশ্লীল কথা শুনে, সেই বয়েসের শিভল্‌রি দেখাবার ঝোঁক মাথায় চেপে গেল। এক লাফে গুণ্ডাটার কলার চেপে পাঁচ-দশটা ঘুঁষি চালালাম, হৈচৈ বাধল। সব লোকজন ছুটে এলো। ব্যাপারটা শুনে কেউ কেউ পুলিশ ডাকতে বলল।

গুণ্ডাটা আসলে তেমন কোনও গুণ্ডা নয়। উঠতি বয়েসের চ্যাংড়া ছেলে, ইভ-টিজিংয়ের অ্যাপ্রেন্টিস। চেহারাটা হাট্টাগাট্টা। তাই মার খেয়ে সারেন্ডার করল।

লুসির কাছে ওকে কলার ধরে নিয়ে গেলাম। হাতজোড় করে ওকে বলতে হলো—পার্ডন মি সিস্টার।

হ্যাঁ, এই বীরত্ব কাজে লেগেছিল বৈকি!

পরদিন সানডে। দোকানদার টাউনে গেছে মালপত্র কিনতে। দুপুরবেলা দোকান বন্ধ। সন্ধ্যেবেলা খুলবে।

অগত্যা সেই নির্জন দুপুরে আমরা দু'জন একা—অথবা দোকাও বলা যায়। উই টু ওয়্যার অ্যালোন।

স্বপ্নে যা দেখেছি, আজ দুপুরে নির্জন আশ্রয়ে তাকে বাস্তবে পরিণত করার সুযোগ দিল লুসি। বীরত্বের পুরস্কার, কৃতজ্ঞ নারীর কাছ থেকে। কিন্তু সেদিন বেশি অগ্রসর হতে পারিনি। জীবনে সেই প্রথম হাতে পেলাম নারী শরীর। ভেজা প্যান্ট নিয়ে বাথরুমে ছুটতে হলো।

লুসি হেসেছিল। সেই হাসিতে লজ্জায়, অপমানে আমি ইঁদুরের গর্তে লুকোতে চেয়েছিলাম।

সেটা প্রথম দিন।

দ্বিতীয় দিনেও ব্যর্থতা।

তৃতীয় দিনে সময় ছিল হাতে। তাই প্যান্ট নষ্ট করার আগে শরীরের ধর্মে, শোনা কথা, দু'-একটা অ্যাডাল্ট সিনেমা দেখার জ্ঞান—ইত্যাদি সবকিছু নিয়ে ওর গোপন অঙ্গে আঘাত করলাম। কিছুই হলো না। ওর তলপেট ভেসে গেল।

চতুর্থ দিন। এইবার শরীরের দৌড়ের সাথে মস্তিষ্ক যোগ করলাম। যত্ন নেওয়া সম্ভব নয়। বিশাল আঘাত। লুসির আর্তচিৎকার, কিন্তু আমার পূর্ণ প্রবেশ। এবং সাথে সাথেই বিস্ফোরণ। বিন্দুমাত্র আনন্দ পাইনি দু'জনের কেউ, বরং যন্ত্রণা। লুসির হাইমেন র‍্যাপচার, আর মাই ফোরস্কিন টোর্ন অ্যান্ড রোলড্ ব্যাক। লিঙ্গমুখে কয়েক ফোঁটা রক্ত।

তবু দারুণ আনন্দ হয়েছিল। মানসিক আনন্দ।

আমার যৌবন আগমনে প্রথম নারীলাভের আনন্দ। যেন বিশ্বজয়ী আলেকজান্ডার।

আরেকটা শখ ছিল আমার। বডি বিল্ডিং।

পাড়ার জিমনাসিয়ামে যেতাম। অল্প চাঁদা। রোজ ভোরে মর্নিং ওয়াকের পর জিম সেরে কাজে আসতাম।

সেখানেই আলাপ ক্যামেরাম্যান যোশেফের সাথে।

সে-ই বলল, আরে এই চেহারা নিয়ে চায়ের দোকানের চাকর হয়ে জীবন কাটাবে নাকি!

—কি করব বলুন?

—খুব ভাল একটা কাজ আছে। তার আগে তোমার একটা ছবি তুলব।

—বেশ তো। তুলুন।

—না, এখানে এভাবে নয়। আমার সাথে ওদিকে চলো।

জিমনাসিয়ামের ড্রেসিংরুমের আধা-অন্ধকার ঘরে আমাকে সব জামা-কাপড় ছাড়তে হলো। আমি একটা অন্ধ বিশ্বাস নিয়ে যোশেফ যা বলছে করে যাচ্ছি। তার আদেশে মাস্টারবেট করে নিজের পুরুষাঙ্গকে উত্থিত করতে হলো, ইরেকশন অবস্থায় ছোট স্টিলের ম্যাগনেটিক টেপ দিয়ে আমার পুরুষাঙ্গের মাপ নিল যোশেফ—সাড়ে সাত ইঞ্চি। বলল, ফাইন, কাজ চলবে।

তখনও জানি না কি কাজ।

যোশেফের পরামর্শে একটা দিন ছুটি নিলাম। ভোরবেলা ওর মোটরবাইকের পিছনে বসে চলে এলাম একটা বাগানওয়ালা বাড়িতে। ভেতরটা রাজবাড়ির মতো। চারদিকে যন্ত্রপাতি—আলো, ক্যামেরা, সাউন্ড বক্স। হ্যাঙ্গারে ঝুলছে নানারকম পোশাক-আশাক।

যোশেফ বলল, ব্লু-ফিল্ম কাকে বলে জানো?

—না।

নাম শোননি?

—শুনেছি। মানে জানি না।

—আজকে জানবে।

একটা দৈত্যকায় উলঙ্গ বিশাল বুক-পাছা নিয়ে মেয়ে এসে আমাকে সোফার ওপর ফেলে যা খুশি করল। একবারে নয়, আস্তে আস্তে আমার সব জামাকাপড় খুলে নিল। আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। আমি দু'হাতে চোখ ঢাকলাম। শুনতে পেলাম যোশেফের গলা—হাত সরাও, ইউ ইডিয়ট।

চারদিকে ক্যামেরার ঝকমকি।

কে যেন বলল, স্টার্ট সাউন্ড।

পনের-কুড়ি মিনিট চলতে লাগল খেলা।

সেই দৈত্যের মতো মেয়েটি যার একটা বুক আমি দু'হাতেও পুরোপুরি ধরতে পারছি না, সে আমাকে চুমু খেল, ঠোঁটে, সর্বাঙ্গে। শেষ পর্যন্ত পুরুষাঙ্গে। আমাকে চিৎ করে ফেলে নিজের বুকের দুধ খাওয়াবার চেষ্টা করল। দুধ নেই, কিন্তু সেই বিশাল বুক আর তার বোঁটা আমাকে দমবন্ধ করে দিল। তারপর আমাকে কোলে তুলে নিয়ে আমার পুরুষাঙ্গ নিজের মধ্যে নিয়ে নিল।

ক্যামেরা জুম করে নেমে এলো একবারে দুই অঙ্গের মাঝখানে। চমকে, উত্তেজনায়, অনভিজ্ঞতায় তখন জ্ঞান হারালাম আমি। কে যেন গর্জন করল—কাট।

যোশেফের মুখ থেকে জেনেছিলাম ওই পনের মিনিটের ব্লু-ফিল্মটার নাম—জায়ান্ট ডলি প্লেয়িং উইথ আ বয়।

এক ঘন্টা পর ডলির সাথে আলাপ হলো। ড্রেসিং গাউন জড়িয়ে জিনের গেলাস হাতে আমার পাশে বসে আমার কপালে চুমু খেল। আমি আবার ভয় পেতে শুরু করেছি।

ডলি বলল, নাইস বয়, আমার প্রথম অ্যাবরশনটা না হলে ছেলেটা তোমার বয়েসী হতো।

৩

নিজেকে সামলে নিয়ে উঠে বসে মোনিকা। আর সময় নষ্ট করার কোনও মানে নেই। ডেভিকে আর অচল রেখে লাভ কি, বিশেষ করে—বোঝে মোনিকা—ডেভিও সচল হতে চাইছে।

মোনিকার মুখে এক শয়তানের ছায়া।

ডেভির যন্ত্র তখনও কম্পমান।

বিছানায় আসে ওরা। এক পাক খেয়ে ঘুরে দু'হাতের মধ্যে ডেভির যন্ত্রকে যেন লুফে নেয় মোনিকা। ডেভির শরীরের সারা অন্দরমহলে বিচরণ করে মোনিকার হাত।

এইবার নিজের দুই পা দু'পাশে ছড়িয়ে দেয়।

সুস্পষ্ট আমন্ত্রণ।

মোনিকার পুসির সাদর আমন্ত্রণ। ফাটলের মুখে পুরু কোটিং। এমন নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান কারুর পক্ষেই সম্ভব নয়। ডেভিও এমন একটি সাজানো ডিশ ছাড়তে পারে না। সে ঝুঁকে পড়ল, মোনিকার গোঙানি এখন স্পষ্ট। সেই মারাত্মক স্পর্শকাতর জায়গায় জিভ ছোঁয়াল ডেভি। তিরিশ বছরের মহিলার শরীরের এই অংশ এক সম্পদ।

ডেভি বিস্মিত, পুলকিত—মধুর চেয়েও মিষ্টি তুমি, আমার ভীষণ ভাল লাগছে।

—আমায় খেয়ে ফেল।

মোনিকার কণ্ঠস্বরে আবার আদেশ—একবারে চেটে-পুটে খেয়ে শেষ করে দাও।

ডেভির পুরুষাঙ্গেও জিভ ছোঁয়ায় মোনিকা। ডেভির মেরুদণ্ডে শিহরন খেলে যায়, কিন্তু এখনও মোনিকা তেমন সক্রিয় নয়। ডেভি বোঝে, মোনিকা এখনও তাকে ব্যবহার করছে শুধু নিজের সুখের যন্ত্র হিসেবে। কারণ মোনিকাই এখন ক্লায়েন্ট, ডেভির সার্ভিস উপভোগ করছে। অবশ্য তাতে কিছু আসে যায় না। ডেভি জানে একটু পরেই সব টেনশনের অবসান হবে।

ডেভির জিভ আরও দুঃসাহসী হয়ে ওঠে। তপ্ত গভীরে তার তীব্র অনুপ্রবেশ। মোনিকার গোঙানি এখন বন্য জন্তুর মতো, নিজের তলদেশ ডেভির মুখে চেপে ধরে। ডেভির জিভ বুঝতে পারে—ভেতরে পথ খুব প্রশস্ত নয়। তাই কল্পনা করা যায়, যন্ত্রের প্রবেশের এইখানে বেশ কঠোর গ্রিপ তাকে আনন্দ দেবে। কিন্তু এখন পর্যন্ত, সেই শুরু থেকে শুধু জিভের খেলাই চলছে।

হঠাৎ জিভের আক্রমণকে তীব্র করে ডেভি। একটি লেহনে ক্লিটরিচ, যোনিমুখ, নিতম্বের ফাটল—সর্বত্র তার জিহ্বা যেন সর্বভুক। মোনিকা আক্রমণে বিধ্বস্ত, কিন্তু সেও ইচ্ছাশক্তিতে শক্তিময়ী। তাই কঠোর অনুশাসনে, মনের জোরে সে নিজেকে ভেসে যেতে দেয় না। তবে ডেভির দক্ষতার প্রশংসা করতেই হয়, নিতম্ব ও তলপেটের নিম্নদেশ ছন্দদোলায় দুলতে থাকে তার।

—আঃ, যথেষ্ট হয়েছে! মোনিকা এবার এই পর্ব থামাতে চায়, ডেভির যন্ত্র থেকে হাত সরায়।

তবু সতর্কবাণী ও ভীতি প্রদর্শন।

—তুমি এখুনি বার্স্ট করবে ডেভি। সাবধান, এখনই করবে না কিন্তু! স্টপ, স্টপ, আই সে।

ডেভি জানে, সে এখনও চূড়ান্ত পর্যায়ে আসেনি। কিন্তু বিনা যৌনসঙ্গমে, শুধুমাত্র নিজের হাতের কাজ দেখিয়ে ও তার পুরুষাঙ্গে সামান্য করুণাস্পর্শ বিতরণ করে মোনিকা তাকে ঘায়েল করে বিজয়িনীর মর্যাদা অর্জন করতে চায়। স্টপ বলাটাও এক মালকিনের অত্যাচার। পরিচারকের সহ্যশক্তি নিয়ে খেলা করা, মজা দেখা। মোনিকা ভাবে, ডেভি এখন বিস্ফোরণের মুখে। পুরুষকে এই সময়ে স্টপ—ডোন্ট কাম ইয়েট, বলে চোখ রাঙানোর মধ্যে অদ্ভুত এক আনন্দ আছে। যুদ্ধ জয়ের পর জয়ী দল বন্দীদের ওপর অত্যাচার করে যেমন আনন্দ পায়।

খেলা চালাতে চায় মোনিকা। তাতে ডেভির আপত্তি নেই। ডেভির দম আছে, খেলুক মোনিকা যতক্ষণ চায়। কিন্তু মোনিকার কাছে দেখাতে হবে যেন দম ফুরিয়ে আসছে। তবে খুশি হবে গর্বিতা মোনিকা। ডেভিও অতীত অভিজ্ঞতা থেকে জানে, যতক্ষণ তার যন্ত্র দৃঢ় থাকবে, অণ্ডকোষে ঔরস ভরে থাকবে, তার শেষ পর্যন্ত বিস্ফোরণ তত সুখদায়ক হবে। মনে হয়, মোনিকাও জানে এই রহস্য, তাই চরম আনন্দের মাত্রা বৃদ্ধির জন্য বারবার ডেভির স্বাভাবিক ঝরে পড়াকে সে থামাতে চাইছে।

ডেভি বলে, ওঃ, যেশাস, আমি আর পারছি না।

সে জানে, মোনিকার ইগো দারুণ খুশি হবে এই কথা শুনে।

ডেভি আবার কৃত্রিম আর্তনাদ করে—ওঃ, হো, আমি জানি না কতক্ষণ নিজেকে ধরে রাখতে পারব!

—সাবধান! এখনই বার্স্ট করবে না, আমি যা বলছি মনে রেখ। যে করেই পার নিজেকে ধরে রাখো। আমি এক্ষুণিই তোমার বীর্যপাত চাই না।

মোনিকার গলায় সেই কর্ত্রীর আদেশ। সতর্কবাণী।

ডেভি বলে, কিন্তু তুমিই তো আমায় এত উত্তেজনার মাথায় নিয়ে এসেছ। আর তোমার ওই পুসি, ওটা দেখলেই তো যে কোনও পুরুষের প্যান্ট ভেসে যাবে।

বলতে বলতে ডেভি মোনিকার পাশে শুয়ে পড়ে। মোনিকাও ওর জন্য জায়গা করে দেয়।

মোনিকা নিজ অঙ্গের আরও স্তাবকতা শুনতে চায়। এই আত্মপ্রশংসা শ্রবণ তার যৌনতৃপ্তি ঘটায়। ডেভি তার নিজস্ব ভাষায় বর্ণনা করে, স্তুতি শোনায়। মোনিকা ডেভির লিঙ্গ নিয়ে খেলা করতে করতে শোনে সেই সব কথা। ডেভির মুখে তার পুসির স্মল অ্যান্ড টাইট বিশেষণ শুনে আত্মপ্রসাদে গদগদ মোনিকা।

মোনিকার যোনিদেশে এবার সরাসরি ডেভির আঙুলের প্রবেশ, কিন্তু তলপেট ও নিম্নাঙ্গের চাপে সেই আঙুলকে ঠেলে বের করে দিতে চায় মোনিকা। ফলে আরও শক্ত করে তাকে চেপে ধরে ডেভি। এবার ডেভির আঙুলকে গ্রহণ করে নিজেকে আগু-পিছু চালনা করে মোনিকা। শী বিগ্যান ফাকিং হিজ ফিংগার। কিন্তু মুখে কোনও কথা বলে না। একবার স্বীকার করে না ডেভির দ্বারা সে কি অসাধারণ তৃপ্তি পাচ্ছে।

মোনিকা ডেভির আঙুলকে ধর্ষণ করছে বলা যায়। কিন্তু আর কতক্ষণ যুঝবে ডেভি—সেই ধারণাটা এখনও পরিষ্কার নয়। মোনিকা বলেছে—স্টপ, ডোন্ট ডেয়ার ইউ

কাম। কিন্তু সেটা কি তার মনের কথা? এতক্ষণ ভান ও অভিনয় করে লড়াই চালিয়েছে ডেভি ঠিকই। কিন্তু এর তো একটা শেষ আছে। মোনিকা কি তাকে পরাস্ত করতে চায়, তাতেই বেশি সুখী হবে সে! নাকি সত্যি ডেভির প্রথম বীর্যস্খলন নষ্ট না করে নিজের মধ্যে পেতে চায় মোনিকা?

ডেভি ঠিক করল--লড়াই চলুক। মোনিকার সবুজ সংকেত না পাওয়া পর্যন্ত নিজেকে উপচে ফেলবে না সে। দেখা যাক!

আরও কিছুক্ষণ নানা কায়দার পর মোনিকা স্বীকার করে--হুম আমি বুঝেছি, তুমি বীর্যপাত করবে না।

ডেভি ভাবে--কেনই বা সে নিজেকে ক্ষয় করবে অকারণে। মোনিকা এখন পর্যন্ত তাকে অত্যাচার ও অবহেলা করেই এসেছে। তাকে পরীক্ষা করে মাঝপথে পরাস্ত করতে চেয়েছে। ডেভির যন্ত্রকে যত্নভরে কোনও আদর করেনি মোনিকা। সম্মান দেখায়নি। দায়সারা হিসেবে সামান্য স্পর্শ করেছে মাত্র, যাতে ডেভি হার মানে। কিন্তু পুরুষ হিসেবে ডেভিও তো সম্মান চায়। সামান্য একটু জিভ ছুঁইয়ে তাড়াতাড়ি সরে গেছে মোনিকা--অর্থাৎ বেশি আদর তোমার প্রাপ্য নয়। আমার ক্রিয়াকাণ্ড দেখেই ধন্য হও এবং তাতেই সারেন্ডার করো। তবেই বিজয়িনী মোনিকার মহিমা স্বীকৃতি পাবে। কিন্তু নারীর আদর ছাড়া পুরুষও যে সবসময় সাড়া দিতে পারে না, অত্যাচার-কৌশল-অবহেলায় সে নিজের উত্তেজনা ঠিক মতো লাভ করতে পারে না, এটা বোধহয় মোনিকার ধারণা নেই।

মোনিকা শেষ পর্যন্ত বলে, সত্যি, তোমার ক্ষমতা আছে। এতক্ষণ যে নিজেকে ধরে রেখেছ এতে যে কোনও মেয়ে মনে করবে তার শরীরে আকর্ষণ বা সেক্স-কায়দা শেষ হয়ে আসছে। নইলে--

ডেভি উত্তর দেয়--আরে, তা নয়। আমি বহু কসরৎ করে নিজেকে আটকে রেখেছি। অপেক্ষা করছি, কখন তুমি আমায় প্রবেশের অধিকার দেবে। এই উষ্ণ, টাইট জায়গায় আমি আশ্রয় পাব। আমি আর অপেক্ষা করতে পারছি না।

মোনিকা এবার রাজি হয়।

—ঠিক আছে, আর অপেক্ষা করতে হবে না। চিৎ হয়ে শোও, অ্যান্ড আই উইল রাইড ইউ।

মোনিকার চরম আনন্দ এসে গেছে, সে এখন ক্লাইমেক্সে পৌঁছতে চায়। সেটা বুঝতে অসুবিধে হয় না ডেভির। অনেকক্ষণ ডেভির বীর্যপাত ঘটিয়ে নিজের প্রভুত্ব প্রমাণের চেষ্টা করেছে মোনিকা, পারেনি। তাই শেষ পর্যন্ত এই ভঙ্গি গ্রহণ। ডেভির ওপরে আরোহণ। দিস গিভস আ সেক্স অব সেক্সুয়াল সুপিরিওরিটি। আমি প্রভু, তুমি দাস। তাই আমি উচ্চে, তুমি নিচে। এই বলতে চায় মোনিকা। ঠিক আছে সেইভাবে নিজের বীর্যভার লাঘব করতে আপত্তি নেই ডেভির।

তাছাড়া এই ভঙ্গি তার কাছে নতুন কিছু নয়। সেই পর্নোগ্রাফিক ফিল্মে কাজ করার সময় এমন পোজ প্রায়ই দিতে হয়েছে। সেই থেকে নিজেকে নিয়ন্ত্রণের শক্তিও আহরণ করেছে ডেভি। তবু এতক্ষণ প্রচেষ্টা চালিয়ে আর অভিনয় করে সেও ক্লান্ত।

চিৎ হয়ে নিজেকে উত্থিত করে ডেভি বলে, উঠে এসো, ঝটপট উঠে এসো। আমি আর পারছি না, আর এক মিনিটের মধ্যে শেষ হয়ে যাব।

কিন্তু মোনিকা কি আবার নতুন করে খেলা করবে?

ডেভির শক্ত লিঙ্গ দুই হাতের মধ্যে নেয় মোনিকা।—আমি তোমার সেবা করছি এখন। আমি এই বড় জিনিসটার হাল এমন করব যে এর মধ্যে আর এক ফোঁটাও প্রাণের অস্তিত্ব থাকবে না। আমি আমার ভেতরে একে শুষে নিচ্ছি, মনে হবে তোমার অণ্ডকোষ পর্যন্ত গলে যাচ্ছে। ইওর বলস্ আর মেল্টিং ইনসাইড মাই কান্ট।

এক হাত দিয়ে নিজের যোনিমুখ প্রসারিত, আরেক হাতে লিঙ্গমুখ টেনে আনে মোনিকা। ডেভির লিঙ্গমুখ, সিল্কের মতো চকচকে তার যৌবনের সমস্ত শক্তি নিয়ে টেনে নেয় মোনিকার সেই হট অ্যান্ট টাইট গোপনাঙ্গ। উত্থান আঘাতে প্রশস্ত হয় প্রবেশপথ। লিঙ্গমুখ সমেত তিন ইঞ্চি দেহ এক আবেগে প্রবেশলাভ করে।

সত্যিই প্রচণ্ড চাপে আবদ্ধ তার যন্ত্র। লিঙ্গের গলা টিপে শ্বাসরোধ করতে চাইছে।

ডেভি চিৎকার করে—আঃ, মাই বস লেডি, আমি ভাবতেও পারিনি যে—

—ফাক্, মি দেন—মোনিকার হুকুম—হুম, আমাকে সমস্ত ক্রীম দিয়ে ভরে দাও। তোমার একজোড়া বলস্, পর্যন্ত আমার মধ্যে গলে চুপসে যাক।

তালে তাল মিলিয়ে হাঁপাচ্ছে ডেভি—আমি তোমার চাপে নড়তে পারছি না। আমার অণ্ডকোষ ফেটে যাচ্ছে, তুমি, প্লীজ—

মোনিকা ডেভির ওপর ঝুঁকে পড়ে। নিজের দুই ঠোঁট দিয়ে ডেভির বুকের বোঁটা কামড়ে ধরে। আরেক হাত পেছনে সরিয়ে ডেভির দুই অণ্ডকোষ মর্দন করতে থাকে। ডেভির বুকের বাঁ দিকে পেশিবহুল বুকের ওপর পুরুষের ছোট্ট নিপল, জিভ বুলিয়ে তাকে মটরদানার মতো শক্ত করে তোলে। পুরুষের বুকের বৃন্তকে শক্ত করে এবার তার ওপর দাঁত বসায় মোনিকা। আরেকটি নিপল আঙুল দিয়ে পাক দেয়। ডেভির মস্তিষ্ক কাজ করে না, চোখে আঁধার নেমে আসে।

কোনওমতে বলে ডেভি—অ্যাকচুয়ালি, ইউ আর ফাকিং মি আউট।

দু'হাতে মোনিকার দুই নিতম্ব ধরে ফাঁক করে যেন দু'ভাগে চিড়ে ফেলতে চায় ডেভি। আঙুল দিয়ে দুই পশ্চাদদেশ দু'পাশে টুকরো করে ফেড়ে ফেলবে যেন। তার মধ্যে চিৎকার করে—আমি জেগে আছি, না স্বপ্ন দেখছি!

ডেভি বোঝে, এবার আর কোনও অভিনয় বা নাটক সম্ভব নয়। সে ছটফট করে, মুখে যা আসে তাই বলতে থাকে। মোনিকাকে ভদ্র-অভদ্র নানা ভাষায় প্রশংসায় ধুইয়ে দেয়। মোনিকা একটা নির্দিষ্ট নিয়ম ও তালে নিজের গতিবেগ পরিচালনা করে। বোঝে ডেভি, এর মধ্যেও মোনিকা ডেভিকে পরীক্ষা করছে।

—আঃ আঃ উঃ—আঃ—

বিদ্যুতের তরঙ্গ এবার ঝলসে উঠে বাজের মতো বিস্ফোরণ ঘটায়।

চিৎকার করে ডেভি—ও বেবি, ইউ আর ফাকিং মি টু ডেথ। ইউ আর টিয়ারিং মাই কক অফ। মাই বলস আর অলসো কামিং অফ—তুমি আমাকে দেহের খেলায় মরণের মুখে নিয়ে যাচ্ছ, আমার লিঙ্গ টুকরো হয়ে যাচ্ছে। আমার দুই অণ্ডকোষ খসে পড়ছে।

এমন ক্লাইমেক্স ডেভির জীবনে আগে কখনও আসেনি। এর জন্য মোনিকার অভিনবত্ব অবশ্যই দায়ী। হয়তো মোনিকা এক আত্মম্ভরী নারী; পুরুষকে সঙ্গমের তার প্রধান কারণ যত না দেহের চাহিদা, তার চেয়ে নারী যৌন প্রভাব প্রমাণ করা—অর্থাৎ সে

সবলা, পুরুষের চেয়ে শক্তিশালী, কিন্তু স্বীকার করতে হয়, নিজের শরীরের ওপর তার অসাধারণ নিয়ন্ত্রণ; এবং পুরুষ শরীরের সূক্ষ্মতাসূক্ষ্ম বিষয়ে তার প্রচুর বাস্তব জ্ঞান। পুরুষের যৌনতা সম্পর্কে এতখানি শিক্ষা খুব কম নারীরই আছে। এবং এতক্ষণ ধরে ডেভির শরীর নিয়ে সে খেলা করেছে, ঠিক বেড়াল যেমন ইঁদুর নিয়ে খেলে, ঠিক কোন জায়গায় কতক্ষণ কিভাবে আক্রমণ করলে পুরুষ সবচেয়ে বেশি দীর্ঘ ও তীব্র চরমানন্দে আসতে পারে—সেটার চালনায় মোনিকা সিদ্ধহস্ত।

ডেভির চরম পুলকের ইঙ্গিত পেয়েছিল মোনিকা,

—আঃ, ডেভি, তুমি এইবার এসে পড়েছ। ডার্লিং, খুব ভাল, তোমায় এতক্ষণ কষ্ট দিয়েছি। তার প্রতিশোধ নাও, নিজেকে উজাড় করে ঢেলে দাও, ওঃ মাই গড!

ডেভির মুখ দিয়ে অজস্র অশ্লীল কথা বর্ষণের মধ্যে সে মোনিকার অভ্যন্তরে নিজেকে নিঃশেষ করে দেয়। তার বীর্যপাতে বন্যার বেগ, ঝড়ের ঝাপটা। মোনিকাও ডেভির ইন্দ্রিয়কে যেন নিজের মধ্যে কবর দিতে চায়। তার সর্বশক্তি প্রয়োগ করে। পরে যখন ডেভি বলেছিল—সে এত দৃঢ় স্ত্রী-অঙ্গ এত নরম শরীরের মেয়ের মধ্যে কখনও দেখেনি, সেটা মোটেই অতিশয়োক্তি নয়। ডেভির শক্তিও যেন নতুন করে মোনিকার দাপট থেকে ধার নেওয়া, নানা বিচিত্রভাবে নিতম্ব চালনা, পাশাপাশি, সামনে-পিছু ওপরে-নিচে—এক নৃত্যের তাল। এমনভাবে শেষ ভঙ্গিমা যাতে পুরুষাঙ্গ নারীর স্পর্শকাতর সর্বস্থলে ঘর্ষণ জাগায়। এটা খুব সহজসাধ্য নয়। সে বারবার নিজের শরীরকে ছন্দতালে নর্তন করিয়েছে যাতে তাল মেলাতে ডেভি হিমশিম খেয়ে গেছে এবং আকুল আবেদন জানিয়েছে—নাউ, প্লীজ স্টপ।

চরম পুলকের পর মোনিকাকে যেন স্বতঃস্ফূর্তভাবে ধাক্কা মেরে সরিয়ে দিল ডেভি। কিন্তু মোনিকার মনে কি আছে সেই জানে। এ কি অদ্ভুত বিরামহীন সম্ভোগ! তার যোনিদেশ বিস্ফোরিত হতে চাইছে, যতক্ষণ বিস্ফোরণ না ঘটে, ততক্ষণ মুক্তি চায় না মোনিকা। তার ক্লাইমেক্স দূরে নয়, সেও তাকে এবার স্বাগত জানাতে প্রস্তুত।

—আঃ, মাই গড!

আর্তনাদের সাথে মোনিকা ডেভির পুরুষাঙ্গকে পূর্ণগ্রাস করে এবং পরমুহূর্তে নিজের যন্ত্রণাক্ত আনন্দকে এবার উৎসারিত করে দেয়—আঃ, ডেভি, ডার্লিং, এইবার আমি আসছি। আই অ্যাম কামিং টু উ।

ডেভির লিঙ্গ থেকে তখন ঘন বীর্য ঝলকে ঝলকে ঝরে পড়ছে—মোনিকার অভ্যন্তর প্লাবিত। ডেভিকে বুঝতে হয়, মোনিকার অরগ্যাজম্ কোনও সাধারণ নারীর তৃপ্তিলাভ নয়। সে ডেভির প্রতিটি বিন্দুও বেশ অনুভব করবে, পরীক্ষা করবে। তাই এত উত্তেজনার মধ্যে মাথা ঠিক রাখতে চেষ্টা করে ডেভি। তাই সমস্ত আঙুল নিতম্বের মাঝখানে স্পর্শকাতর নার্ভগুলোর মধ্যে চাপ দেয় ডেভি। পাক খেয়ে ঘুরে মোনিকার বাঁ স্তনে মুখ লাগায়। শক্ত ও বড় হয়ে ওঠা স্তনের বোঁটায় কামড় লাগায় ডেভি। পাল্টা আক্রমণে মোনিকা চায় ডেভির মুখের মধ্যে তার বাঁ বুকের সম্পূর্ণটা প্রবেশ করাতে। অতখানি হাঁ করা ডেভির পক্ষে সম্ভব কি! সম্ভব নয়। তাই ক্রুদ্ধ মোনিকা সজোরে দংশন করে ডেভির কাঁধের মাংস।

—আঃ, কি অদ্ভুত!

মোনিকার এই প্রথম মিষ্টি স্বর, ডেভির কানে কানে।

দু'জনেই নিদারুণ ক্লান্ত।

—হ্যাঁ, রিটা ঠিকই বলেছিল। তুমি সত্যি একটা ডিনামাইটের প্যাকেজ।

—তোমার মতো মেয়ে পেলে অনেকেই ডিনামাইট হয়ে উঠবে, তোমার হাত আর কান্ট দুই-ই অসাধারণ।

মোনিকা চিৎ হয়ে শুয়ে থাকে। প্রশংসাবাণী উপভোগ করে। নিজের অন্তরতম প্রদেশের পেশির সংকোচন ও প্রসারণ সে অনেক চেষ্টায় আয়ত্ত করেছে। এই প্রশংসা তার প্রাপ্য। কিন্তু ডেভির প্রশংসা সে বিশদভাবে করতে চায় না। সে বিশ্বাস করে, পুরো ব্যাপারটার মধ্যে নারীর আধিপত্যই খেটেছে, তাই ছোট ছোট কয়েক টুকরো মিষ্টি কথা ছাড়া ডেভিকে বেশি লাই দেওয়া ঠিক হবে না।

ওরা পাশাপাশি শুয়ে, আরও কয়েক মিনিট।

হঠাৎ মোনিকা অনুভব করে তার পেটের পাশে, কোমরের কাছে একটা শক্ত অস্তিত্ব। অর্থাৎ ডেভির যন্ত্র আবার জেগে উঠছে। এত ক্লান্তিতেও ক্লান্তি নেই। চুপ করে শুয়ে মোনিকা ভাবে পরবর্তী অধ্যায় কি রূপ নেবে।

মোনিকা বলে, দেখ, কিছু ক্লায়েন্ট আছে, যাদের রুচি অন্য ধরনের, তবু তাদের বিকৃত বলা যায় না। ইনফ্যাক্ট, সেক্সের ক্ষেত্রে বিকৃত বলে কিছু নেই। মন যা চায়, যা আবিষ্কার করে, দেহকে তাতেই সাড়া দিতে হয়। এই চাওয়াটা কত অদ্ভুত হতে পারে, বলতে পার আনকমন, কিন্তু অ্যাবসার্ড নয়।

মোনিকা দেহলীলার মধ্যে খুব সুন্দর বক্তৃতা দিতে পারে।

—তাই, তুমি হয় তো দেখবে, কোনও মহিলা তোমার কাছে একটু অন্য ধরনের সার্ভিস চাইছে। যেহেতু তারা যথেষ্ট টাকা দিচ্ছে, তোমাকেও বুঝতে হবে কি করলে তারা খুশি হবে, বুঝবে টাকা দেওয়া যথার্থ হয়েছে। দে উইল হ্যাভ দেয়ার মানিজ ওয়ার্থ।

ডেভি বলে, তার মানে তুমি জানতে চাইছ, সেইরকম আনকমন চাহিদা এলে, আমি কেমন মনোভাব নেব। শোন, আমি বেশ কিছু বিচিত্র রুচির নারী দেখেছি, আর তাদের খুশি করতে আমার কিছু অসুবিধে হয়নি। আসল কথা, মুডের একটা ব্যাপার হচ্ছে স্বাভাবিকভাবে যেখানে সাড়া আসে, সেখানে নিয়ম-শৃঙ্খলা বাধ্য-বাধকতা দিয়ে সুফল পাওয়া যায় না। বেত মেরে কাউকে দিয়ে সঙ্গম করালে সুখ হয় না। তাই, আই লাইক সেক্স—উইথ অল ইটস্ ভ্যারাইটি—বাট ফ্রিলি।

—বেত মেরে কাজ হয় না, সেটা আমিও বুঝি। ওই রকম মনের লোকেরা একদিক দিয়ে অসুস্থ। না, তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পার, তোমার ক্লায়েন্টদের মধ্যে অমন কেউ হবে না। যেমন ধরো তুমি গোল্ডেন শাওয়ার স্পোর্টসের কথা শুনেছ। সেখানে হয় ক্লায়েন্টের ওপর সার্ভিসমেন নয় সার্ভিসমেনের ওপর ক্লায়েন্ট পেচ্ছাপ করে সেক্স-প্লেজার পেতে চায়। আমরা এতদূর কিছু অ্যালাউ করি না।

—হ্যাঁ, আমার অভিজ্ঞতা আছে এই ধরনের। একটি বাথটাবে শুয়ে মহিলা ভাইব্রেটর দিয়ে নিজেকে সুখ দিচ্ছিল, আর আমাকে তার গায়ের ওপর ইউরিন ত্যাগ করতে হলো। ভয়ংকর বিসদৃশ ব্যাপার, যদিও আমার কিছু করার ছিল না। যাই হোক, আমি খুশি, তোমার এখানে সে সব হবে না।

—না, আমার ক্লায়েন্টরা বিচিত্রভাবে স্বাভাবিক, কিন্তু ঘৃণ্য নয়। কয়েকজন হয় তো তোমার হ্যান্ড জব চাইবে, সাম মে ওয়ান্ট ফাকিং ইন দ্য অ্যাস, মানে পশ্চাদদেশে। আশ্চর্য, বহু মেয়ের স্বামী এমন কাজ করলেও তারা তৃপ্তি পায় না। সেই কাজই এখানে তারা টাকা দিয়ে অন্যের মারফৎ করায়।

—আমার কাছে এসব কঠিন মনে হচ্ছে না। এগুলো খুবই স্বাভাবিক বেডটাইম গেমস।

—কিন্তু ইন্টারকোর্সের পর কোনও মেয়ের দেহ থেকে যা ঝরে পড়তে থাকে—ক্যান ইউ ড্রিংক দেম, ক্যান ইউ দেন ইট আ পুসি?

—তুমি কি তোমার ওপর এই কাজ দেখিয়ে প্রমাণ চাইছ? তুমি যদি চাও, এখনই পরীক্ষা নিতে পার।

মোনিকা স্থির হয়ে তাকিয়ে রইল। তারপর হেসে উঠে বসল। ডেভিও প্রত্যুত্তরে হাসল। অর্থাৎ আবার নতুন অধ্যায়। মোনিকার দুই উরুর মধ্যে মুখ রেখে সে নিজেকে উপবাসী জীব বলে মনে করতে চাইল। তার সামনে রাখা খাদ্য তার উপভোগ্য এবং তাতেই খিদে মেটাতে হবে। মোনিকার দেহরসের সাথে তার নিজের অজস্র বীর্যকণা মিশে গিয়ে এক অদ্ভুত ককটেলের সৃষ্টি হয়েছে। মোনিকা অবিরাম ঝরে পড়ছে, ডেভির ক্ষুধা ও তৃষ্ণা মেটাতে।

এখন মনে হচ্ছে অন্য মোনিকা। নতুন করে পাওয়া। এই দৃশ্য নতুন থ্রিল এনে দেয়। অনন্ত সিক্ততা, সজল। পুরুষ ও নারীর দু'জনের কামরসে মিশ্রিত এক অমৃত ধারা, তার স্বাদ আলাদা। ডেভির জিভ, ঠোঁট, মুখ এখন প্রেমিক। নোনতা, তিক্ত-মিষ্টি এক স্বাদ। আর বিচিত্র কটু গন্ধের মধ্যেও অভিনবত্ব।

—সদ্য সঙ্গমের পর এই খেলা সত্যিই অদ্ভুত রকমের সুখকর—ডেভি বলে।

সর্বাঙ্গীন সেবা। ডেভির মুখের সুদক্ষ সেবায় আশ্চর্য হয় মোনিকা। ছেলেটা সত্যি মাস্টার খেলোয়াড়। পুরুষের দেহের সকল অস্ত্র তার শাণ দেওয়া, ধারালো। কোনওটা ভোতা নয়, কোথাও মরচে পড়েনি—এই বয়েসে মরচে পড়ার কথা নয়। কিন্তু এই যে তাকে মোনিকা যা চাইছে, তাতেই নিযুক্ত করতে পারছে, এই ক্ষমতাটার দাবি কি কিছু কম? সার্ভিস দেওয়ানোর অনুপ্রেরণা, প্ররোচনা জাগাবার এক আর্ট আছে। সকলে সেটা জানে না, মোনিকা জানে। দেহের তৃপ্তির সাথে সাথে এই গর্ববোধ ক'জনের ক্ষমতার মধ্যে আছে? মোনিকা নিঃসন্দেহে ডমিনেটিং পার্টনার, ডেভি তার পার্টনার এবং সেবক।

তবে ডেভির আক্রমণের মধ্যে এক শিল্প আছে, সেটাও স্বীকার করতে হয়। মোনিকাকে সমুদ্রের ঢেউ এসে ধুয়ে দিয়ে যাচ্ছে। ডেভির সমস্ত মুখ-জিভ-ঠোঁট যেন দুঃসাহসী সেবায় প্রাণপাত করে লড়াই করছে। যেন জীবন-মরণ প্রশ্ন। মোনিকার গোপন অঙ্গের একটা বিন্দু নেই যেখানে ডেভি তার স্পর্শ বিতরণ করছে না, এক লোমকূপ পর্যন্ত বঞ্চিত হচ্ছে না। মোনিকার খাদ্যভাণ্ডার শেষ হয়ে আসছে, তবু ডেভির খিদে মিটছে না। ডেভির মুখের ওপর মোনিকার অশ্বারোহণ তাকে এক বিচিত্র বীরাঙ্গনার রূপ দিচ্ছে—যুদ্ধস্থলে। একে বেডটাইম প্লে না বলে বেডটাইম ওয়ার বলা যেতে পারে। অশ্বারোহিণীর মতো টগবগ মোনিকার উল্লম্ফন ও গতিবেগ।

সেই রাতে মোনিকার ঘরেই রাত কাটিয়েছিল ডেভি। অনেক রাত পর্যন্ত জেগেছিল দু'জনে। কতবার উত্তেজনা ও মিলন ঘটল, তা বোধহয় নিজেরাও গুনতে পারেনি। তবু

অন্তত, সেই রাতে আরও তিনবার মোনিকা ডেভিকে রক্তশূন্য করতে চেষ্টা করল। তারপর সে নিজেই সেবিকার কাজ করেছিল। তার মুখ শুষে নিয়েছিল বেশ কয়েকবার ডেভির ঘন ঘন দেহ-উৎপাদিত কামরস। ক্ষুধার্ত, শোষিকা মোনিকা ডেভিকে সঞ্চয় সংগ্রহের সময় পর্যন্ত দিচ্ছিল না। সতেজ প্রক্রিয়ায় তবু নিজের ঔরস নতুন করে তৈরি করছিল ডেভি। নব যৌবন তার, অফুরন্ত শক্তি, তাই নিরন্তর প্রস্তুতি তার শক্তিরস সালসার।

শেষ পর্যন্ত নিজেকে ও ডেভিকে নিঃশেষিত করে ঘুমিয়ে পড়েছিল মোনিকা। এক রাতের পক্ষে এমন যুদ্ধ অপরিমেয়। যুদ্ধের জয়-পরাজয়ের পরিষ্কার মীমাংসা হয়নি। কারণ দু'জনেই ক্ষতবিক্ষত, রক্তাক্ত ও আহত, পরিশ্রান্ত। আবার দু'জনেই সুখী, তৃপ্ত, উল্লসিত, চরমানন্দে বারংবার পুলকিত। এই অমীমাংসিত যুদ্ধের জন্য আরও কত রাত পড়ে রয়েছে—কে জানে।

দাঁতে দাঁত চেপে কম্পিত উৎসারিত মোনিকা মুখে স্বীকার করেনি যথেষ্টভাবে যে ডেভি তাকে কত অসাধারণ তৃপ্তি দিয়েছে। কারণ, সে মালিক, ডেভির প্রেমিকা নয়। তার কর্ত্রী, প্রভু। প্রিয়া নয়।

ঘুমবার আগে অন্ধকারে হাসে ডেভি।

প্রেমিকার দরকার নেই। চাকরি তার পাকা।

বস খুশি।

৪

সেদিন, অর্থাৎ দ্য জায়ান্ট ডলি প্লেয়িং উইথ আ বয়-এর কাজ করে যোশেফের কাছ থেকে যা পেয়েছিল ডেভি একদিনে, সেটা তার তিন মাসের রোজগারের বেশি।

ব্যস! এরপর যোশেফের সাথে একটা বছর কাটল। যা টাকা পাওয়া যেত উড়িয়ে দিত। এক বছর পরে পুলিশ গ্রেপ্তার করে যোশেফকে। ওর স্টুডিও উঠে যায়। এই সময়েই রিটার সাথে দেখা।

ডেভির কোনও দ্বিধা, আশংকা বা অন্তর্দ্বন্দ্ব ছিল না, সে নিশ্চিত সে যথেষ্ট কৃতিত্ব নিয়ে সেবা করেছে। মোনিকার অভিনয়ের মধ্যে তার তৃপ্তি পাওয়া রেশ ধরতে পারার মতো বুদ্ধি ও জ্ঞান ডেভির আছে। মোনিকার মুখ অত কথা না বললেও মোনিকার শরীরের প্রতিটি প্রতিক্রিয়া ডেভিকে বন্দনাগীতি দিয়ে অভিষেক করেছে।

তাই এখন সে তৃপ্তিতে ঘুমবে। অন্তত সকাল আটটা পর্যন্ত। তাড়া কিসের! ঘুমায় ডেভি।

ঘুম যখন ভাঙে, তখন দেখতে পায় তার যন্ত্র নিয়ে খেলা করছে মোনিকা।

মোনিকার মুখে দুষ্টু হাসি।

—দেয়ার ইজ নাথিং মোর ইন্টারেস্টিং দ্যান অ্যান আর্লি মর্নিং ফাক। এতে ব্রেকফাস্টের স্বাদ আরও বেড়ে যাবে।

মোনিকা কি নিম্ফো! না, তা তো নয়, তবু অফুরন কামনা ও শক্তিতে ভরপুর। ডেভিকে সে এক পরশমণি পুরুষ হিসেবে পেয়েছে—যার ছোঁয়াতে তার সকল ইচ্ছে সোনা হয়ে যাচ্ছে। এবং যাবে।

বিনা ভূমিকায় সোজাসুজি ডেভির ওপর আবার আরোহণ মোনিকার।

—হুম্! তোমার জিনিসটা আবার বিরাট আর শক্ত হয়ে উঠেছে, ঘুমের মধ্যেই তাই দেখে আমি আর—

চুপ করে যায় মোনিকা। আর বেশি কিছু বলে নিজের দুর্বলতা অন্তত মুখে প্রকাশ ঠিক হবে না। কার্যত এখনও বোধহয় ডেভির পরীক্ষা চলছে। ডেভি যদি বলে—পরীক্ষা তো দিলাম, তবে মোনিকা বলবে—সে তো রাতে, দিনের পরীক্ষা হোক, এই সূর্য ওঠার সাথে সাথে তুমিও জেগে ওঠো, তোমার যন্ত্র জেগে উঠুক। তবেই তো—

—আপনা থেকেই আমার জিনিস জেগে উঠেছে, অথচ আমি তখনও জাগিনি। আশ্চর্য, তাই না?

—তেমন আশ্চর্যের নয়। ঘুমের মধ্যেই পুরুষের যন্ত্র জেগে থাকতে পারে। তাই তোমার ঘুম ভাঙার আগেই ওর ঘুম ভেঙেছে।

মোনিকার পুসির সেই কামড়। ডেভির লিঙ্গমুখকে চেপে ধরে, গলা টিপে শুষে নেওয়ার মতো কামড় ও চুম্বন। চোখ বড়বড় হয়ে যায় মোনিকার, গোল মুখে একটা ছোট্ট ওঃ-এর ভঙ্গি। ডেভি এখন তরবারি চালনা করছে, মোনিকাকে এখন কেটে চিরে ফালা-ফালা করবে ডেভি। অনেক সয়েছে, আর নয়।

এবার অন্য মোনিকা—ওঃ, আর নয়। আর আমরা দু'জনে দু'জনকে আক্রমণ করব না। আমি এসে পড়েছি, তুমিও আসছ। তাই—

তাই আর যুদ্ধ নয়। সন্ধির প্রস্তাব। আক্রমণকারী শত্রু জয়লাভে অসমর্থ বুঝে এখন অনাক্রমণ চুক্তি চাইছে।

তবু ডেভি বিশ্বাস করতে পারে না। এও এক কায়দা হতে পারে। তাই নিজেকে নিয়ন্ত্রিত রাখে ডেভি। মোনিকা যা পারে করুক, ওর যা হয় হোক, আই অ্যাম নট কামিং সো ইজিলি।

নিজের আগুনকে জ্বলে উঠতে দেয় না ডেভি, সেটা ধিকিধিকি জ্বলে।

মোনিকার মুখে স্বীকারোক্তি—হুম্। তুমি একটা ছোট ফাকিং মেশিন। না, না, ছোট নয়, রীতিমতো বড়। হুঁ, আমার বেশ কয়েকজন ক্লায়েন্টকে বধ করবে তুমি।

মোনিকা জানে পুরুষের লিঙ্গমুখের নিচের শিরা দারুণ স্পর্শকাতর। নিজের যৌনাঙ্গে শুধু মাথাটুকু গ্রিপ করে ধরে নিজেকে চালনা করে মোনিকা। ডেভিকে এইবার স্বতঃস্ফূর্ত আর্তনাদ করতে হয়—আঃ, মোনিকা, তুমি আমার দুর্বল স্পট ধরে ফেলেছ। আই ক্যান নট স্টপ মাইসেলফ। আই ক্যান নট হোল্ড ইট।

এবার দয়াময়ী মোনিকা, ভোরের মোনিকা—

—ডোন্ট হোল্ড ইট। শুট ইওরসেল্ফ ইনসাইড মি।

লিঙ্গমুখকে আরও জোরে চেপে ধরে টেনে নেয় মোনিকা। ভয়ংকর কম্পন জাগে ডেভির সমগ্র দেহযন্ত্রে। বীর্যকণা ছিটকে প্রবেশ করে মোনিকার অভ্যন্তরে ঊর্ধ্বমুখী হয়ে।

—আঃ,—

ডেভির যন্ত্রণামেশানো পুলকের আর্তনাদ।

মোনিকার যোনিদেশ যেন সাকশন প্রক্রিয়ার এক যন্ত্র। মোনিকার চরম পুলক এখনও আসেনি। তাই ক্লান্ত শায়িত, আত্মনিবেদিত চিৎ হওয়া ডেভি এখন সত্যিই পরাভূত শত্রু।

খুব বিচিত্র কায়দা করে, সন্ধির প্রস্তাবের মিথ্যাচার দিয়ে, নিজের চরমানন্দ আগত বলে মিথ্যে ঘোষণা করে, আক্রান্ত শত্রুকে এখন ধরাশায়ী করা হয়েছে। কাল রাতে খুব যুঝেছিল, আজ ভোরে সে পরাস্ত। মোনিকার ইচ্ছে করল উঠে দাঁড়িয়ে ডেভির বুকে একটা পা রেখে বিজয়িনী বীরাঙ্গনার ভঙ্গিতে দাঁড়ায়। শত্রু পদতলে। আঃ—

কিন্তু তার আগে নিজের তৃপ্তিখানি শেষ হোক। সেটা অসমাপ্ত রেখে লাভ কি।

—আঃ, এবার দেখ, তোমার বীর্য আমার মধ্যে থেকে কেমনভাবে ঝরবে। কখনও দেখেছ কি!

না, এটা দেখেনি ডেভি, তবে শুনেছে। কিন্তু কোনও নারী নিজে থেকে এইভাবে প্রদর্শন করে, তা শোনেনি। অভিজ্ঞ ডেভিও অবাক মানে।

উঠে দাঁড়ায় মোনিকা। ডেভির দু'পাশে দু'পা মেলে। টপটপ করে তার নিম্নাংশ থেকে ডেভির বীর্যরস নিজের গায়ের ওপর ঝরতে থাকে। ঘন বীর্য এসে অণ্ডকোষের ওপর পড়ে। শেষ ঝলক।

মোনিকা আবার ঝাঁপিয়ে পড়ে।

মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা। কাল রাতের বিদ্রোহী ডেভিকে আজ মার মেরে মেরে শায়েস্তা করবে মোনিকা। ছাড়াছাড়ি নেই। হিংস্রভাবে ডেভির লিঙ্গ শিথিল হলেও টেনে এনে নিজের রসসিক্ত যোনিদেশে টেনে নেয় মোনিকা। সে এখন রাক্ষসী। সর্বভুক পুরুষ-খাদক দানবী। পুরুষমেধ যজ্ঞ করতে উৎসাহী।

শিথিল লিঙ্গ নারী-অঙ্গে ঘর্ষণ করেও ক্লাইমেক্স আসছে না। ডেভিও এবার বিভ্রান্ত; মোনিকা নিশ্চয় জানে বীর্যপাতের মুহূর্ত পরে চরম শক্তিশালী পুরুষের পক্ষেও এত দ্রুত প্রস্তুত হওয়া অসম্ভব।

মোনিক জানে। তাই ধৈর্যহারা বা রাগত নয় মোনিকা। সে ঘর্ষণ প্রক্রিয়া চালাতে থাকে এবং ধৈর্য ধরে কুশলী সেবা দিয়ে জাগিয়ে তোলে ডেভিকে। তার লিঙ্গ পূর্ণ উত্থিত করে হঠাৎ বিছানা থেকে নেমে যায়।

—আমি শাওয়ারে স্নানে যাচ্ছি, তুমি এসো।

বাথরুমে দুই নগ্ন দেহ। জলের ধারা দু'জনের অঙ্গে তীব্র। সাবান দিয়ে ডেভির সারা অঙ্গ মাখে মোনিকা। উত্থিত লিঙ্গ তাই নতুন জীবন পায় এত অতিরিক্ত পরিশ্রম সত্ত্বেও। দুই হাতে সাবানের ফেনা ধরে ডেভির যন্ত্রকে আদর করে মোনিকা।

এইবার বোঝে ডেভি। মোনিকা এখন মোটেই নিজেকে দান করবে না। সে চাইলেও, না। ডেভির সবরকম শারীরিক পরীক্ষার চিকিৎসক মোনিকা।

ডেভির উত্তেজিত তপ্ত লিঙ্গকে তার শীতল শাওয়ারের জলে শান্ত হতে হয়।

শাওয়ারের জলে স্নান করে মোনিকা। ডেভি তাকে ছুঁতে আসে। মোনিকা ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দেয়—

—গো, ড্রেস আপ, অ্যান্ড বি রেডি ফর ব্রেকফাস্ট।

কিন্তু ডেভির আগেই ভেজা গায়ে বাথরুম ছেড়ে বেরিয়ে যায় মোনিকা।

ডেভি একা। হস্তমৈথুনে বিতৃষ্ণা জাগে। সত্যিই বিভ্রান্ত সে। হঠাৎ সত্যি নিজেকে দারুণ একা মনে হয়। একাই তো সে ছিল চিরদিন। মোনিকার সঙ্গ এবং হঠাৎ সঙ্গহীনতায় কেমন হাহাকার জেগে ওঠে।

ডেভির শিথিল লিঙ্গ অবশ হয়ে ঝুলে পড়ে।

কোনওমতে নিজেকে দ্রুত সামলায় ডেভি। রেজর নেয়, শেভ করে। দু'দিন দাড়ি কামানো হয়নি। শেভ করে দাঁত মেজে মুখ ধোয় ডেভি। এমন মেয়ে সে আগে পায়নি কোনওদিন এ পর্যন্ত, আবার নিজেই এভাবে কখনও বোকা বনেনি। একটু আগে অণ্ডকোষ থেকে লিঙ্গে আসা বীর্যস্রোতকে বাঁধ দিয়ে আটকে রাখতে হলো। এমন কখনও হয়নি। এত অবহেলা করতে তাকে সাহস পায়নি কেউ, কারুর ইচ্ছেও হয়নি।

কেমন মেয়ে মোনিকা!

এখনও তাকে পুরোপুরি চিনে উঠতে পারেনি ডেভি।

ঠিক আছে। সময় আছে। দেখা যাবে।

বাথরুমে গা মুছে ড্রেসিং গাউন জড়িয়ে বের হয় ডেভি।

মোনিকার কিচেনে এসে ঢোকে ডেভি।

—এবার বলো, আমার চাকরির কি হলো? এবার নিশ্চয় আমাকে কিছু বলার মতো সময় এসেছে! না কি, তুমি বুঝেছ, আমাকে দিয়ে কোনও কাজ হবে না?

—না, তা নয়, চলবে।

—মানে?

—মানে, তোমায় দিয়ে কাজ চলবে। তুমি আমার প্ল্যান মতো কাজ করতে পারবে মনে হচ্ছে। একটু পরে আমি তোমাকে সব ঘুরিয়ে দেখাব, তাহলে তোমার আইডিয়া আরও পরিষ্কার হবে। তবে এখন একটা জিনিস জেনে রাখ। আমার নিয়মকানুন বেশ কড়া। তার মধ্যে একটা হলো—কোনও স্টাফের সাথে মেলামেশা চলবে না। নো ইনভলভ্‌মেন্ট।

—কিন্তু আমরা যে—

—আমি তো স্টাফ নই—মোনিকার চোখের দৃষ্টি এবার শীতল—এমন যদি আবার ঘটার উপক্রম হয়, অর্থাৎ আমি তোমাকে বিছানায় পেতে চাই, সেটা তোমাকে ঠিক সময়ে জানানো হবে। কিন্তু অন্য কোনও কর্মীর সাথে তুমি যদি একটু নিয়ম বহির্ভূত সম্পর্ক চাও, তবে আমি বলব, তুমি অন্যত্র চাকরির চেষ্টা করো। কারণ তোমার গোপন-আচরণ ধরা পড়ার দু' মিনিটের মধ্যে তুমি আবার বেকার হয়ে যাবে।

—ও. কে, ও. কে, আমি অন্য কিছু চাই না। জীবনে ফাকিং যথেষ্ট হয়েছে, আরও হতে যাচ্ছে। আমার আর অতিরিক্ত কিছুর দরকার নেই।

ডেভি হাসে। এই হাসি মোনিকার কণ্ঠের শীতলতাকে অনেকখানি সহজ করে আনে।

—ফাইন! তবে পরিচয় রাখবে, চিনবে। সকলকে চেনা-জানা দরকার। তবে তাড়াহুড়োর কিছু নেই।

খেতে খেতে হঠাৎ জিজ্ঞেস করে ডেভি—আচ্ছা, একটা ব্যাপার! এখানে অনেকেই তো আমার মতো কাজ করছে, কোনও সমস্যা আছে কি?

—না, সবাই সেভাবে কাজ করে না। আমার দু'রকমের ক্লায়েন্ট, মানে খদ্দের আছে—পুরুষ ও নারী, দুই-ই। তারা নানা ধরনের সেক্স চায়। কেউ উদ্ভট, কেউ সোজাসুজি, কেউ-কেউ সমকামী বা বাই-সেক্সুয়াল। তাদের সন্তুষ্ট করতে আমায়

একজন পরামর্শদাতা রাখতে হয়। তবে, ডোন্ট ওরি ডার্লিং, তোমাকে দিয়ে শুধু মেয়েদেরই সেবা করানো হবে। পুরুষদের জন্য তোমায় কাজ করতে হবে না। সেটা কথা দিচ্ছি।

—ওঃ, আমার মনের একটা বোঝা নেমে গেল। অর্থাৎ আমার যন্ত্র প্যান্টের মধ্যে আটকা থাকবে যতক্ষণ না একজন ওম্যান কাস্টমারের কাছে তার প্রকাশের সময় আসবে। তাই তো?

—হ্যাঁ, সেটাই ভাল নিয়ম হবে, তোমার পক্ষে, সকলের পক্ষে।

খাওয়া শেষ হলো। ওরা এবার রওনা হলো।

সিলভিন মিউজ। মোনিকার এক্সারসাইজ সেলুন।

সত্যিই চমৎকার। ডেভি যত দেখে, ততই খুশি হয়। রিসেপশন—সুন্দর স্ক্যাডানেভিয়ান আধুনিক ডিজাইন। ভরাট বুকের একটি মেয়ে, ডারলিন, সুইচবোর্ডের কাছে বসে আছে। সে ডেভির দিকে পরিষ্কার জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাল—নবাগত! কিন্তু ডেভি সেই দৃষ্টির উত্তর দিল না। ডারলিন মোনিকাকে একটা জরুরি বার্তা জানাল, তাই মোনিকাকে তাড়াতাড়ি চলে যেতে হয়।

ডেভি এবার ডারলিনকে ভার করে দেখে। ছোটখাটো চেহারা, শক্তসমর্থ শরীর। সবচেয়ে আকর্ষণ তার একজোড়া স্তন, লো-কাট জামার ওপর দিয়ে উপচে আসছে। জামা, ব্রা—সবকিছু ফাটিয়ে যে কোনও মুহূর্তে বেরিয়ে পড়তে পারে। জামার ওপর দিয়ে স্তনের বোঁটা দুটির তীক্ষ্ণ সূচিমুখ দৃশ্যমান, পুরুষের চোখের মণি বিদ্ধ করবেই। তবে ভুল হয়েছে ডেভির, জামার তলায় কোনও ব্রা নেই ডারলিনের, দরকার হয় না। দুই স্তন প্রাকৃতিক গঠনেই ঊর্ধ্বমুখী।

একটু পরেই মোনিকা ফিরে এলো।

ডেভিকে বলল, তোমার ডিউটি কি আমি খুব ভাল করেই বুঝিয়ে দিয়েছি। চলো—

ডেভিকে অন্যদিকে নিয়ে যেতে যেতে বলতে থাকে মোনিকা—এখনই একটা কাজ এসে গেছে। আমার আরও দু'জন কর্মী—র‍্যালফ ও জুলিয়ান, ওরা বেবি-বু ম্যাসেজ রুমে কাজ করে। কিন্তু ওরা দু'জনে লুকিয়ে লুকিয়ে নিজেদের নিয়ে যা করার করে। ধরে ফেলব এবার।

—তা, ওদরে তাড়িয়ে দিচ্ছ না কেন?

—প্রমাণ ছাড়া আমি কখনও কাউকে শাস্তি দিই না। সবকিছুরই একটা নিয়ম আছে। আমি মালিক হলেও নিয়ম মেনে চলি, যা-খুশি তাই করলে প্রতিষ্ঠানের বদনাম হয়। তাছাড়া, ওরা দু'জন কাস্টমারদের বেশ প্রিয়। ওরা চলে গেলে ওদের প্রিয় কাস্টমারদেরও নিয়ে যাবে। তার মানে, আই উইল লুজ অ্যাবাউট টু থাউজেন্ড পার উইক।

এই জায়গাটা লবি। বেশ চওড়া, সুন্দর সাজানো। দু'পাশের নানা ঘরে ঢুকে মোনিকা ডেভিকে সকলের সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়। সেলুনে এখনও কাজ শুরু হয়নি, কিন্তু অনেকেই উপস্থিত হয়ে গেছে ইতোমধ্যে। সামান্য গল্প-গুজব চলছে।

একজোড়া শর্টস দেয় মোনিকা। অতি ছোট, প্রায় জাঙ্গিয়া ধরনের হাফপ্যান্ট। তাই পরে জিমনাসিয়ামে কিছুক্ষণ এক্সারসাইজ করে ডেভি। এসব যন্ত্র তার ব্যবহার করা আছে, কারণ অ্যাথলেটিকসের দিকে ঝোঁক ছিল ডেভির।

মোনিকা চলে যায়।

—মিট মি ইন দ্য অফিস।

—ও. কে!

জিমনাসিয়্যামটা বেশ ভাল লাগে ডেভির। এক্সারসাইজ সেরে অরেকবার শাওয়ারে যায়। স্নানের পর আবার ড্রেস করে মোনিকার অফিসে।

নিজের সুন্দর অফিসরুমে কাগজ পড়ছিল মোনিকা। বিশাল ডেস্কের সামনে মোনিকার মুখোমুখি একটা চেয়ারে বসে।

—কেমন লাগল জিমটা! জানো তো ওটা কাদের জন্য? আমি তোমার এক্সারসাইজ কিছুক্ষণ দেখলাম। ইউ আর আ রিয়েল জিম বয়।

—থ্যাংকস্। আই এনজয়েড ইট। আচ্ছা, ওর পেছনে একটা ছোট ঘর আছে দেখলাম।

—হুঁ! তুমি নিশ্চই ইন্টারেস্টেড একবার নিজের চোখে দেখতে আমাদের কিছু স্পেশাল ক্লায়েন্ট কেমন সেবা পাচ্ছে?

মোনিকা হেসে আবার বলে, আমাদের একটা অদ্ভুত ম্যাসেজ রুম আছে। ক্যারেনের জন্য।

—ক্যারেন! ওয়ান অব দ্য গে গার্লস!

—ইয়েস!

—কিন্তু আমরা ওদের কাণ্ড দেখব কি করে?

মোনিকার মুখে এবার লজ্জাহীন হাসি—থ্রু ক্লোজড্ সার্কিট টিভি। ব্যবসায় এইসব একান্ত দরকার। বুঝেছ?

ক্যাবিনেটের কাছে উঠে যায় মোনিকা। ডালা খোলে।

সামনের দরজায় টিভি রিসিভার। সুইচ অন করে একটা বিশেষ চ্যানেল ডায়াল করে মোনিকা। তারপর ফিরে এসে বসে পর্দার দিকে তাকায়।

পরিষ্কার চিত্র। বিশাল চেহারার এক মহিলা, বয়েস পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ হবে, ম্যাসেজ রুমে ঢুকল। পেছন পেছন এক ম্যাসেজ গার্ল। সেলুনের ইউনিফর্ম পরা। সাদা লেদারের হট প্যান্ট, আর লাল-নীর স্ট্রাইপ দেওয়া টপ।

মোনিকা খুশি মনে বলে—আঃ, আমরা ঠিক সময়ে খুলেছি। পুরো শোটা দেখতে পাব।

সাউন্ডের ভল্যুম অ্যাডজাস্ট করে মোনিকা।

বলে, ওই হচ্ছে মিসেস ডিম, এখনও বুঝছে না, ও ক্রমশ লেসবিয়ান হওয়ার দিকে ঝুঁকছে। ক্যারেনকে প্রতিদিন ওকে সিডিউস করতে হয়। মিসেস ডিক শেষ দিকে খুবই তৎপর হয়ে ওঠে অবশ্য। শী অলওয়েজ লাভস টু ইট আ সুইট ইয়ং পুসি—অর্থাৎ ক্যারেনকে চেটেপুটে খায়। কিন্তু মহিলা যে লেসবিয়ান, সেটা নিজে স্বীকার করতে চায় না।

ক্যারেনের বয়েস বড়জোর আঠারো। বেশ আকর্ষণীয় চেহারা, সুন্দর ফিগার। সুগঠিত। চুল দুটো পিগটেল ধরনের ঝুঁটি করে বাঁধা। লাল-নীল উলের দড়ি দিয়ে টাইট করা। এই ঝুঁটি বাঁধা হেয়ার স্টাইলে তাকে আরও কমবয়েসী দেখায়। মনে হয় কিশোরী, সবে তার মাসিক শুরু হয়েছে। কিন্তু স্তন দুটি মোটেই কিশোরীর মতো নয়। বালিকার

বুকে যেন একজোড়া পাহাড়—উচ্চ চূড়া। নীল-লাল ট্যাংক টপে ঢাকা, কিন্তু জামার ওপর থেকেই সেই বুকের চেহারা দেখে ডেভির অণ্ডকোষে টান ধরে। কামনার টান।

ওরা শুনতে পায় ক্যারেন ওই মহিলাকে বলছে—জামাকাপড় ছেড়ে শুধু টাওয়েলটা জড়িয়ে নিন। আপনার পিঠের ব্যথা আমি সারিয়ে দেব, কোনও চিন্তা নেই।

মিসেস ডিকের মধ্যে একটু বালিকা-বালিকা ভাব আছে। শর্ট হাইট, মোটাসোটা, হাসিখুশি। সে নাকি ক্যারেনের সামনেও ড্রেস ছাড়তে লজ্জা পায়। কিন্তু ডেভি দেখল—পেছনের জিপে দ্রুত হাত চালিয়ে ওপরের জামাকাপড় খুলে শুধু ব্রা আর প্যান্টিতে নেমে আসতে বেশি সময় নেয় না মিসেস ডিক। ক্যারেন যখন সবকিছু ছাড়তে বলে, সে আবার সামান্য উষ্মা প্রকাশ করে। এমন কি ব্রা-প্যান্টি ছাড়তে ছাড়তেও মৃদু প্রতিবাদ জানাতে থাকে। এটাই তার বিশেষত্ব। যেন কত লাজুক!

ক্যারেন বলে, মাই গড, আমি বুঝি না, আপনার এত অস্বস্তির কারণ কি! আপনার এত সুন্দর চেহারা, আ লাভলি বডি। এত সুন্দর দুই বুক। বুক দুটি দেখলে, আই প্রমিজ, যে কোনও পুরুষের চোখ ঠিকরে বেরিয়ে আসবে।

মিসেস ডিক ভুরু কুঁচকে বলে, যত্তো সব নির্লজ্জ হ্যাংলার দল। বলো তো ওরা এমন কাণ্ড করতে চায় কেন? জঘন্য! কর্কশ, নিষ্ঠুর লোক সব। পুরুষদের কাজের চিন্তা করলেই আমার ঘেন্না আসে। ছিঃ!

খালি গায়ে তোয়ালে জড়াবার সময়েই মিসেস ডিকের কানে ক্যারেনের প্রশংসাবাণী বর্ষিত হতে থাকে। বোঝা যায়, ওপরে ওপরে যে ভাবই দেখাক, ক্যারেনের সামনে নিজের নগ্নতা প্রদর্শনে কোনও আপত্তি নেই মিসেস ডিকের। বরঞ্চ তার ভাল লাগে, এই ইয়ং গার্ল তার বয়েসী এক মহিলার দেহের ব্যাপারে এত মিষ্টি মিষ্টি কথা বলছে।

টিভির পর্দার দিকে চোখ রেখেই ডেভি জিজ্ঞেস করে—আচ্ছা, সব সময়েই তোমার ক্লায়েন্টদের বাছাই করো?

—হ্যাঁ, বেশির ভাগ সময়েই। যাতে আমার কর্মীরা তাদের সবচেয়ে ভাল সার্ভিস দিতে পারে। আমি তাই মাঝে মাঝে টিভিতে দৃশ্যগুলো দেখি। কেমন কাজ চলছে। সত্যিই এমন কিছু ঘটছে কিনা যাতে আমারও উত্তেজনা আসতে পারে। আজ আমি শুধু তোমাকে দেখাতে চাইছি—একটা স্যাম্পল—কি ভাবে কাজ হয় এখানে।

ডেভি এবার পর্দার দিকে মনোযোগ দেয়।

দেখা যাচ্ছে—মিসেস ডিক ম্যাসেজ টেবিলের দিকে আসছে। গায়ে যত্ন করে টাওয়েল জড়ানো। উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ে মিসেস ডিক। টাওয়েলে মুখ ঢাকা।

ক্যারেন বলে, এই তো ফাইন! সব ঠিক আছে। এখন আমরা শুধু তোয়ালেটা সরাব যাতে আপনার পিঠের ব্যথা দূর করতে পারি।

দেখতে দেখতে মোনিকার মন্তব্য—আঃ, ক্যারেনটা রিয়েলি লাভলি, খুব কাছের মেয়ে। তাই না?

এখন টিভি ক্যামেরার দিকে পেছন ফিরে দাঁড়িয়ে ক্যারেন। সামনে ঝুঁকে পড়ায় হটপ্যান্টের নিচ দিয়ে তার পরিপূর্ণ দুই নিতম্ব ফুলে উঠেছে। ক্যারেনের পশ্চাদদেশ দেখেই আবার ডেভির অণ্ডকোষে টান ধরে, পুরুষাঙ্গেও শিহরন জাগে।

ওর ইতিবৃত্ত জানায় মোনিকা।

—আমি ওকে খুব দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থা থেকে টেনে এনেছি। বেচারিকে এক রাতে একদল কলেজের ছাত্র হাইওয়ের পাশের ঘাসের জমিতে টেনে নিয়ে যায়। গ্যাং-রেপ করে। পর পর ছ'-সাত জন। বেচারি দারুণ শক পায়। কয়েকদিন কথা বলতে পারেনি। দুঃখের হলেও বেশ ইন্টারেস্টিং ব্যাপার। ক্যারেন ছেলের দলকে জানায়—শী ডিড নট লাইক টু ফাক। কিন্তু তাতে ওদের নেশা আরও বেড়ে যায়। কন্টিনিউয়াস ফাকিং। পরে ও জানতে পারে ওর এক জ্ঞাতি বোন ওই ছেলের দলকে এনগেজ করেছিল এই কাণ্ড করতে। আর সবচেয়ে ভাগ্যের পরিহাস, ঠিক আগের রাতে ক্যারেন ওর সেই দিদির সাথে সেক্স করে। দে মেইড লাভ। টু গার্লস। কোয়াইট হ্যাপিলি। আর সেই দিদিই ওর ওপর গ্যাং-রেপ করালো।

ডেভি বলে, আজকের দুনিয়ায় কাউকেই বিশ্বাস করা যায় না।

ইতোমধ্যে ক্যারেনের হাত মিসেস ডিকের শরীরের ওপর ম্যাসেজ শুরু করেছে। এই ম্যাসেজ গার্ল বোধহয় ম্যাসেজ করেই বেশি আনন্দ পাচ্ছে—মিসেস ডিকের চেয়ে। টিভির সূক্ষ্ম কিন্তু শক্তিশালী সাউন্ড যন্ত্রে ম্যাসেজের শব্দ শোনা যাচ্ছে। ঘাড় থেকে মেরুদণ্ড বেয়ে সারা পিঠে হাত বোলাচ্ছে ক্যারেন। পিঠের মাংসে তার আঙুল ডুবে যাচ্ছে। এইবার ক্যারেনের হাত মহিলার উরুর কাছে নেমে আসছে।

ক্যারেন বলে, এবার আপনি পা দুটো দু'পাশে ছড়িয়ে দিন। আপনার থাইয়ের ওপর দিকটার দুই পাশ নরম করা দরকার।

মিসেস ডিক আবার আক্ষেপ জানান—ও ক্যারেন, এই ভঙ্গিতে তুমি আমায় দেখছ! আমার ভার লাগে না। কিন্তু সত্যি থাইয়ের ওপরটা শক্ত হয়ে উঠেছে, ম্যাসেজ দরকার। তাই উপায় কি?

দেখতে দেখতে মোনিকা মন্তব্য করে—হোয়াট আ বিচ! নিজের পুসি ওই কচি মেয়েটাকে দেখাবার জন্য ও মরিয়া, এদিকে ঢং দেখ। ক্যারেনের মিষ্টি ছোট্ট জিনিসটা দেখতে চায় ও, কিন্তু ভণ্ডামি চালিয়ে যাবে।

টিভি সার্কিটে ক্যারেন ও মিসেস ডিকের কাণ্ডকারখানা দেখতে দেখতে ডেভি উত্তেজিত হচ্ছিল, পাশেই মোনিকা। কিন্তু শপথ নিয়েছে ডেভি, যদি মোনিকা আগ্রহ না দেখায়, তাহলে সে সেধে কোনও কিছু করবে না। এতক্ষণ মোনিকা টিভির পর্দা ছাড়া অন্য কিছুতে আগ্রহ দেখায়নি, সুতরাং ডেভিও সেখানেই মনঃসংযোগ করল।

...এখন ক্যারেন এমন জায়গায় যেখান থেকে সে মহিলার পুসি খুব ভাল করে দেখতে পাচ্ছে। টেবিলের শেষ সীমায় সে দাঁড়িয়েছে, মিসেস ডিক দুই পা দু'পাশে মেলে ধরেছে। ফলে মাঝখানের ফাটল দৃশ্যমান।

ক্যারেন ধীরে ধীরে হাত বাড়িয়ে সেই গোপনতম স্থানে অগ্রসর হচ্ছে। ডেভি ঠিক তাই করত এমন পরিস্থিতিতে। আঙুল দিয়ে নরম সিল্কের মতো জায়গাটা পরিভ্রমণ করছে ক্যারেন।

মিসেস ডিক চিৎকার করল—আঃ, ডার্লিং, দ্যাট ইজ মার্ভেলাস। কিন্তু আমার লজ্জা করছে, কিন্তু কি ভাল যে লাগছে! আমি আরও ভাবছিলাম—

ক্যারেন জিজ্ঞেস করে কি ভাবছিলেন? বলুন না, আমি তো বলছি, আপনার জন্য আমি সবকিছু করতে পারি।

—কিন্তু আমি বলতে পারছি না, খুব বিদঘুটে শোনাবে।

—কেন বিদঘুটে লাগবে? আপনার মতো সুন্দরী, বিচক্ষণ মহিলা বিদঘুটে কিছু বলতেই পারে না। যদি বলি, আপনি যা ভাবছেন, আমিও তাই ভাবছি, তা হলে? প্লীজ, আমার কাছে লজ্জা করবেন না, বলুন কি চাইছেন? মনে হচ্ছে, এমন কিছু যেটা দু'জনেই দারুণ উপভোগ করব।

ক্যারেনের হাত কথার সাথে মিসেস ডিকের গোপনাঙ্গে আদর ছড়িয়ে যাচ্ছে। মিসেস ডিকের পা টিভি ক্যামেরার দিকে। ক্যারেন একটু সরে গেল, ফলে মোনিকা এবার পর্দার ছবিতে খুব ভালভাবে মিসেস ডিকের পুসি লক্ষ্য করতে পারল। ক্যারেন হাত দিয়ে পুসির দুই ঠোঁট একবার জুড়ে ধরছে, বন্ধ করছে, আবার প্রসারিত করে গহ্বরমুখ বিস্তৃত করছে। এই খোলা-বন্ধ খেলা যে কত এক্সাইটিং, ডেভির জানা আছে।

ক্যারেনের আদরে এবার মিসেস ডিকের কামরস ঝরতে শুরু করেছে।

ক্যারেন বলে, আমি বাজি রেখে বলতে পারি আপনি কি চাইছেন! আপনি চাইছেন, আই সাক ইওর পুসি। তাই না? আপনি চাইছেন, আই ইট ইওর কান্ট আউট। একবার মুখ ফুটে বলুন, বাঁদী হাজির। আপনার পুসি ইতোমধ্যেই মধুবর্ষণ শুরু করেছে, আমারও তেষ্টা পাচ্ছে।

মিসেস ডিক তবুও বলে, আঃ, ক্যারেন, তুমি এমনভাবে কথা বলো না। আমি তাই চাইছি ঠিকই, কিন্তু তুমিও যে সেটা বুঝতে পেরেছ, তুমিও তাই চাইছ, এটা খুব আশ্চর্যের। জানি না, কেমন দাঁড়াবে শেষ পর্যন্ত! আঃ, আঃ—

মোনিকার কঠোর মন্তব্য—দ্যাট বিচ্ ভালমতোই জানে কি ঘটতে চলেছে এবং শেষ পর্যন্ত কি দাঁড়াবে।

তারপর ডেভির দিকে ঘুরে বলে, তুমি বিশ্বাস করবে, এই মহিলা টাউনের সবচেয়ে সুন্দর গির্জার নিয়মিত ভিজিটর। স্কুলে পড়ায়, আর প্রতিবছর এমন সব বই পাঠ্য তালিকায় আনে যা নিয়ে স্কুলবোর্ড চোখে সর্ষেফুল দেখে। নানা ভক্তিমূলক ও স্যোসাল কাজ করে। কিন্তু হপ্তায় একবার এখানে এসে ক্যারেন বা কাউকে দিয়ে শী উইল মেক দেম ইট হার কান্ট। কেউ জানে না—

টিভির পর্দায় এবার আসল কাজ শুরু হয়েছে। ক্যারেন ওই মহিলার প্রতিবাদের আর তোয়াক্কা করে না। কিছুক্ষণ পুসি ম্যাসেজের পর ক্যারেন ওকে চিৎ করে ফেলে। মিসেস ডিক হাঁটু মুড়ে দু'পাশে মেলে দেয়। এবার সে আকুল প্রতীক্ষায়! টেবিলের শেষ প্রান্তে দু'দিকে ফুটরেস্ট—এক ধরনের পাদানী রয়েছে। ক্যারেন টেবিলের পায়ার কাছে বসে পড়ে—জিভ দিয়ে লেহন শুরু করে। ডেভি অবাক হয়ে দেখে—জিভের এমন প্রয়োগ সেও কল্পনা করতে পারেনি। মিসেস ডিকের গোঙানি প্রমাণ করছে জিভের কাজের জের। তার মুখ দারুণ সুখে বিকৃত। এক হাত বাড়িয়ে ক্যারেনের চুলের মুঠি ধরে সে, আরেক হাতে নিজের বুকে বিশাল সাইজের বোঁটায় আদর করতে থাকে।

নিতম্বে দোল দিয়ে মিসেস এবার তৃপ্তির সুরে বলে, আঃ, ক্যারেন, তুমি সত্যিই অপূর্ব।

ক্যারেন কর্তব্যনিষ্ঠ। বিরামহীন তার কাজ, কৌশলী মিসেস ডিকের আনন্দের প্রাণ বের করে আনছে। সারা অঙ্গে এবার কম্পন। দেখতে দেখতে ডেভি নিজেকে ক্যারেনের

জায়গায় স্থাপন করে ফেলেছে। কম্পন ক্রমশ তীব্র দেহ-ভূকম্পন হয়ে মিসেস ডিককে চরম সীমায় নিয়ে এলো।

টেবিলের ওপর এখন সুস্থির মিসেস ডিক। সত্যি আনন্দে প্লাবিত যেন এক মৃতদেহ। আনন্দের প্রচণ্ডতা সামলাতে সময় নেবে।

একটু পরে ক্যারেন হাত ধরে তুলে বসায় মিসেস ডিককে। ক্যারেনের ঠোঁটে চুমু খায় মিসেস ডিক। কৃতজ্ঞ প্রেমচুম্বন। ডেভি ভাবে এইবার বোধহয় ক্যারেনকে প্রতিদানের আদর শুরু করবে মিসেস ডিক। না, তা নয়। শুধু একটা আন্তরিক চুমু ছাড়া আর কিছু নয়।

পোশাক পরে মিসেস ডিক। বেরিয়ে আসে। তার পিছু পিছু ক্যারেন। ম্যাসেজ রুম এখন খালি।

মোনিকা বলে, মিসেস ডিক এখুনি এখানে আসবে।

টেলিভিশন সেট সুইচ অফ করে মোনিকা। বলে, কেমন লাগল?

—দারুণ। এমন সেক্স-অ্যাকশন বিশেষ একটা দেখিনি।

—কিন্তু তোমার প্যান্টের ওপরটা আবার শক্ত হয়ে উঠেছে। এনিওয়ে, আমি চেষ্টা করব শান্ত করতে। আফটার অল, ক্যারেন বা কোনও কর্মীর পক্ষে তোমাকে এমন অবস্থায় দেখা নিশ্চয় সঙ্গত হবে না। আর তুমিও ফুলো প্যান্ট নিয়ে ঘুরে বেড়াতে পার না? কি বলো?

৫

পাঁচ ফুট আট ইঞ্চি হাইটের ক্যারেনকে চাক্ষুষ দেখলে আরও সুন্দরী লাগে। কত ওজন হবে? ডেভি আন্দাজ করে—মোটামুটি একশো তিরিশ পাউন্ডের কম নয়। শরীরের ওজন সর্ব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে সঠিক ভাগে ভাগ করা। কালো-বাদামী চুল,—টিভির পর্দায় শুধুমাত্র কালো দেখাচ্ছিল। লম্বা সুগঠিত দুই পা, হটপ্যান্টের অনুকূলে সুদৃশ্য প্রকাশ। ঝকঝকে চেহারায় ক্যারেন অফিসরুমে আসে। ডেভিকে দেখে তার বিশেষ কোনও প্রতিক্রিয়া দেখা যায় না।

মোনিকা আলাপ করিয়ে দেয়—এই হচ্ছে ডেভি কক্স। আমাদের নতুন কর্মী। আমি ওকে সকাল থেকে রুটিন বোঝাচ্ছি। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কাজ শুরু করবে ডেভি। যাই হোক, ক্যারেন, টুডে ইউ হ্যাভ ডান ইওর ইউসুয়াল এক্সেলেন্ট জব উইথ মিসেস ডিক।

—থ্যাংক ইউ! ক্যারেন কৃতজ্ঞ—কিন্তু মিসেস ডিক কিছুতেই স্বীকার করতে চান না তিনি মেয়ে প্রেমিকদের বেশি পছন্দ করেন। এক এক সময় মনে হয় এই বুঝি মানবেন, কিন্তু—

—উনি কোনওদিন মানবেন না। ভণ্ডামিটা বজায় রাখতে হবে তো! মোনিকা বলে, ওর কোনও সততা নেই।

ডেভি মন্তব্য করে অনেকটা ক্যারেনকে উদ্দেশ্য করেই—উনি যদি স্বীকার করবার পাত্রী হতেন, তবে আজ সকালেই স্বীকার করতেন। মনে হচ্ছিল, তুমি তাকে শেষ সীমায় নিয়ে এসেছিলে।

—থ্যাংক ইউ। এবার ধন্যবাদটা ডেভিকে জানায় ক্যারেন—আমার কাজ যতটা ভালভাবে পারি, করতে চাই।

মোনিকা বলে, সত্যি, ভাল করেছ। এসো, সোফায় বসো, আমাদের সাথে টিভিতে আরও কয়েকটা খেলা দেখ। ডেভিকে দরকার হলে বুঝিয়ে দিও।

ডেভি ও ক্যারেনের মাঝখানে মোনিকা—অর্থাৎ ওরা ওর দু'পাশে। রিমোট কন্ট্রোলের সাহায্যে আবার টিভি চালু হয়। বোতাম টিপে নতুন দৃশ্য পর্দায় তুলে ধরা হয়।

মোনিকা বলে, আহা, দেখ ডেভি, এইবার আমাদের নাটকের চরিত্র রিকি অ্যান্ড মিসেস ক্যাপার। রিকি অবশ্য আমার একটা সমস্যা, কিন্তু থ্যাংক গড, মিসেস ক্যাপারের কাছে ও খুব মূল্যবান। দেখা যাক!

—সমস্যা? ডেভি জিজ্ঞেস করে—কেন, সমস্যা কেন? ওর তো বিশাল চেহারা। মনে হচ্ছে, প্রয়োজনে হাতিকে সম্ভোগ করতে পারে। কিন্তু সমস্যা কিসের?

ডেভি বাড়িয়ে বলেনি।

রিকির পরনে প্রচণ্ড টাইট আধুনিক সংক্ষিপ্ত সাঁতারের কস্ট্যুম। কস্ট্যুমের কাপড় ভেদ করে তার যন্ত্র যেভাবে তার আকৃতি প্রকাশ করছে—ফ্যানটাসটিক! ওরা দেখছে, কস্ট্যুম ছাড়ে রিকি, ক্যামেরার মুখোমুখি। তার উৎক্ষিপ্ত লিঙ্গ কিছুটা ঝুলে আছে, অর্থাৎ পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রী মতন—তলপেটের ঊর্ধ্বে। একে বলা যায়—হাফ-ইরেক্ট, অর্ধ-উত্থান। ডেভির যন্ত্রের চেয়ে রিকি বেশি পুরু, ঝুলে পড়া অবস্থায় দৈর্ঘ্য অন্তত আট-ন ইঞ্চি হবে। দুই অণ্ডকোষের ডেভির মতোই সাইজ, অনেকটা নেমে এসে থলির মধ্যে ভাঁজ কেটে ভরে গেছে।

মিসেস ক্যাপার এক রোগা, লাল চুল সুন্দরী। বয়েস আন্দাজ করা মুস্কিল। পঁয়ত্রিশ থেকে পঁয়তাল্লিশের মধ্যে যে কোনও জায়গায় হবে। দারুণ মূল্যবান পোশাক—যা এখন খুলছেন তিনি। তবে তাঁর স্ট্রিপিংয়ের মধ্যে উত্তেজক কিছু নেই। সাদামাটা কাপড় ছাড়ার ভঙ্গি। রিকির ম্যাসিভ কক। আর মিসেস ক্যাপার বেশি ধৈর্য ধরতে রাজি নয়।

—ওটাই সমস্যা, বলতে বলতে মোনিকা এক হাত রাখে ক্যারেনের দুই উরুর মাঝে ভালবাসার ছোট্ট টিবিতে, যাকে বলা হয় লাভ-মাউন্ড। আরেক হাতে ডেভির যন্ত্র ধরে আদর করতে থাকে।

মোনিকা ব্যাখ্যা করে সমস্যাটা।

—ওটা কৃত্রিম নয়। ইট ইজ আ রিয়েল কক। দৈত্যের মতো সাইজ। যখন ফুল শেপ নেবে তখন লম্বায় বারো ইঞ্চি, অ্যান্ড থিকনেস তিন ইঞ্চির বেশি। আমি এমন বড় যন্ত্র আর দেখিনি। আমি কেন, আমার জানাশোনা কেউ কখনও দেখেনি। তুলনাই চলে না।

ডেভি বলে, আমারও দেখা নেই। কিন্তু এহেন এক আকৃতি যদি বাস্তব বিষয় হয়, এতে সমস্যার কি আছে?

—ডেভি, আমি অবাক হচ্ছি—মোনিকা বলে। তার চোখে বেশ কৌতুক। রিয়েলি, তুমি বলছ, নো প্রবলেম!

—আই মিন সো।

—কিন্তু তোমার সাইজটাই রিয়েলি ইউজফুল। রিকিরটা অ্যাবসার্ড।

—তার মানে?

—মানে, ক্লায়েন্ট উইল লাভ ইউ, বাট দে উইল ফিয়ার রিকি।

—কোথায়, মিসেস ক্যাপার তো রিকিকে ভয় পাচ্ছে না।

—দ্যাট ইজ এক্সেপশন। আমি তোমায় বলছি ডার্লিং। বারো ইঞ্চি কক দিয়ে কিন্তু সেক্স-স্কিল, মানে দক্ষতা মাপা যায় না। বড় লিঙ্গ ব্যাপারটা একটা পুরনো স্কুলবয় প্রেজুডিস। বিগেস্ট ইজ অলওয়েজ নট দ্য বেস্ট, ইউ নো!

মোনিকা হেসে উঠে ভাষণ চালায়—যেন অধ্যাপক ক্লাস নিচ্ছে—শোন, সাইজ দিয়ে সব সময় সব কিছু হয় না। রিকিকে বুঝিয়েছি—দেখ, তোমার প্রকাণ্ড জিনিসটা তুমি বের করলেই মেয়েরা ঝাঁপিয়ে পড়বে, তার কোনও মানে নেই। একটা বড় মাংসের টুকরো দেখলেই আনন্দ হবে না। কিন্তু ব্যাটা বুঝবে না। ও মনে করে ওর পুরোটা কারুর গর্তে চালান করতে পারলে, সেই নারী স্বর্গসুখ পাবে। যদি না পায়, মানে তার অরগ্যাজম না আসে, তাতে রিকির কোনও দোষ নেই, সেই মেয়েটিরই কোনও ত্রুটি আছে যে এত বড় দণ্ড পেয়েও খুশি হয় না।

ডেভি এবার মন দিয়ে শুনতে থাকে।

মোনিকা বলে, আমি বলতে চেষ্টা করেছি—দেখ, গুড ফাকিং নিডস স্কিল, বাট হি ডাজ নট কেয়ার। রিয়েলি ডেভি, ওর ফাকিং ইজ ওয়ার্স্ট।

ডেভির চোখ এবার টিভির পর্দায়। বলে, হতে পারে। আবার এটাও ঠিক, মিসেস ক্যাপারের মতো মহিলা তোমার সাথে একমত নয়। অন্তত যা দেখছি, তাতে রিকিকে দোষ দিলে চলবে না।

...ইতোমধ্যে মিসেস ক্যাপার রিকির বিশাল দণ্ডের সামনে হাঁটু মুড়ে বসে পড়েছে। তার মুখ ফেলাশিও অর্থাৎ পুরুষাঙ্গ শোষণ ও চোষণের জন্য তৈরি। শী ওয়ান্টস টু সাক্। তাই দণ্ডটি নিয়ে কয়েক মিনিট খেলা করে মিসেস ক্যাপার। লিঙ্গমুখের চামড়াটা নিয়ে আগু-পিছু করে। তারপরেই চামড়াটাকে লিঙ্গের নিচের দিকে যতটা পারে টেনে দেয়। টাইট করে—যাতে লিঙ্গমুখ এবার মাশরুম শেপ নিয়ে বিশালভাবে প্রকাশ পায়। মিসেস ক্যাপারের মুখ থেকে ভাষাহীন আনন্দের গুঞ্জন বের হয়। অকস্মাৎ লিঙ্গমুখটি নিজের মুখের মধ্যে গ্রহণ করে মিসেস ক্যাপার—এবং সঙ্গে সঙ্গে রিকের দণ্ড পূর্ণোদ্যমে উত্থিত হয়।

মোনিকা আবার কর্কশ কথা বলে, ওঃ, দ্যাট সিলি বিচ, ও চায় দেশের সবচেয়ে বড় দণ্ড ওকে রেপ করুক। যদি ও চোখ বুজে থাকে, আর ওর ভেতরে একটা অল্পবয়েসী ষাঁড়ের পায়ের হাড় ঢুকিয়ে দেওয়া হয়, কোনও তফাৎ বুঝবে না। ওর কান্ট নিশ্চই রবারের তৈরি, তা না হলে দণ্ডটার পুরোটা কি করে ও ভেতরে নেয়! আমি স্বচক্ষে না দেখলে বিশ্বাস করতাম না।

—কিন্তু রেপ বলছ কেন? ও তো সানন্দে গ্রহণ করছে।

—আমার কাছে ব্যাপারটা রেপ হতো, কারণ আমি পুরোটা নিতে পারতাম না। জোর করলে যন্ত্রণা হতো রেপের মতোই।

—তোমার ও মিসেস ক্যাপারের মধ্যে যথেষ্ট ফারাক থাকতেই পারে।

টিভি শো দেখতে দেখতে ডেভি নতুন জ্ঞানে বিচক্ষণ হয়ে উঠছে মনে হচ্ছে।

মোনিকা বলে, রিকি একবার ওর প্রিকের মধ্যে ফ্রেঞ্চ টিকলার লাগিয়ে এন্ট্রি নিয়েছিল। ইউ নো ফ্রেঞ্চ টিকলার—যা পেনিসের মাথার নিচে ইলাস্টিকের মতো আটকে যায়—আর তার নরম কাঁটাগুলো দারুণ আরাম দেয়। মিসেস ক্যাপার লাইকড্ দ্যাট।

এতক্ষণে কথা বলে ক্যারেন—বহু মহিলা আছেন যাঁদের সাথে মিসেস ক্যাপারের বিস্তর পার্থক্য। আমাদের মতো মেয়েরা কিন্তু শুধু সাইজ দেখে উত্তেজিত হয় না।

বলতে বলতে ক্যারেন নিজের পোজিশন সামান্য পাল্টায়, যাতে মোনিকা আরও সহজে হটপ্যান্টের ওপর দিয়ে তার গোপন জায়গা ভাল করে ছুঁতে পারে। বলা বাহুল্য, মোনিকার হাত যথেষ্ট সুখকর লাগছে ক্যারেনের।

মোনিকা বলে, আঃ, ক্যারেন, তুমি তোমার নিজের টেস্টের কথা বলছ। আমার অবশ্য মনে হয় কোনও সাইজের পুরুষের অর্গ্যান তোমাকে ইন্টারেস্টেড করবে না। যাই হোক, আমরা অন্য কথায় আসি।

অবশ্যই তিরস্কার। কিন্তু ক্যারেন রাগ করে না, অবশ্য চুপ করে যায়। সেও টিভি দেখছে, যদিও মোনিকার মতো তীব্র আগ্রহ তার নেই।

মোনিকা যেন চাপা গর্জন করে—দেখ, ওই হতভাগাকে এবার দেখ। আহা, কি কাণ্ড করছিস তুই! পুরো যন্ত্রটা মিসেস ক্যাপারের মুখে তুলে দিয়েছিস, কিন্তু মহিলাকে এক্সাইট করার কোনও চেষ্টা নেই। শুধু স্ট্যাচুর মতো দাঁড়িয়ে আছিস। হোয়ার ইজ এনি অ্যাকশন! ব্যস, ওইটুকুই যেন ওর ডিউটি। তাই বলছিলাম, একটা-দুটো মিসেস ক্যাপার দুনিয়ায় থাকতে পারে যারা এতেই খুশি—সাকিং অ্যান অ্যাবনরম্যাল কক অব আ রাসকেল টাইপ অব ম্যান। কিন্তু অন্যান্য ক্লায়েন্টদের কাছে রিকিকে পাঠাবার রিস্ক আমি নিই না।

টিভিতে দেখা যাচ্ছে—রিকি ম্যাসেজ টেবিলে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়েছে, মহিলা যেন ওর যন্ত্রকে গিলে খাবার চেষ্টা করছে। রিকির কিন্তু বোরিং লাগছে, মুখে সেই ভাব ফুটে উঠছে। মনের ভাব যে ক্লায়েন্টের সমানে আড়াল করা উচিৎ, ডাল-হেডটার সেটুকু খেয়াল নেই। মিসেস ক্যাপারের আনন্দের লক্ষণ নানাভাবে সুস্পষ্ট, কিন্তু রিকির কিছু আসে যায় না—শুধু প্রিকের দৃঢ়তা ও আকৃতি আরেকটু বেড়ে ওঠে।

এইবার মুখ সরায় মিসেস ক্যাপার। ওরা দেখতে পায় সত্যি কি প্রকাণ্ড অমানুষিক এক দণ্ড। পূর্ণ দৈর্ঘ্য এই যন্ত্র এখন অতীব ভয়ংকর।

মিসেস ক্যাপারের গলা শুনতে পায় ওরা।

—ওঃ রিকি, আই গট অরগ্যাজম যাস্ট বাই সাকিং ইউ। বাট ইউ আর আনমুভড অ্যাজ এভার। রিয়েলি ওয়ান্ডারফুল। তোমার মতো যন্ত্র কারুর নেই, আমি শপথ করে বলতে পারি। মানুষ কেন, তুমি বিশাল ঘোড়ার সাথেও প্রতিযোগিতা করতে পার। উইথ স্টাড!

মোনিকা বলে, ইয়েস! এই কথাটা ঠিক বলেছে। হি ক্যান বি কম্পেয়ার্ড উইথ স্টাড—দ্য হর্সেজ দ্যাট আর ইউজড্ ফর ব্রিডিং। আমি জানি অনেক দৈত্যাকার পুরুষ আছে, কিন্তু তাদের যন্ত্র রিকির মতো বিশাল নয়। মনে হয়, রিকিকে আমি হয়তো ঘোড়াশালে সার্ভিসের জন্য পাঠাতে পারি—হু নোজ। আস্তাবলে গিয়ে ও অনেক ছটফটে মেয়ে ঘোড়াকে খুশি করতে পারে। কি বলো?

নিষ্ঠুর ঠাট্টা! তবু ডেভি আর ক্যারেনকে হাসতে হয়।

ইতোমধ্যে মিসেস ক্যাপার ম্যাসেজ টেবিলে চিৎ হয়ে শুয়ে পড়েছে। দুই পা পাদানীতে তোলা, তার নিম্নাঙ্গ রিকির যন্ত্রের আগমনের জন্য আকুল প্রতীক্ষায়। রিকি

তার বিশাল অঙ্গ এবার মিসেস ক্যাপারের তলপেটের ওপর লম্বালম্বি করে পেতে রাখে। কয়েক সেকেন্ড। কিন্তু সেটুকু সময় অপেক্ষা করাও মিসেস ক্যাপারের পক্ষে অসহ্য।

অস্ফুট চিৎকার করে মিসেস ক্যাপার—মাই গড, আমার সাথে এমন নিষ্ঠুর খেলা করো না। কোনও কায়দার দরকার নেই আমাকে উত্তেজিত করার। যাস্ট পুট ইওর থিংগ ইন মি। আমাকে দু'টুকরো করে চিরে ফেলো। একদম গভীর তলা থেকে ওপর পর্যন্ত। স্লাইস মাই কান্ট ইনটু টু পিসেস।

টেবিলের দু'পাশ দু'হাতে আঁকড়ে ধরেছে মিসেস ক্যাপার। তার আঙুলে দামী আংটির পাথরগুলো জ্বলজ্বল করছে।

এবার রিকির কথা শোনা যায়।

—অলরাইট, আই অ্যাম পুটিং ইট অ্যাজ ইউ ওয়ান্ট। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কি হবে! কোথায় শুট করব আমি? ইনসাইড ইওর কান্ট? অথবা বাঁচিয়ে রাখব ইফ ইউ ওয়ান্ট ইট ইন ইওর মাউথ! নাকি একদম পশ্চাদদেশে? যেখানে বলবে, আমার কাছে সব সমান। তুমি যা আদেশ দেবে, তাই হবে।

মোনিকা বলে, ব্যাটা, সত্যি কথা বলছে। শূয়ার কা বাচ্চার একটা গুণ আছে। যদি বলো এখুনি চাই, ও এখুনি সাড়া দেবে। যদি বলো পরে, দ্যাট সন অব বিচ ক্যান কন্টিনিউ ফর ফরটি মিনিটস। এটা অবশ্যই একটা বড় গুণ, আমি এমন কিন্তু দেখিনি। হি ক্যান রেসপন্ড অন অর্ডারস।

রিকির প্রথম আঘাতে অর্ধ-প্রবেশ। মিসেস ক্যাপারের গলায় জয়োল্লাস। সেকেন্ড স্ট্রোক। এবার পূর্ণ প্রবেশ।

মোনিকা ক্রুদ্ধ—ইজ ইট ফাকিং, ইউ সি? ব্যাটা শুধু তার প্রবেশপর্ব সম্পন্ন করল। ব্যস্, আর কিছু না। এবার মিসেস ক্যাপার বেচারিকেই খাটতে হবে—টু ডু অল দ্য ফাকিং। রিকির এখন কিছু করার নেই। ওর হাতে একটা কমিকসের বই দিয়ে দিলে ও দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পড়তে থাকবে।

কঠোর শোনালেও মোনিকার কথা মিথ্যে নয়।

ডেভি দেখল—সত্যিই রিকি চুপচাপ দাঁড়িয়ে। শরীরের একটি মাসল নড়ছে না। বরঞ্চ কেমন উদাসীনভাবেই দেখছে, নিচে শোওয়া মহিলা কেমন ছটফট করছে। সে নিজেই দুলছে, নড়ছে ওপরে-নিচে, সামনে-পিছনে নিজের খুশি মতো, দু'হাতে শক্ত করে ধরে টেবিলের সাপোর্ট নিয়ে। মহিলার হাতের পেশি-শিরা-উপশিরা শক্ত হয়ে উঠেছে।

ডেভি বলে—সত্যি, ছেলেটা তেমন নড়ছে বলে মনে হচ্ছে না।

মোনিকা বলে—অ্যাট দ্য টাইম অব ফাকিং, প্রত্যেক মেয়ে অ্যাটেনশন চায়। ডেভি, আমি স্বীকার করছি, ইউ আর আ গ্রেট পুসি-প্লীজার। কিন্তু তার জন্য তোমার যন্ত্রের সাইজটার বেশি ভূমিকা নেই। ছোট বড় মাঝারি নানা পুরুষকে আমি দুই থাইয়ের মধ্যে পেয়েছি। সেক্স-অ্যাক্ট একটা আলাদা আর্ট। শুধু অর্গ্যান কি করবে? তুমি শুধু যন্ত্র হলে হবে না, যন্ত্রচালক হওয়া চাই। ইউ শুড বি আ গুড ড্রাইভার। কি বলছি, বুঝেছ?

ডেভি উত্তর দেয় না। টিভিতে দেখছে—হ্যাঁ, একে বলা যায় ভেরি কোল্ড ফাকিং, মানে রিকির দিক থেকে। কিন্তু ভয়ানক তৃপ্তি পাচ্ছে মিসেস ক্যাপার তাতে কোনও সন্দেহ

নেই। রিকির যন্ত্র থাকলেই হলো, চালক হওয়ার দরকার নেই। অন্তত মিসেস ক্যাপারের ক্ষেত্রে। মিসেস ক্যাপার নিজেই চালক হয়ে আনন্দ পাচ্ছে। রিকির দোষ কি! তার অন্য কোনও কাজের কোনও প্রয়োজন নেই মিসেস ক্যাপারের। রিকির অনুপ্রবেশকে সে নিজের ইচ্ছেমতো আপন অঙ্গ দিয়ে সঞ্চালন করছে এবং ভালবাসছে। মোনিকার সেন্স অব ফাকিং মে বি ডিফারেন্ট, তাবলে মিসেস ক্যাপার কিছু কম উপভোগ করছে না। রিকির ব্রেন, আদব-কায়দা কিছুর দরকার নেই তার। যেটা দরকার সেটা সে পাচ্ছে এবং ইচ্ছেমতো ব্যবহার করছে।

এই সময় ডেভির প্যান্টের ফোলা জায়গায় মোনিকার আঙুল বেশ চঞ্চল হয়ে ওঠে।

ডেভি শোনে মোনিকা বলছে—ডিয়ার ক্যারেন, আই নিড সাম স্টিমুলেশন। তুমি ডেভির শর্টস টেনে নামিয়ে দাও, আর আমাকেও কিছুটা তৈরি করো—প্রিপেয়ার মি।

টিভির দৃশ্য দেখা যাতে ব্যাহত না হয়, সেই জন্য ক্যারেন হামাগুড়ি দিয়ে ডেভির সামনে আসে। খুব সহজেই প্যান্ট টেনে নিচে নামিয়ে দেয়। ডেভিও সাহায্য করে। সম্পূর্ণ খুলে ফেলার পর, ডেভি ভেবেছিল, তার প্রিক অ্যান্ড বলস দেখে লেসবিয়ান ক্যারেনের মুখে বিতৃষ্ণার ছাপ ফুটে উঠবে। না, তেমন কোনও ভাব দেখা গেল না। ক্যারেন নির্বিকার। ডেভির প্যান্ট খোলার পর সে মোনিকার দিকে মন দিল। মোনিকার দামী স্যুটের নিম্ন অংশ সে খুলে নিয়ে ভাঁজ করল। একপাশে রাখল। তারপর মোনিকার প্যান্টি হোস ও প্যান্টি খুলে তাকে কোমর থেকে নিচ পর্যন্ত সম্পূর্ণ উলঙ্গ করল।

মোনিকা খুশি—হুম্! রিকির ডাল ফাকিং। তবু মিসেস ক্যাপার খুশি। কিন্তু আমার জিনিস আমি পেয়েছি। হোয়াট আই ওয়ান্ট। তাই দৃশ্য দেখার সাথে সাথে আরেকটু আরাম বাড়ানো যেতে পারে।

ডেভির পুরুষাঙ্গের ওপর মুখ রাখে মোনিকা।

সোফার ওপর আরাম করে পজিশন নেয় মোনিকা। ডেভির লিঙ্গমুখে তার মুখ। দু' পা দু'দিকে প্রসারণের ইঙ্গিত ক্যারেন বোঝে। মোনিকার পুসিতে মুখ রাখে ক্যারেন। ইলেকট্রিক ট্রান্সমিশন, ক্যারেন মুখ থেকে মোনিকার পুসি; সেখান থেকে মোনিকার সারা শরীরে তরঙ্গ ছড়ায়। মুখ জ্বলজ্বল করে। সেই জ্বলজ্বলে মুখ ডেভির যন্ত্রে আগুন ছড়ায়। বৃত্ত সম্পূর্ণ, দ্য সারকেল ইজ কমপ্লিট।

ডেভির মন এখন দু'ভাগে বিভক্ত। টিভির পর্দা ও সোফায় অবস্থান। যৌনবিচিত্রার সঙ্গমে তিনজনের অংশগ্রহণের ব্যাপারটার অভিজ্ঞতা আছে ডেভির। কিন্তু সে সব ক্ষেত্রে মেয়েটি দু'জন পুরুষকে সার্ভ করে—উইথ কান্ট অ্যান্ড মাউথ। এই প্রথম এক নারী সেবা পাচ্ছে একটি পুরুষ ও একটি নারীর দ্বারা—যুগপৎ, অ্যাট আ টাইম। পুরুষ ডেভিকে চাইছে নারী মোনিকা। আবার সেই সময়েই নারী মোনিকার প্রয়োজন হচ্ছে লেসবিয়ান ক্যারেনকে। এটা ডেভির অভিনব অভিজ্ঞতা। তার নতুন শিক্ষা।

টিভির পর্দায় মিসেস ক্যাপার এখন নিদারুণ ক্ষুধার্ত। রিকির সম্পূর্ণ অংশ এবার তার অভ্যন্তরে, কিন্তু রিকির সামান্য এগিয়ে আসা ছাড়া আর কোনও উৎসাহ চোখে পড়ে না। মিসেস ক্যাপারের শোয়া অবস্থায় নিচ থেকে নিম্নদেশের ওঠা-নামায় যে সময়টুকুর জন্য রিকির যৌনাঙ্গ দেখা যাচ্ছে, টিভির ক্যামেরায় সেটা স্পষ্ট ফুটে উঠছে। মিসেস ক্যাপারের সমস্ত কামরস সর্বাঙ্গে মেখে, তার ভালবাসার শিশিরকণায় সিক্ত হয়ে রিকির

দণ্ড এখন ঝকঝকে তলোয়ারের মতো—অবিরত খাপে প্রোথিত ও নিষ্কাশিত। সূক্ষ্ম মাইক্রোফোনে রসের প্লাবনের শব্দ শোনা যাচ্ছে।

হঠাৎ মিসেস ক্যাপারের চিৎকার—আরও কাছে এসো, আরও ভেতরে।

পাজিশন পরিবর্তন করে মিসেস ক্যাপার। নিচে নেমে আসে। টেবিলের পায়ের খাঁজে পা রেখে রিকি নিজেকে অ্যাডজাস্ট করে। এইবার দেখা যায়, যেন খানিকটা বিরক্তি নিয়ে প্রচণ্ড বেগে অসিচালনা করে রিকি। একটি বিশাল ধাক্কা এবং দ্যাট ওয়ান অ্যাকশন ওয়াজ এনাফ। মিসেস ক্যাপারের মাংস যেন দু' টুকরো হয়ে ছিন্ন হয়ে যায়। তার গলায় আর্তনাদ।

—আঘ্‌ঘ্‌ঘ্‌! আমার ভেতরে যেন ইলেকট্রিক হান্টার ঢুকেছে। আমি মরে যাচ্ছি। তবু তোমায় চাই, আরও জোরে, আরও গভীরে, আমি মরতেই চাইছি এখন।

রিকি যেন এক অটোমেশন, কিংবা রোবোট! সে সাথে সাথে আদেশ পালন করে। অ্যানাদার হিউজ হিট।

—আঘ্‌ঘ্‌ঘ্‌!

আবার আর্তনাদ! কিন্তু মিসেস ক্যাপারও অদ্ভুত মহিলা।

—তুমি দারুণ ভাল রিকি! তবু আমি কেন আসতে পারছি না, আই মিন, ইন ফুল ফোর্স! উইল ইউ ফাক মি ইন দ্য অ্যাস?

রিকি সর্বদা যো হুজুর। মিসেস ক্যাপারের পরিবর্তিত পোজিশনে এবার পশ্চাদদেশে পায়ুকামে যত্নবান রিকি।

—অ্যাজ ইউ প্লীজ। ইউ আর দ্য বস—রিকি বলে।

সামান্য তৈলাক্ত ক্রীমের সাহায্য নেয় রিকি। লিঙ্গমুখে মেখে নেয়। এই গ্রিজ কাজে দেয়। রিকির ক্ষমাহীন আঘাত তার দুই নিতম্বের মধ্যদেশ বিদীর্ণ করে দেয়।

মোনিকা একইরকম বিরক্ত—দেখ, এই মাথামোটা ছেলেটা তবু সামান্য ভদ্রতা দেখাতে জানে না। বিফোর ইউ ফাক ফ্রম বিহাইন্ড, একটা কিছু আদর তো দরকার।

ডেভি বলে, মিসেস ক্যাপারের কোনও দরকার নেই। শী ইজ হ্যাপি।

—নো ব্রেন ইন ফাকিং। দিস আই ডোন্ট লাইক।

—দে নিড নো ব্রেন। সিম্পলি আ বিগ টু অ্যান্ড আ ডিপ হোল। আই বিলিভ, দে আর অলরাইট।

ডেভি ভেবেছিল এই মনুমেন্ট সদৃশ যন্ত্র মিসেস ক্যাপারের পক্ষে পশ্চাদদেশে গ্রহণ অসম্ভব। কিন্তু সেটা সম্ভব হলো। ডেভির কঠোর অনুপ্রবেশের সময় সে একবারও কোনও মিনতি জানাল না। বরং তার পশ্চাদদেশ রিকির যন্ত্রে পূর্ণ অবস্থায় সে নিজের আঙুলের সাহায্যে নিজেকে আদর শুরু করল, যাকে মোনিকা বলে হ্যান্ড জব—হাতের কাজ।

মিসেস ক্যাপার খুশি—হ্যাঁ, আমি এখন মরছি। আমি এইভাবে মৃত্যু চাই। ইউ আর কিলিং মি। মাই বিলাভেড কিলার।

রিকি জিজ্ঞেস করে—উইল আই শুট নাও?

—ইয়েস, শুট মি উইথ ইওর লিকুইড বুলেটস।

রিকির পেটের পেশি এবার শক্ত হয়ে ওঠে। তার দুই অণ্ডকোষ গুটিয়ে ওপরে উঠে আসে। বিড়বিড় করে কিছু একটা শপথবাক্য আউড়ে নেয় ডেভি এবং পরমুহূর্তে বন্যা, বাঁধভাঙা প্লাবন।

মিসেস ক্যাপারের শরীরে বাঁধ ভাঙে। চৌচির হয়ে যায়। বন্যার বেগ সমস্ত অর্গল ছিন্নভিন্ন করে তাকে আনন্দের মৃত্যুর তীরে নিয়ে যায়।

প্রাণ ফিরে পেয়ে মিসেস ক্যাপার বলে, তুমি খুনি, আবার তুমিই প্রাণদাতা রিকি। তবে জেনে রাখ, আমার যদি এখন বয়েস একটু কম থাকতো, তোমার ওই বিশাল দণ্ডকে আমি কেটে শুষে একটা পাতলা ছিবড়ে করে ফেলতাম। ইওর কক উড হ্যাভ বিন যাস্ট আ শ্যাডো।

মোনিকা মন্তব্য করে—ভাল কথা। কিন্তু এখন ট্রাই করলে ওর কার্ডিয়াক অ্যাটাক হবে, আর হাসপাতালে যেতে হবে। ও এত লক্ষবার ফাকিং পেয়েছে যে ওর কান্টে কোনও সেন্সেশন, কোনও ফিলিং নেই। তাই ও পেছন থেকে চায়। তা নইলে ওর ক্লাইমেক্স আসে না। ওয়াচ দিস কেস।

ক্যারেন বলে, আমি ওকে পেলে অন্য কিছু শেখাতাম। মহিলা খুব খারাপ নয়। কিন্তু একটানা পুরুষের খাদ্য হয়ে ওর কান্টে অরুচি এসেছে। শী শুড বি গিভেন ডিফারেন্ট টাইপ অব ফুড।

বলা বাহুল্য, ক্লাইমেক্স দৃশ্য দেখতে গিয়ে মোনিকার সেবা সাময়িকভাবে স্থগিত রেখেছিল ক্যারেন। সে আবার সেদিকে মন দেয়।

রিকি সময় নষ্ট করে না। বীর্যপাতের পর তার কর্তব্য শেষ। সে তাড়াতাড়ি মিসেস ক্যাপারের পশ্চাতে একটা মৃদু চাপড় মেরে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে বাথরুমে চলে যায়।

বাথরুমের দরজা খোলা। তাই দেখা যায় নিজের প্রিয় যন্ত্রকে সাবান দিয়ে কত যত্নে ধুচ্ছে রিকি। এই তার মূলধন। তার জীবনের আসল অর্থ, তার সম্পদ। এ যেদিন থাকবে না, মানে কর্মক্ষম থাকবে না, সেদিন রিকিও শেষ। মিসেস ক্যাপারের মতো মেয়ে তাকে ছেঁড়া ন্যাকড়ার মতো বাইরে ফেলে দেবে।

মোনিকা ওকে যত মাথামোটা ভাবুক, রিকি অন্তত এটুকু বোঝার বুদ্ধি রাখে। তাই মেইক হে হোয়াইল দ্য সান শাইনস। যতক্ষণ রোদ আছে ফসল সংগ্রহ করো।

স্নান সেরে সেই ছোট্ট কস্ট্যুম পরে রিকি। ম্যাসেজ রুম থেকে বেরিয়ে যায়।

টিভির সুইচ অফ করে মোনিকা—ওয়েল, শো শেষ। সকালবেলা আর তেমন ইন্টারেস্টিং কোনও প্রোগ্রাম নেই। তাই আমরা—আমি, ডেভি আর ক্যারেন এবার নিজেদের আরামের দিকে একটু মন দিই।

এই দেহযুদ্ধ ও দেহযজ্ঞ।

ঈশ্বরের দেওয়া দেহ—যা একসময় অথর্ব অকোজো হয়ে ঠাণ্ডা হয়ে যাবে, কবরে গিয়ে মাটি হয়ে যাবে, তা নিয়ে এখন স্বর্গসুখের কতরকম ব্যবস্থা! যেন এর বাইরে কোনও জগৎ নেই। যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, মহামারি, ঝড়, প্রলয়—বাইরে পৃথিবীর মানুষ, বুদ্ধিহীন, দেহ-উদাসীন, অজ্ঞ মানুষ তাই নিয়ে বেকার মাথা ঘামাক। আমাদের এই নিভৃত অন্তঃপুর বেঁচে থাকুক। আমাদের শরীরে রক্ত, স্নায়ু-শিরা-পেশি অটুট থাকুক। আমরা এই আধা-অন্ধকারের স্বর্গে ডুবে থাকি। ওরা বাইরের পৃথিবীর নরকে মরুক।

কিন্তু আমাদের তো একদিন মরতে হবে।

কবরের মাটিতে মাটি হয়ে যাব। ধুলো ছিলে, আবার ধুলোতে ধুলো হয়ে ফিরে যাবে।

সত্যি কথা!

কিন্তু এখন ভাবার দরকার কি। অনেক দেরি আছে।

৬

আবার সেই দৃশ্য।

এই দৃশ্য প্রতিনিয়ত মঞ্চে দেখালেও দর্শকের ক্লান্তি আসে না, বোরিং লাগে না। নিত্য নতুন এই পুরাতন দৃশ্য।

মোনিকা থরথর করে কাঁপছে, কারণ ক্যারেনের জিভ এখন মিষ্টি, অথচ ধারালো।

ডেভি লক্ষ্য করে—মেয়েটি সত্যি নিজের কাজ ভাল জানে। তাছাড়া এহেন কাজ ক্যারেন নিজেও উপভোগ করছে। তবে ডেভিও জানে মোনিকার পুসির আস্বাদ অতি অপূর্ব।

মোনিকা ডেভির যন্ত্র নিয়ে সক্রিয়। এক হাতে শক্ত মুঠোয় দণ্ড ধারণ, আরেক হাতে দুই অণ্ডকোষে মর্দন। আঙুলের মাথা মাঝে মাঝে ডেভির পশ্চাতের গহ্বরে প্রবেশ করছে। অ্যান্ড সাকিং কন্টিনিউজ। ক্লাইমেক্স খুব দূরে নয়।

হঠাৎ মোনিকা সবাইকে ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়। এমন কি ক্যারেনকেও হাতের ঠেলা দিয়ে সরিয়ে দেয়।

—লেট আস্ অল গেট নেকেড।

বোঝা যায় নতুন কোনও পরিকল্পনা মাথায় এসেছে।

ডেস্কের কাছে গিয়ে সেক্রেটারিকে ফোন করে জানিয়ে দেয়, এখানে যেন কোনও টেলিফোন কল না দেয়। কড়া আদেশ, মোনিকাকে কেউ যেন ডিসটার্ব না করে—যত জরুরি ব্যাপারই হোক।

ফোন রেখে পোশাক খুলতে শুরু করে মোনিকা। তার নিম্নাঙ্গ আগেই উলঙ্গ ছিল, যখন ক্যারেন তার প্যান্টি খুলে নেয়। এবার গায়ের জামা খুলতে থাকে মোনিকা। ক্যারেন ও ডেভি লক্ষ্য করে। তাদের লুব্ধ দৃষ্টি, সেটা মোনিকারও চোখ এড়ায় না।

ডেভির নিম্নাঙ্গ নগ্ন ছিল আগে থেকেই।

ক্যারেন তার ইউনিফর্ম ছাড়ে। হটপ্যান্ট অ্যান্ড লাল-নীল স্ট্রাইপ-টপ। আঠারো বছরের কিশোরী ক্যারেনের পাহাড় প্রমাণ বুক।

মোনিকা বলে, আয় ক্যারেন, আমরা ডেভিকে একটা ভাল শো দেখাই।

তারপর ডেভিকে উদ্দেশ্য করে বলে, নাউ, ইউ সি ডেভি, হাউ আই ফাক দিস গার্ল।

ডেভির ধারণা হয়েছিল মোনিকা বোধহয় ক্যারেনের ওপর ডিল্ডো প্রয়োগ করবে। ডিল্ডো এক ধরনের কৃত্রিম লিঙ্গ, শক্ত রবারের তৈরি, যা একটি কোমরে বেল্টের সাথে বেঁধে নিয়ে অপর কোনও মেয়ের সাথে যৌনসঙ্গমের খেলা খেলে। অর্থাৎ ডিল্ডো ধারণ করে তাকে পুরুষ সাজতে হয়। কিন্তু একটু পরেই বুঝল, তার ধারণা ভুল। ডিল্ডো-ফিল্ডো কিছু নয়। ক্যারেন সোফায় দুই পা প্রসারিত করে শায়িত। তার দৃষ্টি মোনিকার দিকে। এখন পর্যন্ত ডেভিকে বিশেষ পাত্তা দেয়নি ক্যারেন, শুধুমাত্র তার প্যান্ট খুলেছিল, তাও মোনিকার নির্দেশে।

বরং বলা যায়, ডেভিই ক্যারেনের প্রতি অনেক আকৃষ্ট। এখন নগ্ন ক্যারেন তাকে প্রায় পাগল করে দিচ্ছে। লাভলি পুসি, বিশাল দুই বুক, সুন্দর মুখশ্রী। কিন্তু পুরুষে ইন্টারেস্ট নেই ক্যারেনের—যদি কিছু পুরুষের সেবা করতে হয় সেটা মোনিকার আদেশে যন্ত্রচালিতভাবে করে।

ডেভি মুগ্ধ। যৌনাঙ্গের ওপর কুঞ্চিত কালো লোম, যোনিওষ্ঠ গোলাপী, উজ্জ্বল, উন্মুক্ত করামাত্র কোনও নরম ফুলের পাপড়ির কথা মনে পড়ে।

মোনিকা ওর কাছে এগিয়ে আসে। প্রশংসা করে—দেখছ তো, ক্যারেন কত লাভলি। কি সুন্দর সাড়া দেয়। আমি হাঁ করার আগেই কি চাইছি বুঝতে পারে।

হাঁটু মোড়ে ক্যারেন। মোনিকা ওর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। দুই বুক দিয়ে ক্যারেনের পুসি ঘর্ষণ করে মোনিকা। ক্রমান্বয়ে স্তনের শক্ত বোঁটা ক্যারেনের যোনিমুখে লাগাতে থাকে মোনিকা। তালে তালে দুই শক্ত স্তনের বোঁটার ঘষায় ক্যারেনের পুসি রক্তবর্ণ। তার ছোট গহ্বরে মোনিকার নিপল প্রবেশ করে। যখন বের হয়, কামরসের কোটিংয়ে চকচক করে স্তনবৃন্ত।

এবার ডেভির প্রতি মোনিকার আদেশ—লিক হার পুসি। সি, হাউ ডেলিসিয়াস!

ডেভি ভাবে এটাও মোনিকার এক মনস্তাত্ত্বিক পরীক্ষা। ডেভি জেলাস কিনা! ক্যারেনের বুকে চুমু দেয় ডেভি, তারপর সেই চুম্বন পুসিতে। মোনিকার কান্ট নিঃসন্দেহে ম্যাচিওর, কিন্তু ক্যারেনের পুসি লাভলি।

ক্যারেনের তাতে বিশেষ কোনও প্রতিক্রিয়া নেই। কিন্তু কামরস উপচে পড়ছে। ডেভিকে সরিয়ে দিয়ে নিজের দুই স্তন সেখানে ঘষতে থাকে মোনিকা। সমস্ত রস দুই বুকে মেখে যেন হোলি খেলে। রঙিন নয়, শ্বেতবর্ণের রসে আপ্লুত মোনিকার দুই বুক ঝকঝক করে।

ডেভি দুই নারীর এহেন ক্রিয়াকাণ্ড দেখেনি, যদিও লেসবিয়ানদের সম্পর্কে তার জ্ঞান আছে। ক্যারেন হলেও, মোনিকা কিন্তু লেসবিয়ান মোটেই নয়। কিন্তু ডেভিই হোক, আর ক্যারেনই হোক, মোনিকা পুরুষ সাজতে ভালবাসে। শী মাস্ট ডমিনেট। মোনিকাও নিজের বুকে পুরুষের ঠোঁটের স্পর্শ চায়, আবার পুরুষের বুকেও নিজের ঠোঁট ছোঁয়ায়। সেক্সের বিদ্যাধারী মোনিকা, কারণ লেসবিয়ান ক্যারেনকে নন-লেসবিয়ান মোনিকা তৃপ্ত করতে পারে।

তাই দেখা যাচ্ছে। কামরসে মাখা নিজের দুই স্তন এবার ক্যারেনের ঠোঁটে চেপে ধরে মোনিকা। ক্যারেন জিভ দিয়ে সমস্ত রস লেহন করে। এইবার নিজের পুসি ক্যারেনের যোনিমুখে চেপে ধরে মোনিকা। ডেভি একটু পাশে সরে গিয়ে দেখে—দুই পুসি পরস্পরকে প্রচণ্ড ঘর্ষণে উত্তাল করে তুলছে।

—নিজের জিনিস আমার বুক থেকে চেটেপুটে খেয়ে নিল মেয়েটা, আমিও ওকে খাওয়ালাম। কিন্তু ডেভি, এমন দুই সুন্দর পুসি এবার যুদ্ধ করছে—এর আগে কখনও দেখেছ? উই ডোন্ট নিড এনি প্রিক অব ম্যান, নাউ! উই আওয়ারসেলভস আর এনাফ।

ডেভি স্বীকার করে—এ এক অকল্পনীয় দৃশ্য।

মোনিকার তলপেটের নিচের শক্ত হাড় এবার আঘাত করে ক্যারেনের ক্লিটরিসে। মোনিকার যোনিপার্শ্বের ঘন লোম ঢেকে ফেলে ক্যারেনের যৌনাঙ্গের মুখ।

ডেভির পক্ষে এই অবস্থায় নীরব দর্শক থাকা মুস্কিল।

মোনিকার পশ্চাদদেশে হাতের দীর্ঘ আঙুল স্থাপন করে সে।

—হুম্, হি ইজ আ ডেভিল। ক্যারেন, তুই দেখ, আই অ্যাম্ ফাকিং ইউ উইথ মাই কান্ট, অ্যান্ড ডেভি দ্য ডেভিল ইজ ফাকিং মাই অ্যাস উইথ হিজ ফিঙ্গার।

ডেভি বোঝেনি মোনিকা তার চোরের মতো আচরণ ক্যারেনকে বলে দেবে। সে এখন এক লেসবিয়ানের আলিঙ্গনে, আবার পুরুষের স্পর্শ থেকেও বঞ্চিত নয়। একই সময়ে।

মোনিকা বলে, নাউ, ইউ কাম ক্যারেন।

—আই অ্যাম ট্রায়িং।

—আই ওয়ান্ট ইউ টু কাম নাও।

এ কি ধরনের আবদার—ডেভি ভাবে। মেয়েটার অরগ্যাজমও কি মোনিকার আদেশে আসবে না কি! বিরক্ত হয় ডেভি—এ এক ধরনের অত্যাচার, ন্যাচারাল ফ্লো ব্যাহত হয়।

মোনিকার তলদেশের গতি বাড়ে। ক্যারেন বলতে থাকে—গো অন, ডোন্ট স্টপ। কিন্তু ঠিক এই সময়েই ক্যারেনকে ছেড়ে দেয় মোনিকা—ক্লাইমেক্সের অর্ধপথে। এ কি নিষ্ঠুর খেলা!

কিন্তু প্রতিবাদ করে না ক্যারেন। ঠোঁট কামড়ে চোখের জল সামলায়।

মোনিকা বলে, সরি, ক্যারেন, তুই আমাকে আগে শেষ করতে চাইছিলি। তা হবে না। তাই এখন ইচ্ছে করলে ইউ ক্যান ফিঙ্গার ফাক ইওরসেলফ। আই অ্যাম নাউ জয়েনিং ডেভি।

চরম স্বার্থপরতা। ডেভি পর্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়। চিরবাধ্য শান্ত মনের ক্যারেন এইসব যন্ত্রণা ক্রীতদাসীর মতো সহ্য করে।

ডেভির বুকের ওপর পেছন ফিরে বসে। ডেভি ও ক্যারেনের প্রতি তার নানাবিধ হুকুম চলতে থাকে। ডু দিস, অ্যান্ড ডু দ্যাট ইত্যাদি। শুধু নিজের আনন্দে এমন স্বার্থপর হয়ে মেতে ওঠা দেখা যায় না। এই মোনিকাই আবার টিভি দৃশ্য দেখার সময় রিকির নিস্পৃহতার নিন্দে করছিল।

কিন্তু ক্যারেনের প্রতি এ হেন অত্যাচার আর একতরফা নির্যাতন—যা মোনিকা দিয়ে চলেছে—সহ্য করতে পারে না ডেভি। কিন্তু প্রতিবাদের ফল হয় তো আরও খারাপ হবে। এখানে তাদের রুটি-কাপড় বাঁধা। অন্ন সংস্থানের জায়গা। মোনিকা অন্নদাত্রী। দেয়ার ব্রেড-গিভার। তাই চুপ করে থাকাই শ্রেয়।

ক্যারেন হুকুম পালন করছে। চোখে জল, মাঝে মাঝে ঠোঁট কামড়ে ধরছে। ডেভির লিঙ্গমুখের চামড়া কলার খোসার মতো ছাড়িয়ে নিচ্ছে মোনিকা। শক্ত হাতে, কিছুটা যন্ত্রণা দিয়ে। কিন্তু উঃ করবে না ডেভি, মোনিকার ইগোকে এইভাবে সন্তুষ্ট করার ক্রীতদাস হতে পারবে না সে। হ্যাঁ, চাকরিটা দরকার, পেটের খাদ্য দরকার, কিন্তু তার জন্য নিজেকে অন্যের যোনির খাদ্য আর কতখানি বানাতে পারে সে! এর কি সীমা নেই?

মোনিকার নির্দেশে ডেভির লিঙ্গকে মোনিকার পুসিতে প্রবেশ করায় ক্যারেন। সে একা, উপভোগ বঞ্চিত। সে এখন শুধু সেবিকা। একটি নারী ও একটি পুরুষের। যে

মোনিকা তার আরগ্যাজম অসমাপ্ত অবস্থায় তাকে ছেড়ে দিল, সে মালকিনের চরমানন্দের জন্য ক্যারেনের হাত এখন ক্রিয়াশীল। কি ট্র্যাজেডি!

নিজের আনন্দের অভিযানে একের পর এক নির্দেশ দিয়ে যাচ্ছে মোনিকা। ক্যারেন পালন করছে। যেন অপারেশন থিয়েটার। ডেভির দেহের যন্ত্রপাতি দিয়ে মোনিকার সার্জারি করছে ক্যারেন। আর আশ্চ', এখানে রোগিণী নিজেই নির্দেশিকা।

ডেভির চরমানন্দের মুহূর্তে সরে যায় মোনিকা। যন্ত্রণায় ঝমঝম করে ডেভির দেহ।

মোনিকা আদেশ দেয়—নাউ, সাক হিম ক্যারেন। ইউ ফাক হিম উইথ ইওর মাউথ।

ক্যারেনের মুখে যন্ত্রণাও নেই, আনন্দও নেই। সে শুধু আজ্ঞা পালন করছে মাত্র। প্রভুর আজ্ঞা। প্রভু তারই মতো এক নারী। ডেভি বুঝতে পারে না, ক্যারেন আদৌ কিছু উপভোগ করছে কি না।

মোনিকা দ্বিধা না করে ব্যাপারটা বুঝিয়ে দেয়।

—পুরুষের কক-সাকিং ক্যারেন মোটেই পছন্দ করে না। কিন্তু এখন ও তাই করছে, আমি বলেছি বলে। আমার সবরকম খুশির জন্য ও প্রাণ দিতে পারে। আগেও আমার ইচ্ছেতে ও এমন কিছু কাজ করেছে। পুরুষ ক্লায়েন্টরা রিপোর্ট দিয়েছে—ও এই কাজ ভালই করতে পারে। তাই তোমাকেও একটু করুক, যদি ওর একটুও ভাল লাগছে না।

এইসব শুনে ডেভির এক্সাইটমেন্ট কমে আসে। আজ পর্যন্ত এমন হয়নি যে ওর লিঙ্গ চোষণে আনন্দ পায়নি কোনও মেয়ে। ডেভির হীনমন্যতা জাগে।

মোনিকা খুশিতে ডগমগ—আঃ, আমরা তিনজনে কতরকম আনন্দ করতে পারি একসাথে—তার কোনও পরিমাপ নেই। তাই না?

আবার মাঝপথে মোনিকা টেনে নেয় ডেভিকে।

এই টানাটানি এখন আনন্দের বদলে এক নির্যাতন। মোনিকার সুন্দর শরীরটাকে আর ভাল লাগে না ডেভির। মধ্যযুগে নানা ধরনের শাস্তির প্রথা ছিল। মোনিকা কি আগের জন্মে মধ্যযুগের কেউ ছিল? সমস্ত মধু এখন তেতো। সমস্ত অমৃত এখন বিষ।

মোনিকার আবার আদেশ—ক্যারেন, তুই এবার কায়দা করে ডেভির দুই অণ্ডকোষ গলিয়ে দে। মেল্ট হিজ বলস অ্যান্ড মেক হিম কাম।

এবং আশ্চর্য তৎপরতার সাথে ডেভির একটি অণ্ডকোষ নিজের ছোট্ট মুখের মধ্যে পুরে নেয় ক্যারেন। জিভ আর ঠোঁটের চাপে, মুখের তাপে সত্যি সত্যি গলিয়ে দিতে চায়। তারপর দ্বিতীয়টাও গ্রহণ করে। মুখ ভরে যায় ক্যারেনের। ইচ্ছে করলে দাঁত দিয়ে দুই অণ্ডকোষ টুকরো করে ডেভিকে খোজা বানিয়ে দিতে পারে ক্যারেন। চিন্তামাত্র ডেভি আঁতকে ওঠে—ওঃ হেল্!

মোনিকা বলে, ভয় নেই, শী উইল নট কাস্ট্রেট ইউ!

অবশেষে ক্লাইমেক্স আসে, ঠিক তার পূর্বমুহূর্তে ক্যারেনের মুখ থেকে ডেভির অণ্ডকোষ মুক্তি পায়। কিন্তু শক্তিহীন ডেভি। যেন তার শক্তি বীর্যের উৎস ও সঞ্চয়স্থল সত্যিই গলে গেছে।

মোনিকার গহ্বরে নিজেকে বিসর্জন দিয়ে এখন মুক্তি পায় ডেভি।

ইস্, মোনিকার বদলে যদি ক্যারেন হতো!

তৃপ্ত হতো ডেভি, সন্দেহ নেই। কেন জানি আশা হয়—লেসবিয়ান ক্যারেনও তৃপ্ত হতো।

কিন্তু সেই সাময়িক সুখের ফল হতো অসীম যন্ত্রণা।

ওদের দু'জনেরই চাকরি যেত।

মোনিকা নিজের নিম্নাঙ্গকে বর্ণনা করে—অ্যান ইনফার্নো অব প্লেজার—আনন্দের নারকীয় আগুন। এই আগুন যেন চিরকাল দাউদাউ করে জ্বলবে, কখনও নিভবে না। কিন্তু সেই কামনার তৃপ্তির সাথে এক হিংস্র তৃপ্তি মিশে থাকে। এমন দাসদাসী দ্বারা পরিবৃত মোনিকার যাদের সেবা পেতে তার মুহূর্তমাত্র দেরি হয় না।

ডেভি যে এতক্ষণ ক্যারেনের প্রতি মোনিকার নিষ্ঠুরতার কথা চিন্তা করছিল, সে এখন আশ্চর্য হয় মোনিকা যখন ব্রা, টি-শার্ট পরে আবার ড্রেস করছে, তখনও ক্যারেন নিচু হয়ে তার নিম্নাঙ্গের সেবা করছে মুখ দিয়ে। ডেভির উদগারিত যাবতীয় কামরস যা মোনিকার উরু বেয়ে গড়িয়ে পড়েছে, তাও জন্তুর মতো লেহন করে পরিষ্কার করছে ক্যারেন। কোন এক মন্ত্রবলে মোনিকা সম্মোহিত করেছে ক্যারেনকে—যে ক্যারেন নাকি মোনিকা ইশারায় প্রাণ দিতে রাজি।

ডেভির ড্রেস করা হয়ে গেছে। মোনিকা তাকে যেতে বলে। অর্থাৎ ক্যারেনের সাথে এখনও কিছুক্ষণ নিভৃতে থাকতে চায় মোনিকা। এখন কাজের কথা হবে। ব্যবসার কথা।

বেরিয়ে যায় ডেভি। কিন্তু অফিস ঘরের একটা চেয়ারে এসে বসতেই ইন্টারকমে কল পায় ডেভি।

—হ্যালো।

ওপারে মোনিকার গলা।

—শোন, আজকে তোমার কোনও কাজ নেই। কাল সকালে ঠিক সাড়ে ন'টার সময় রিপোর্ট করবে। দেরি করো না।

—অল রাইট।

—আর নিশ্চয় তোমাকে বোঝাতে হবে না—কি তোমার কাজ। এখন ভরপেট খাও, বিশ্রাম নাও। হ্যাভ আ সাউন্ড স্লিপ।

৭

শুয়ে শুয়ে নানা স্বপ্ন দেখে ডেভি।

যৌবনের প্রথম পর্বে এ কোথায় এসে পড়ল সে। বইয়ের সাথে সম্পর্ক নেই, একটা গোলাপ ফুলকে ফুটন্ত দেখার জন্য বাগানে বা পথের ধারে কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে দেখার সময় পায়নি সে কোনওদিন। পনের বছর বয়েসে পাশের বাড়ির যে মেয়েটিকে একলা পেয়ে সে প্রথম চুমু খেয়েছিল, আর মিষ্টি হেসে ছুটে পালিয়েছিল মেয়েটা, তাকে আর দ্বিতীয়বার দেখার সুযোগ হলো না। কোথায় হারিয়ে গেল সে। নাকি, সে নিজেই হারিয়ে গেল। পয়সার জন্য, পেট চালাবার জন্য এরপর থেকে বহু নারীকে চুমু খেতে হয়েছে, কিন্তু তারা কেউ মিষ্টি হেসে দৌড়ে পালায়নি। কঠিন হেসে তাকে জড়িয়ে ধরে বলেছে—আই ওয়ান্ট মোর। আরও দাও।

তাই তাদের চুমু দিয়ে ক্লান্ত ডেভি এখন যন্ত্র।

একবার চুমু পেয়ে পালিয়ে যাওয়া মেয়েটা তো আর চাইতে আসেনি। তাই তাকে আজও স্বপ্নে খুঁজে মরে ডেভি।

আচ্ছা, ডেভির কি কাউকে ভালবাসার ইচ্ছে হয় এখন? অধিকার আছে কি? মোনিকার অফিসের বন্দীশালায় মায়না পাওয়া ক্রীতদাস ডেভির অধিকারের প্রশ্ন ওঠে না। ক্রীতদাস নিজের মালিক নয়, সে প্রভুর দাস। তাই ভালবাসতে হলেও প্রভুর অনুমতি লাগবে। এবং বলা বহুল্য সে অনুমতি মিলবে না।

তাই চুমু পেয়ে পালিয়ে যাওয়া মেয়েটাকে যদি বা কোনওদিন খুঁজে পায় ডেভি, তবু তাকে ভালবাসা যাবে না।

বিয়ে?

হায় ভগবান! ডেভি কোনওদিন কারুর স্বামী, কোনও সন্তানের পিতা এ জন্মে হতে পারবে না।

ডেভির মাকে অবশ্য মনে পড়ে। এখন সেই মায়ের বয়েসী মহিলাদেরই তাকে যৌনসুখ দিতে হয়।

মোনিকার এই স্বর্গরাজ্যের সুখের নাম দেহ আর দেহের বিশেষ কয়েকটি ইন্দ্রিয়, তাদের বিশেষ প্রয়োগ। তার সাথে খাদ্য-পানীয়ের সুখ আর বৈজ্ঞানিক যন্ত্রের সহায়তা।

এই ভোগসুখের রাজ্যে মন বা হৃদয় বলে কিছু নেই।

ডেভি এখন এই রাজ্যের এক অন্যতম সেনাপতি।

সে এখানকার স্থায়ী বাসিন্দা। খারাপ ভাষায় জেলের আসামী। তবে জেল-খাটা আসামীর অবশ্য এত খাওয়া-পরার সুখ থাকে না। তাই সেই তুলনাটা ঠিক নয়।

চার সপ্তাহের জন্য টাউনের বাইরে গিয়েছিল মোনিকা। তার নিজের থাকার ঘরের চাবি দিয়ে গিয়েছিল ডেভিকে। কিন্তু ডেভি এখনও নিশ্চিত নয় তার আরাম কতদিন স্থায়ী হবে।

লাঞ্চের পর দুপুরে ঘুম দিয়ে শরীরটা চাঙ্গা করার অল্প পরেই ডারলিন মারফৎ খবর এলো—এখুনি যাও, মোনিকা অফিসে, সে ডাকছে।

ওঃ, তাহলে আজই একটু আগে ফিরেছে মোনিকা।

আদেশ আছে—ইউনিফর্ম পরে যেতে হবে। লকার রুমে গিয়ে ইউনিফর্ম পরে ডেভি। সেই রিকির যেমন ছিল—খুব সংক্ষিপ্ত টাইট সুইমিং কস্ট্যুম। আবার ইন্টারকমে অর্ডার আসে—প্লীজ রিপোর্ট টু ফ্রন্ট ডেস্ক।

ডারলিনের পেশাগত হাসি। সে পরিচয় করিয়ে দেয় এক মহিলার সাথে, নাম মিসেস ডোনার। সুশ্রী, বয়েস পঁয়ত্রিশের কাছাকাছি বলে মনে হয় ডেভির।

—হ্যালো, ডেভি সামান্য হাসে।

একটু অস্বস্তি। কারণ কিভাবে এখানে ব্যাপার-স্যাপার শুরু হয় সেটা মোনিকা শোনায়নি। আসলে ঠিক সময় ধরে কোচিং হয়নি। বিগিনিংয়ের আগেই মিডল্ এসে গিয়েছিল—এবং সেই মিডল্ এন্ডে চলে গিয়েছিল। তাই প্রাইমারি ক্লাসের শিক্ষাটা হয়নি। হাউ টু বিগিন?

ডারলিন বোধহয় সেটা টের পায়। অর্থাৎ ডেভির অস্বস্তিটা। সে ডেভিকে বলে, আমি একটি মেয়েকে দিচ্ছি, সে মিসেস ডোনারকে ড্রেসিংরুমে নিয়ে যাবে। তার মধ্যে

তুমি মিস স্টারের সাথে টেলিফোনে কথা বলে নাও। যাস্ট ডায়াল থ্রি-এইট-সেভেন! কিছু একটা হয়েছে, তোমাকে দরকার।

ডারলিন মেয়ে খোঁজে যাকে দিয়ে মিসেস ডোনারকে ড্রেসিংরুমে পাঠাবে।

ডেভি ডায়াল করে—৩৮৭—

মোনিকার গলা। এইবার ডেভির মোনিকার পদবীটা স্মরণে আসে, মিস মোনিকা স্টার।

মোনিকার গলায় সামান্য বিনীত সুর যা সহজে শোনা যায় না।

—শোন, ডেভি! এই মিসেস ডোনারকে ওই মিসেস ক্যাপার পাঠিয়েছে। মনে পড়ছে—দ্যাট বিচ্ উইথ রাবার কান্ট! যে রিকির বারো ইঞ্চি গ্রহণ করতে পারে। কালকেই তো দেখেছ। সুতরাং এই মহিলা শুধু স্বাস্থ্যচর্চার জন্য আসেনি। আই মিন, নট যাস্ট ফর আ রোয়িং মেশিন, অর টু ইউজ আ বাইসাইকেল। সে আসলে কি চায় বুঝতে পারছ।

—আমি কি করব! ডেভি কেমন বোকার মতো প্রশ্ন করে।

—আঃ, মোনিকা বিরক্ত—ইউ আর নট ব্রেনলেস লাইক রিকি। অবশ্য এটা ঠিক তুমি আসা মাত্র কাজে নেমে পড়তে হচ্ছে, এক মুহূর্ত দম ফেলতে পারনি। সরি, কিন্তু এই মুহূর্তে আর ভাল কেউ সেবক নেই, তাই এটাই তোমার প্রথম অফিসিয়াল অ্যাসাইনমেন্ট।

ডেভি বলে, কিন্তু একটু বলে দাও, কিভাবে প্রসিড করব আমি। তুমি তো সে সব কিছু বলোনি।

—আই সি, মোনিক হাসে, তোমাকে প্রথমেই প্র্যাকটিকাল টেস্টে নিয়ে গিয়েছিলাম, তাই বুক-লেসন দেওয়া হয়নি। শোন, এক্সারসাইজ রুম থেকে ওকে সনা বাথের দিকে নিয়ে যাও। সুইমিং পুলেও যেতে পার। ওকে রাব-ডাউন আর ম্যাসেজ অফার করো। দ্যাট মাইট হেল্প। দেখ সে একজাকটলি কতটা কি চাইছে এবং সেইভাবে এগোবে। বুঝেছো?

—ইয়েস!

—ভগবানের দোহাই, কোনও জোর খাটিও না।

—মানে?

—মানে, নিজে থেকে সেধে কিছু করতে যেও না। ও যদি নিজে থেকে কিছু বলে, তবেই—

—বুঝেছি।

—যাও, মিসেস ডোনার তোমার জন্য এক্সারসাইজ রুমে অপেক্ষা করছে।

ডেভি যায়। কিন্তু ঘর ফাঁকা। বরং ডেভিকেই অপেক্ষা করতে হয়। একটু পরেই মিসেস ডোনার আসে। ডেভি দেখে, বেশ সুন্দর মহিলা। ব্যায়ামের জন্য সে বেছে নিয়েছে অতি সংক্ষিপ্ত—আলট্রা-ব্রিফ বিকিনি—যার সাথে পূর্ণ নগ্নতার সামান্যই তফাৎ। বিকিনির টপ তার স্তনবৃন্তটুকু ঢেকেছে, তা এত পাতলা যে বুকের পরিষ্কার ছবি প্রকাশ্য। সত্যি সুন্দর ফিগার মহিলার এই বয়েসে। কোমরে, পেটে মেদ জমেনি। তার মানে দেহচর্চা নিশ্চয় করে। তিন কোণ সংক্ষিপ্ত বটম দিয়ে শুধু লাভ-মাউন্ড ঢাকা। তিনপাশ

দিয়ে লোমরাশির সীমারেখা দেখা যাচ্ছে। ডেভির চোখের সপ্রশংস দৃষ্টিতে মিসেস ডোনারের গালে সামান্য লাল আভা জাগে। সুইট এক্সপ্রেশন। ডেভি বুঝিয়ে দেয় সে মুগ্ধ। মোনিকার দেওয়া দীক্ষার সবকছু তার মনে নেই। এখন যে মূর্তি তার সামনে—মিসেস ডোনার—তাকে তের থেকে সত্তর বছর বয়েসের যে কোনও পুরুষ ভালবাসতে বাধ্য।

ডেভি বলে, আপনার চেহারা এমনিতেই সুন্দর। এক্সারসাইজ করলে সেটা অবশ্যই ধরে রাখা যাবে। কিন্তু আমি চেষ্টা করব আপনার শরীরকে আরও বেশি সুন্দর করতে।

মিসেস ডোনার হাসে—থ্যাংক ইউ! অনেকদিন বাদে এমন সুন্দর মিষ্টি কথা কারুর মুখে শুনলাম।

—আমি আপনাকে সবকিছু ঘুরিয়ে দেখাচ্ছি—যা আপনার পছন্দ খোলাখুলি বলবেন। আপনি খুশি হলে আমি খুশি।

মিসেস ডোনার হাসে—তোমার কথাতেই আমি খুশি, কাজে নিশ্চই আরও খুশি হব।

—কথাও তো একটা কাজ।

—বাঃ, ওয়েল সেইড।

সেই মুহূর্তে ডেভির মনে পড়ে মোনিকার সতর্কবাণী। ক্লায়েন্টের সামনে অতিরিক্ত আগ্রহ যেন প্রকাশ না হয়।

কিন্তু ডেভি এটাও লক্ষ্য করেছে—মিসেস ডোনার এরমধ্যে খুব ভালভাবে ডেভির সুইমিং কস্ট্যুমের সামনের অংশের স্ফীতি পরিমাপ করেছে। ডেভি স্টিক হতে শুরু করে। সেই তারতম্যটুকু আরেকবার ভাল করে দেখে মিসেস ডোনার। তার মুখে মিষ্টি হাসি আরও মিষ্টি হয়ে ওঠে।

মোনিকার সেলুনের পুরুষদের ইউনিফর্মের বিশেষত্ব এই যে, টাইট হলেও এই পোশাকের এমন ইলাস্টিসিটি যে ইরেকশন বা উত্থানকে ব্যাহত করে না। কস্ট্যুমের মধ্যে থেকে পুরুষাঙ্গ তার বিস্তারের জায়গা করে নেয় এবং সেটা খালি চোখে স্পষ্ট বোঝা যায়। তাই ডেভির ধরা-পড়া কোনও আশ্চর্যের বিষয় নয়।

মিসেস ডোনার বলে, আমাকে এখানকার সব খবর মিসেস ক্যাপার দিয়েছে। সে আমার বন্ধু। শুনেছি এখানকার ম্যাসেজ সিস্টেমটা দারুণ। সে বলেছে—আর যাই করো বা না করো, ম্যাসেজ ইজ আ মাস্ট।

ডেভি বলে, ম্যাসেজ রুমগুলো ওই দিকে। আপনি যদি আমায় ফলো করেন, আমরা খুঁজে নেব কোনটা খালি আছে।

সেই মুহূর্তে মিসেস ডোনারের মাথার পেছনে ডারলিনকে দেখা গেল। সে তিনটে আঙুল তুলে ইশারা করেছে—অর্থাৎ মিসেস ডোনারকে নিয়ে ডেভি যেন তিন নম্বর ম্যাসেজ রুমে যায়।

তিন নম্বর ম্যাসেজ রুমে আসে ওরা। পেছনে স্প্রিংয়ের দরজা আপনা থেকে বন্ধ হয়ে যায়।

—বাঃ, সুন্দর ঘর—মিসেস ডোনার খুশি। ডেভিকে বলে, আমরা কি এখনই ম্যাসেজের জন্য তৈরি হব?

—আপনি যেমন চাইবেন। আমরা আপনার সেবায় নিযুক্ত। ইউ আর দ্য বস।

—তোমার কথা যত শুনছি ততই ভাল লাগছে। আচ্ছা, এখন যদি আমি পোশাক খুলি তোমার কি মনে হবে যে, প্রথম দেখা একজন পুরুষের সামনে আমার কাজটা অশোভন?

ডেভি বলে, মোটেই না, ব্যাপারটা ওভাবে নেবেন না। প্রথম দেখা হলেও আমরা কয়েক মিনিটের মধ্যেই বন্ধু হয়ে গেছি। বন্ধুর সামনে লজ্জা কিসের—বিশেষ করে যে বন্ধু আপনার খুশির জন্য সবকিছু করতে প্রস্তুত!

এখন মিসেস ডোনারের উদ্দেশ্য নিয়ে আর কোনও সন্দেহ নেই। মোনিকা ঠিকই ধরেছিল। এক্সারসাইজ-টাইজ বাজে কথা। ছুতো। শী ওয়ান্টস গুড ফাকিং—বিশেষ করে মিসেস ক্যাপারের রেকমেন্ডেশনে তার যখন এই সিলভিয়ান মিউজে আগমন। এখানে সে দেবীর মতো পুজো নিতে আসেনি, নিতান্ত আমোদপ্রিয় মানুষের মতো পয়সা দিয়ে আনন্দ কিনতে এসেছে।

তবু সুশ্রী, সুন্দর শরীর। তাই ভাল লাগে ডেভির। কাজের বৌনি হিসেবে তার প্রথম খদ্দের সে মনের মতোই পেয়েছে। যদিও সে জানে—বারবার ভাগ্যে এমন জুটবে না। তবু মোনিকা তো বলেছে, সে ক্লায়েন্টদেরও বাছাই করে। মিসেস ডোনারের মতো কিছু ক্লায়েন্ট থাকলে ডেভির কোনও দুঃখ নেই। কাজটাকে বোঝা মনে হবে না।

চেহারা সুশ্রী, মিষ্টি ব্যবহার। তাই সন্দেহ হয়—মহিলা পুলিশের লোক নয় তো। ভাইস স্কোয়াড থেকে বার দুয়েক রেইড হবার পর মোনিকা পুলিশকে মাসিক মোটা টাকা বরাদ্দ করেছে। তাই সেই ভয় এখন নেই বলা চলে।

আয়নার সামনে ওরা। ডেভি জানে এই আয়নার প্রতিফলনকে কোনার টিভি ক্যামেরার চোখ ধরে রেখেছে। মোনিকা ব্যাপারটা নিয়ে ভিডিও তুলবে। কেস-কাবাডি হলে কাজে লাগবে—অ্যাজ এভিডেন্স।

বিকিনি টপের পেছন দিকের হুক আটকে গেছে। ডেভির দিকে পেছন ফিরে দাঁড়ায় মিসেস ডোনার।

—প্লীজ হেল্প! দিস সিলি থিংগ!

ডেভি লক্ষ্য করে হেল্পের কোনও দরকার ছিল না। হুক নয়, কাপড়ের একটা নট্, যেটা এক আঙুলে টেনে খোলা যায়।

অর্থাৎ খেলা শুরু করেছে মিসেস ডোনার। তাই ডেভিকেও খেলতে হয়। ওই সামান্য গিঁট খুলতে তাকে যেন কত কসরৎ করতে হচ্ছে। সময় নেয় ডেভি। তারপর কর্ম সম্পাদন হয়। গিঁট খোলে, আর মিসেস ডোনার একটানে বিকিনি টপ গা থেকে ছুঁড়ে ফেলে দেয়। ডেভির নখ স্পর্শ করে তার মসৃণ পিঠ। মৃদু কম্পন সেই স্পর্শস্থলে।

মিসেস ডোনার বলে, মেয়েদের পোশাক খুলতে তুমি খুব অভ্যস্ত?

—খুব নয়। সামান্য। তবে আপনার কথা আলাদা। আই লাভ টু ডু সো।

—কিন্তু আমার এই বয়স্ক চেহারা দেখাতে লজ্জা করে। বিশেষ করে তোমার মতো অল্পবয়সী ছেলের সামনে। তোমার টগবগে যৌবন—আর আমার যৌবন শেষ। আমার চেয়ে কত বেশি সুন্দর মেয়ের শরীর তুমি দেখেছ, পাচ্ছ, উপভোগ করছ। তাই আমার খারাপ লাগছে। ইউ মে নট লাইক মি।

—দূর, বাজে কথা। ডেভি বলে, অল্ ননসেন্স। আপনার মতো শরীর আমি খুব কম দেখেছি। আপনার বয়েসী কেন, আপনার চেয়ে অনেক কম বয়েসী মেয়েরও এত সুন্দর ফিগার দেখি না আজকাল। সব কুড়িতেই বুড়ি। নানা জায়গায় অত্যাচারে নিজেদের অকালে নষ্ট করে ফেলে সবাই। আপনি বুদ্ধিমতী, তাই শরীরের যত্ন নেন। হেলথ্ ইজ ওয়েলথ্—এটা কথার কথা নয়। আপনি তার প্রমাণ। আমি খুশি।

মিসেস ডোনারের সেই মিষ্টি হাসি।

—ইয়ং ম্যান, তুমি খুব ফ্ল্যাটার করতে পার।

—নো ফ্ল্যাটারি ম্যাডাম, সত্যি কথা। ধরুন, ফর একজাম্পল, আপনার দুই বুক। বয়সের সামান্য ছাপ পড়েনি। যে কোনও যুবতী আপনার ব্রেস্টকে হিংসে করবে। এমন দেখা যায় না।

এটা মিথ্যে নয়। বেশ বড় মাপের দুই স্তন তার দুই পাঁজরের পাশ থেকে উদ্ধত হয়ে আছে। একটুও নিম্নগামী নয়। এত ভারী হওয়া সত্ত্বেও। মেরুন রঙের দুই বোঁটা ছোট গজালের মতো ফুটে উঠছে। বোঁটার দু' পাশে বাদামী ত্বকে উজ্জ্বল আভা। বোঁটা দুটো ত্রিকোণ শেপের—সূচিমুখী। ধারাল শীর্ষ, যেন হাত লাগলে গিঁথে ফেলবে।

মিষ্টি হেসে এবার বিকিনি বটমে হাত দেয় মিসেস ডোনার।

তারপর বলে, আচ্ছা, আমাকে ম্যাসেজের জন্য কি নিচের পোশাকটাও খুলতে হবে? আর ইউ সিওর? পুরোপুরি নেকেড হওয়ার দরকার আছে? ধরো, কেউ যদি এই অবস্থায় আমাদের দেখে—

অর্থাৎ খেলা করছে মিসেস ডোনার।

ডেভি খেলতে থাকে—এটা সম্পূর্ণ আপনার ইচ্ছের ওপর নির্ভর করছে। তবে এখানে কেউ আসবে না। আর ম্যাসেজের পক্ষে সব পোশাক ছাড়াই ভাল। শরীরের পুরো অংশেই ম্যাসেজ দরকার। নিচে পোশাক থাকলে অসুবিধে হতে পারে। তবে আপনি চাইলে, বটম থাকুক! আই উইল টেক কেয়ার—ইভেন উইথ ইওর বটম কাভারড।

ডেভি অবশ্য জানে ওই স্বল্পতম ক্রিকোণ বস্ত্রখণ্ড কোনও কভারই নয়।

মিসেস ডোনার হাসে—তাহলে খুলেই ফেলি। এত সুন্দর জায়গায় এসে, তোমার মতো ইয়ং ম্যানকে কাছে পেয়ে ফুলবডি ম্যাসেজ হবে না—সেটা ঠিক নয়। কি বলো?

—ঠিকই তো। আমাদের প্রোগ্রামের পুরো উপকারটা যদি আপনি না পান, সেটা ভুল হবে।

ফুল বেনিফিট কথাটার ওপর জোর দেয় ডেভি। মিসেস ডোনার ডেভির কথার জোর দেওয়াটা ধরতে পারে।

বিকিনির বটম খুলে ফেলে ডোনার, একইরকমভাবে ছুঁড়ে ফেলে দেয়। সম্পূর্ণ উলঙ্গ, মুখে মিষ্টি লাজুক হাসি। সারা দেহে কোনও সংকোচ নেই, শুধু মুখের ভাবে সংকোচের অভিনয়। এই সুন্দর দেহে যেটা অভিনব, সেটা হচ্ছে, নাভির নিচ থেকে ঘন পুরু কালো লোমের গুচ্ছ সারা তলপেট ছেয়ে গেছে। আরও নেমে এসে পুসির দরজায় অরণ্যের সৃষ্টি করেছে। মনে হবে যেন একটা ছোট কালো পশমের জাঙ্গিয়া পরে আছে মিসেস ডোনার। যোনিমুখের রং তবু দেখা যাচ্ছে—রক্তবর্ণ লাল। ডেভি মুগ্ধ হয়ে দেখতে

থাকে, কুণ্ঠাহীন। মিসেস ডোনার পরম আনন্দে এই ইয়ং ম্যানের মুগ্ধতা উপভোগ করেন, মুখে কুণ্ঠা।

—এত সুন্দর চেহারা, সাচ আ বিউটিফুল পুসি—আপনি আড়াল করতে চাইছিলেন! তাহলে আমি নিজেকে দুর্ভাগা মনে করতাম।

—এবার তোমার ম্যাসেজ শুরু করো।

ডেভি এগিয়ে আসে।

মিসেস ডোনার বলে, আর একটা কথা। এখন আর মিসেস ডোনার নয়। তুমি আমার বন্ধু। আমার নাম ধরে ডাকবে—ক্যাথি। আমি ক্যাথি ডোনার। তোমর নাম?

—ডেভি!

—ফাইন। ক্যাথি অ্যান্ড ডেভি। ও. কে?

ম্যাসেজ টেবিলে উঠে পড়ে ক্যাথি।

—কিভাবে শোব আমি? চিৎ না উপুড়?

—দু'ভাবেই শুতে হবে। যেমন সুবিধে প্রথমে সেইভাবে শুয়ে পড়। যেটা ইচ্ছে করে।

টেবিলের ওপর প্রথমে উপুড় হয়ে শোয় ক্যাথি। দুই পা ঈষৎ প্রসারিত। কাঁচের জার থেকে সুরভিত তেল হাতে মাখে ডেভি। ম্যাসেজ করা ও গ্রহণ করা—দুটোরই অভ্যেস আছে তার। এ পর্যন্ত জীবনটা শুধু পুরুষ ও নারীর দেহের খোঁজখবর আর আরামের আরাধনায় কাটল। মনের হাহাকারটা চাপা পড়ে আছে।

তবে এখন যত্নশীল হতে হবে ডেভিকে। ক্যাথি ডোনার বিশেষ রকমের অপূর্ব আরামের আশা করছে। ডেভির সকল দক্ষতা প্রয়োগ করতে হবে।

প্রথমে কাঁধে আর ঘাড়ে তেল ঢালা হলো কয়েক ফোঁটা। সেটা মালিম করতে করতে ডেভির হাত ক্যাথির মেরুদণ্ড বেয়ে নেমে এলো কোমরের কাছে। আবার মেরুদণ্ড বেয়ে উঠে গেল ঘাড়ের কাছে। এই ওঠা-নামার সাথে সুর মিলিয়ে যেন অস্ফুট গান গাইছে ক্যাথি। স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে না—কিন্তু আরামের মিষ্টি সুর। কোনও ভাষা নেই। কিন্তু সুরই কথা বলছে যেন: ও ডেভি! আমার প্রিয় বন্ধু! তোমার আদরের জবাব নেই। আমার শরীরটা একটা যন্ত্র, তুমি সে যন্ত্রের বাদক। বাদক না থাকলে যন্ত্র বোবা, মৃত। সে সুর ঝংকার তুলতে পারে না।

না, এই গান ডেভি শুনতে পাচ্ছে না ঠিকই, কিন্তু সত্যিই গাইছে ক্যাথি। ডেভির হাতের তালু বুঝছে ক্যাথির শরীর বাদ্যযন্ত্রের মতো ঝংকৃত হচ্ছে।

ক্যাথি বলে, ও ডেভি! তোমার হাতে যাদু আছে, যার জন্য আমার মতো লাজুক মেয়ের লজ্জা কেটে যাচ্ছে, আমি যেন ধীরে ধীরে বেহায়া হয়ে পড়ছি। এইবার মুখ ফুটে সেইসব হয়তো চেয়ে বসবো।

—বলো, কি চাও?

—আমি নেকেড, তুমি ড্রেস পরে আছ। ভাল লাগছে না। তুমিও সব খুলে ফেল, আমার মতো। আমার ভাল লাগবে। দুই বন্ধুর সহজ হওয়া উচিৎ।

এই প্রথম স্পষ্ট সুরে উত্তেজক কিছু বলল ক্যাথি। কিন্তু এই উত্তেজক কথার মধ্যেও একটা কবিতা আছে।

সুইমিং কস্ট্যুম খুলে ফেলে ডেভি। ক্যাথি পরিষ্কার চোখে চেয়ে দেখে, তার আশা পূর্ণ হয়। ডেভির লিঙ্গ এখন পূর্ণ উত্থিত নয়। আধা-দৃঢ় যন্ত্রের দৈর্ঘ এখন ছ'-ইঞ্চি মতন হবে। দুই অণ্ডকোষ ঝুলে আছে মাঝপথে, অর্থাৎ কিছুটা গুটিয়ে ওপরে ওঠা—উইদাউট ফিলিং দ্য ব্যাগ ইন ফুল। কিন্তু লিঙ্গের বেধটা স্পষ্ট, বেশ পুরু।

—হেভেনস, আমি তোমাকে এতটা ভাবিনি, মানে এত বড় ভাবিনি। আমার দারুণ লাগছে।

জিভ দিয়ে নিজের ঠোঁট চাটে ক্যাথি—মেয়েরা নিশ্চই তোমার জন্য পাগল হয়ে যায়!

হঠাৎ ডেভির গলায় অন্য সুর ফুটে ওঠে। একটু গম্ভীর।

—শোন ক্যাথি, তুমি যদি আমার বন্ধু হও, তাহলে আমায় বিশ্বাস করতে পার। আমি কোনও ক্যাসানোভা নই। চাকরির তাগিদে আমাকে নারীসেবা করতে হয় ঠিকই, তা বলে আমি হারামের বাদশা নই।...সত্যি, এখন পর্যন্ত একটি নারীও আমি পাইনি যাকে বলতে পারি আমি সত্যিকারের উপভোগ করেছি।

ক্যাথির চোখে মায়াময় সহানুভূতি।

ডেভি অবশ্য আদর থামাতে পারে না। তার দু'হাতের মুঠোয় ক্যাথির দুই সুগোল নিতম্ব। কিন্তু তা সত্ত্বেও কথাবার্তার এই নতুন ধারাটা ধরে রাখতে চায় ডেভি। জীবনে এই প্রথম কোনও নারীকে সে এমন কথা বলার সুযোগ পাচ্ছে।

ডেভি বলে যায়—আজকাল বেশির ভাগ মেয়ে কেমন যেন মারমুখী, আক্রমণাত্মক। তারা নিজেদের ষোল আনাটা পেতে চায়, তার বিনিময়ে কোম্পানিকে পয়সা দিলেই হলো। আমাদের রেট তো বাঁধা। তাই আমাদের প্রতি তাদের আর কিছু করার আছে বলে তারা মনে করে না। এমন কথা বলার প্রয়োজন বোধ করে না।

ক্যাথি উত্তর দেয়—হ্যাঁ, এরা বেশ ভয়ংকর হয়ে উঠেছে। কেন যে এরা এমন হৃদয়হীন হয়ে যাচ্ছে...মেয়েদের মন বলে যদি কিছু না থাকে—

মন? হায়, হাসি পায় ডেভির। সিলভিয়ান মিউজের অভিধানে মন বা হৃদয় বলে কোনও শব্দ নেই। যদি বা থাকে—সেই মনের অর্থ আলাদা। এই মনে আনন্দ আর দুঃখ শুধুমাত্র দেহনির্ভর। দেহের বাইরে কোনও বিষয় নেই।

ক্যাথি বলে, ডেভি আমিও একজন মনের মতো পুরুষ খুঁজেছি সারা জীবন। পাইনি। এমন কি ভাল লাগার মতো একটি পুরুষ বন্ধু পর্যন্ত পাইনি। আমি চাই না পুরুষের ওপর নারীর আধিপত্য, বরং ভাল লাগে আমার এমন লোককে যে আমাকে চালাবে, নির্দেশ দেবে। আমাকে বোঝাবে, শেখাবে। তবেই আমি বুঝব আমি একজন নারী। আমার শরীরকে ভালবাসার লোকের অভাব নেই, কিন্তু আমাকে—আমার মধ্যের মানুষটাকে কেউ চেনে না, চিনতে চায় না।

নাটকের মতো শোনায় ক্যাথির কথা। যেন মঞ্চে অভিনয় করছে। কিন্তু তবু তারই মধ্যে যেন আন্তরিকতার ছোঁয়া আছে। সবটাই মেকি বা অভিনয় নয়।

এরই মধ্যে হঠাৎ যেন একটু আতঙ্কিত হয়ে কেঁপে ওঠে ক্যাথি। ডেভিও প্রথমে বুঝতে পারে না, তারপরেই টের পায় আবেগের বেগে ক্যাথির বেশ কাছে এগিয়ে আসার দরুন তার লিঙ্গমুখ স্পর্শ করেছে ক্যাথির পশ্চাদদেশ। উত্থিত লিঙ্গের স্পষ্ট স্পর্শ।

ক্যাথির দুই উরু যেন স্ফটিক স্তম্ভ। লোমশ স্ত্রী-অঙ্গের অকুণ্ঠ আমন্ত্রণ। ডেভির হাত সেদিকে অগ্রসর হয়।

—তুমি কোথায় আসছ ডেভি?

—আমার প্রিয় জায়গায়। তবে তুমি বললেই আমি থেমে যাব।

—না, থামবে না। আমি শুধু জিজ্ঞেস করলাম।

ডেভির দক্ষতা এখন আঙুল আর হাতের খেলায়। অভাবনীয় পুলকিত ক্যাথি ডোনার। মনে হয় তার সব কুণ্ঠা, দ্বিধা যদি তার অকৃত্রিম হয়েও থাকে, কেটে যাচ্ছে এখন।

—বলো ডেভি, তোমার জন্য আমি কি করতে পারি?

—পরে। এখন তুমি চিৎ হয়ে শোও। তোমার সুন্দর শরীরের আরও কিছু জায়গায় আমায় মন দিতে হবে।

নিজের কথায় নিজেই চমকে ওঠে ডেভি। শরীরের অংশে মন দেওয়া। মনের বদলে মন নয়। মন দেওয়া-নেওয়ার ব্যাপার নয়। ডেভি অবশ্য জানে, শরীর ছাড়া মনের অস্তিত্ব নেই। প্লেটনিক লাভ অর্থহীন। কিন্তু মন বাদে শরীরও অর্থহীন—এটা কেউ মানে না। অন্তত এইখানে, ডেভির কর্মজগতে।

চিৎ হয়ে শোয় ক্যাথি—তুমিই জানো, কি আমার ভাল লাগতে পারে। আমার চেয়ে আমার শরীরটাকে—তার চাওয়া-পাওয়া—তুমিই বুঝবে, আমি তোমাকে দিয়েই নিজেকে চিনব।

গলা থেকে মালিশ শুরু করে ডেভি। সুন্দর গলা ও কলার বোনের নরম মাংসের ওপর থেকে হাত এবার বৃহৎ সুন্দর দুই স্তনের ওপর নেমে আসে। আশ্চর্য, শোয়া অবস্থাতেও ক্যাথির দুই বুক সুউচ্চ, দুই স্তনবৃন্তের তীক্ষ্ণ অগ্র যেন আকাশকে বিদ্ধ করতে চাইছে। শুয়ে থাকা পোজিশনে এমন মনুমেন্টাল ব্রেস্ট বিশেষ দেখেনি ডেভি। গোলাপি নিপল টকটকে লাল হয়ে উঠছে। ফুলের মতো, যেন মৌমাছির দংশন চাইছে—হুল ফুটিয়ে মধু খাক। বুকের ওপর পাক খাচ্ছে ডেভির হাত। অপূর্ব!

বুকের ওপর নিরন্তর আদর। স্তনবৃন্ত এবার কালচে হয়ে পাকা-অলিভের রং ধারণ করছে। নিঃশ্বাস দ্রুত। ডেভির নিঃশ্বাসের গতির সাথে এখন তার উত্থিত লিঙ্গ শূন্যে ওঠা-নামা শুরু করেছে এবং কখন যেন—বলা যায় অজান্তেই এবং স্বতঃস্ফূর্তভাবে ডেভির লিঙ্গ অল্পক্ষণের জন্য ক্যাথির মুঠোয় আবদ্ধ হয়। পরক্ষণেই হাত সরিয়ে নেয় ক্যাথি।

—অসুবিধে হলো? ডেভির জিজ্ঞাসা।

—না, তা নয়।

—তবে?

—মনে হলো, তোমার অসুবিধে হতে পারে। একেই অনেক পরিশ্রম করছ।

ডেভি হাসে—আমার অসুবিধে নেই।

ঠোঁট কামড়ে কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে ক্যাথি। তারপর সহসা হাত বাড়িয়ে স্পষ্টত মুঠো করে ধরে ডেভির যন্ত্র। নরম মুঠো, ধীরে ধীরে দৃঢ় হতে থাকে। এক মিনিটের মধ্যে ক্যাথির নরম হাতের কঠোর মুঠোয় বন্দী হয়ে যায় ডেভির পূর্ণ দৈর্ঘ্য লিঙ্গ।

ক্যাথি বলে, ভাল লাগছে আমার। এমনভাবে কোনওদিন কিছু পাইনি আমি এর আগে। সুন্দর, শক্ত, উষ্ণ! স্বপ্নে হয় তো দেখেছি, বাস্তবে নয়। কত অদ্ভুত চিন্তা আসে।

—বলো ক্যাথি, কি অদ্ভুত চিন্তা তোমার?

—সে চিন্তা কিভাবে প্রকাশ করব বুঝছি না।

—বলো।

—বলতেও যে পারছি না!

—নিশ্চয় পারবে। চেষ্টা করো, এত সুন্দর কথা বলো তুমি, কবিতার মতো, আর নিজের মনের ইচ্ছে বলতে পারবে না? তা কখনও হয়?

তবু চুপ ক্যাথি।

—আচ্ছা, আমি তোমায় সাহায্য করছি। সোজাসুজি বলছি, কোনও মারপ্যাঁচ না করে। ডু ইউ থিংক অ্যাবাউট ফাকিং! দুই উরুর মাঝখানে আমার প্রিয় অঙ্গকে তুমি প্রিয়তম করে পেতে চাও? আমার গোপন অঙ্গ যদি—

অবশ্য অঙ্গ মোটেই গোপন নয়।

ক্যাথি নিজেকে মেলে ধরে।

মোনিকার নির্দেশ ছিল—ক্লায়েন্ট না চাইলে নিজে থেকে কোনও ব্যাপারে এগোবে না। কিন্তু মোনিকার নির্দেশ বা সিলভিয়ান মিউজের অনেক নিয়ম-কানুন ভুলে গেছে ডেভি। সন্দেহ নেই, এটা তার এখানে প্রথম পেশাগত কাজ। কিন্তু প্রথমেই এই বিস্মরণ। নারীদেহ ও নারীচরিত্র সম্পর্কে এত অভিজ্ঞ ডেভিকে কি ক্যাথি ডোনারই সব ভুলিয়ে দিচ্ছে? এটাই তার বিশেষত্ব?

তাই আগ বাড়িয়ে প্রস্তাব দেয় ডেভি—যেটা নিয়মবিরুদ্ধ।

—তুমি কি সাকিং চাও ক্যাথি! এই অভিজ্ঞতা কি আছে! যদি থাকেও আমার কাছে নতুন স্বাদ পাবে। আর যদি প্রথম তোমার জীবনে এটা ঘটে, তাহলে বারবার পেতে ইচ্ছে করবে।

—ডেভি! আমার সাকিং সম্পর্কে কোনও অভিজ্ঞতা নেই। আমি লোকের মুখে মুখে যেটুকু শুনেছি।

—খুব সহজ অথচ দারুণ আনন্দের ব্যাপার। আমার যন্ত্রকে সম্পূর্ণটা মুখের মধ্যে গ্রহণ করো—গলার মাঝপথ পর্যন্ত। আমার সমস্ত কামরস পান করে তৃপ্তি পাবে তুমি। পুরুষের বীর্যের স্বাদ জিভে কেমন লাগে—

—দু'-একবার এমন সুযোগ আমার জীবনে এসেছে ডেভি। কিন্তু আমার নার্ভাস লেগেছে। ব্যাপারটা শুনতে, ভাবতে ভাল নয়। বরং খারাপই লাগে, কেমন দুশ্চরিত্র-টাইপ লাগে! নিজেদের—মনে হয় কোনও অন্যায় করছি। তাই সরে এসেছি। কিন্তু স্বপ্নে দেখেছি—

—বেশ! আজ তোমার সেই স্বপ্ন বাস্তব হবে।

বলতে বলতে হঠাৎ ক্যাথির স্তনের বোঁটার ওপর লিঙ্গমুখ ঘর্ষণ করে ডেভি। শিউরে ওঠে ক্যাথি—চমক ও পুলক। ভারী-কঠিন লিঙ্গমুখ দিয়ে পালা করে ডান ও বাম বুকের বৃন্তকে সেবা করে ডেভি। স্তনের বোঁটার কঠিন মুখে ডেভির কঠিনতর লিঙ্গমুখ এক আদরের ছুরি—যেন কেটে ফেলছে ক্যাথির নিপল্‌স্!

এবার অস্থির ক্যাথির লজ্জা সম্পূর্ণ কেটে যায়—

—ডেভি আমি আর পারছি না, তুমি আমার কাছে এসো।

কাছে আসে ডেভি। ডেভিকে এই আদর ক্যাথির পক্ষে নতুন। কিন্তু সেই আনাড়িপনার মধ্যে একটা অতিরিক্ত উত্তেজনা আছে। সুদক্ষ কক-সাকিং গার্লস ডেভির অনেক দেখা আছে। তাদের কর্মকুশলতা নিশ্চই আরামপ্রদ। কিন্তু ডেভি কখনও কল্পনা করে না, একজন অনভিজ্ঞা নারী তাকে এত সুখ দিতে পারে। ডেভি শিক্ষক, ক্যাথি ছাত্রী—প্র্যাকটিকাল ক্লাস। কিন্তু এই নতুন ছাত্রীকে অভিনন্দন জানাতে হয়।

আরও গর্বের ব্যাপার—এই কাজে ডেভি তার প্রথম পুরুষ।

উৎসারিত ডেভি। বন্যার বেগে কামরস ধারা ক্যাথির মুখের মধ্যে দিয়ে পেটের মধ্যে চলে যায়।

—ও, মাই গড! ডেভিকে ছেড়ে দিয়ে ছিটকে সরে যায় ক্যাথি।

—কেমন লাগল? ডেভির জিজ্ঞাসা।

—ভাল, কিন্তু ভয় লাগছে।

—কিসের ভয়?

—অসুখ করবে না তো?

এইবার সশব্দে হেসে ওঠে ডেভি। মহিলা কি সত্যিই এত নির্দোষ ও সরল? সন্দেহ হয়।

—তোমার কি ইন্টারকোর্সের অভিজ্ঞতাও নেই?

—তা আছে।

—তাতে ভয় করেনি?

—কেন করবে? ইট ইজ ন্যাচারাল ম্যান-ওম্যান ইউনিয়ন। তাছাড়া—

—বলো—

—আমি একটা বাচ্চা চেয়েছিলাম। ডাক্তারেরা বলেছে আমার বেবি হবে না। দে সাজেস্টেড অপারেশন, বাট দ্যাট অলসো হ্যাজ আ হার্ড চান্স।

—ইফ আই ক্যান গিভ ইউ আ বেবি!

—রিয়েলি! উচ্ছ্বাসে উঠে বসে ক্যাথি।

মুডের মাথায় সেন্টিমেন্টাল রোম্যান্টিক কথা বলতে বলতে একটু বাড়াবাড়ি করে বসে ডেভি। এমন কথা না বললেই পারত! মেডিক্যাল সায়েন্সের মাপকাঠিতে যদি ক্যাথি ভাগ্যহীনা হয়ে থাকে, ডেভির পৌরুষ কি করতে পারে! আফটার অল, মানুষ তো সর্বশক্তিমান নয়।

তাই কথাবার্তার মোড় ঘোরানো দরকার।

এইবার বোঝে ডেভি, মোনিকার নির্দেশ না মানা, বা ভুলে যাওয়া উচিৎ হয়নি।

ক্যাথি কিন্তু এবার উন্মাদ—ফাক মি ডেভি, সো মাচ সো, দ্যাট আই ক্যান হ্যাভ আ বেবি। প্রমাণ করে দাও—দোজ ব্লাডি ডক্টরস্ আর অল ফুলস্, লায়ারস, চিট!

ডেভির পুরুষাঙ্গ এবার নিজের উদ্যোগে টেনে ধরে ক্যাথি। আশ্চর্য নিপুণতার সাথে নিজের গোপন অঙ্গে প্রবেশ করায়—ঝড়ের বেগে ক্ষিপ্র অঙ্গ সঞ্চালন শুরু করে ক্যাথি। কিছুক্ষণ আগের লাজুক, ভদ্র, নম্র ক্যাথি এখন নির্লজ্জ, অভদ্র, হিংস্র। তার মুখের ভাষাও পাল্টে যায়—ফাক মি আউট। বয়, ইওর কক ইন দিস গ্লেভ, কিল ইওরসেলফ, টেক নিউ বার্থ। লেট ডেভি বি রিবর্ন।

ডেভিকে আরও অবাক করে দিয়ে বলে, আমার মনে পড়ে না, কবে লাস্ট টাইম আই হ্যাভ আ ফাক! বোধহয় তিন-চার বছর আগে।

ডেভি বোঝে—আ স্টার্ভিং কান্ট।

তবে ঠিক স্টার্ভিং নয়, খাদ্যের মূল্যই যে বুঝতে না সে উপবাসী থাকলে তো তত দুঃখ হয় না।

আজকে এই মুহূর্তে পরিবর্তিত লজ্জাহীনা ক্যাথির মুখ দিয়ে বেরোচ্ছে—আঃ, দ্যাট ডিক ওঃ দ্যাট লাভলি কক। ইঃ, হোয়াট আ ফাকিং। আই উইল চিয়ার ইওর কক, মেল্ট ইওর বলস।

সত্যি এখন মোনিকার ভাষায় কথা বলছে পরিশীলিত লাকুক ক্যাথি! ধীরে ধীরে তাদের দুই দেহ এক হয়ে যায়। ডেভির দুই বাহু বুকে জড়িয়ে ধরে ক্যাথিকে। নারীদেহকে এইভাবে আবেগে আনন্দে কষ্টে কখনও জড়িয়ে ধরেনি ডেভি। কারণ সেই নারী শুধু চেয়েছে ডেভির পুরুষাঙ্গ, ডেভির হাত ও মুখের দ্বারা ইন্দ্রিয়ের সেবা। ডেভিকে চায় না। পুরুষের দেহের অন্যান্য অংশ তাদের নিষ্প্রয়োজন।

কিন্তু আজকের মিলনসুখ অবশ্যই দেহগত। কিন্তু কোনও মেয়ের মাথা, এমন রেশমি চুলে ভরা, ডেভির বুকে এমন পরম আরামে আশ্রয় নেয়নি। ডেভির পুরুষাঙ্গ অনেক পরিশ্রম করেছে, কিন্তু বুকটা ছিল খালি, আজ সে বুক যেন ভরে যাচ্ছে। কে বলবে ক্যাথি ডেভির চেয়ে দশ-বারো বছরের বড়! সে এই মুহূর্তে এক কিশোরী, হানিমুনে স্বামীর বুকে।

দেহ মিলন, চরম পুলক—সবই শেষ হয়ে গেছে অনেকক্ষণ, কিন্তু তবু উঠছে না ক্যাথি। ডেভিরও উঠতে ইচ্ছে করছে না।

চিন্তিত ডেভি! টিভি সার্কিটে মোনিকা নিশ্চই সবই লক্ষ্য করেছে—কেমন সার্ভিস দিল তার নিউ রিক্রুট। সার্ভিস নিয়ে কিছু বলার থাকবে না তার, কিন্তু ডেভির যে মুখের ছবি সে টিভির পর্দায় দেখবে, সে মুখের ভাব কি ঠিকমতো পড়ে উঠতে পারবে মোনিকা? পারলে বিপদ!

ক্যাথি কি ঘুমিয়ে পড়ল?

—ক্যাথি!

—উঁ।

—ডু ইউ ওয়ান্ট অ্যানাদার রাউন্ড!

কথাটা শুনেই ধড়মড় করে উঠে বসে ক্যাথি।

—ক'টা বাজে?

—বেলা একটা।

—মাই গড! আমার একটা ভীষণ জরুরি অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে।

ম্যাসেজ টেবিল ছিল ওদের হানিমুনের শয্যা। দু'জনেই নেমে পড়ে। একটা টিসু পেপার এগিয়ে দেয় ডেভি। ক্যাথি নিজের দুই উরুর মাঝে ডেভির সমস্ত কামরসের ধারা ধীরে ধীরে মুছে ফেলে।

আবার সেই মিষ্টি হাসি—ইউ হ্যাভ শুট লাইক আ জায়ান্ট, হট রিভার।

ডেভির কন্টাম পারা হয়ে গেছে।

সেই অবিশ্বাস্য ছোট বিকিনি পরে নেয় ক্যাথি।

—পরে যেদিন আসব, সেদিন কোনও টাইম-লিমিট থাকবে না। সারাদিন তুমি আমার।

—থ্যাংকস! ডেভি বলে।

ফুলটাইম রিজার্ভ। স্বাভাবিক, মোনিকা বিশাল চার্জ নেবে এবং সেই চার্জ দিতে দ্বিধা নেই ক্যাথির।

তার কল্পিত সন্তানের কোনও পিতাকে ক্যাথি পেয়েছে কিনা, সেটা বলা যাবে না। কিন্তু এটুকু ঠিক, তার জীবনের অনেকদিনের কাঙ্ক্ষিত এক পুরুষকে এখানে পেয়েছে ক্যাথি। মনে মনে মিসেস ক্যাপারকেও ধন্যবাদ জানায়।

হ্যাঁ, এই পুরুষকে অবশ্য টাকার বিনিময়ে কিনতে হচ্ছে।

তা হোক!

৮

কিন্তু কতদিন?

কতদিন এই চাকরি, এই বন্দীদশা? আ হিউম্যান ফাকিং মেশিন। আর কোনও কোয়ালিফিকেশন নেই ডেভির। কিন্তু এরপর?

বয়েস হবে, যৌবন স্তিমিত হবে। শরীর এমনভাবে সাড়া দেবে না। বরং অসময়ের স্বল্প পরমায়ুর মধ্যে একটা প্রাথমিক ছোট অংশ অতিরিক্ত ব্যবহারে দ্রুত নিঃশেষিত হবে। দুই বাহুর শক্তি কমবে। বুকের দম কমে আসবে—এবং—ভাবতে শিউরে ওঠে ডেভি—একটা সময় প্রকৃতির নিয়ম রক্ষা করে অবশ্যই আসবে—যখন তার অধুনা প্রশংসিত পুরুষাঙ্গ—লাভলি কক—এক পচা-গলা অকেজো মাংসখণ্ডের মতো আবর্জনা হয়ে যাবে। রক্ত সঞ্চালন তাকে উজ্জীবিত করতে পারবে না। সে সঙ্কুচিত, ক্ষুদ্র, নির্জীব হতে থাকবে। শুকনো চামড়ার আবরণে এক বেকার শিথিল মাংসল অস্তিত্ব। দেখলে মায়া হবে।

তখন সিলভিয়ান মিউজে কি কাজ থাকবে ডেভির?

ছাঁটাই।

কারণ বৃদ্ধা মোনিকার তখন টাকা দিয়ে নতুন ডেভি, আঠারো বছরের আরেকটি ফাকিং মেশিন পেতে অসুবিধে হবে না। দূর দূর করে সে তাড়িয়ে দেবে পুরনো ডেভিকে—যাকে নিয়ে এখন সে এত প্রশংসায় পঞ্চমুখ।

—আমি তোমাকে অভিনন্দন জানানোর জন্যই অপেক্ষা করছি, ডেভি! যেভাবে তোমার প্রথম কাজে তুমি মিসেস ডোনারকে হ্যান্ডেল করেছ, তার জবাব নেই। তোমাকে এখনও আমার সবকিছু বলা বা জানানো হয়নি, কিন্তু তা সত্ত্বেও...রিয়েলি, থ্যাংকস আ লট।

—উনিও যথেষ্ট খুশি হয়েছেন মনে হয়।

বলতে বলতে ডেভির মনে পড়ে, চলে যাবার সময় মিষ্টি হাসি হেসে ড্রেসিং রুমের দরজার কাছে ব্যাগ থেকে কুড়ি ডলারের একটা নোট বের করেছিল ক্যাথি।

—এটা রাখো।

—কি?

—আরে, ধরোই না।

—টিপস!

—ওঃ, ডোন্ট সে সো। মাই টোকেন অব ফ্রেন্ডশিপ। এই মুহূর্তে আমার কাছে তো আর কিছু নেই।

অনিচ্ছা সত্ত্বেও নিয়েছিল ডেভি। যে ভাষায় বলা হোক, এটা টিপস ছাড়া কিছু নয়। আর বকশিস একমাত্র সেবক, দাস, পরিচারকরাই পায়। মোনিকা সেটা প্রথম আলাপেই মনে করিয়ে দিয়েছিল—যা মায়না হবে প্লাস টিপস মিলিয়ে ভালই রোজগার হবে ডেভির। তার প্রমাণ পাওয়া গেল তখন।

এখন উৎফুল্ল মোনিকার সপ্রশংস উক্তির উত্তরে বিনীত ডেভি—আসলে উনি কি চাইছিলেন, আমি প্রথম থেকেই ধরতে পেরেছিলাম। তাই সেইভাবেই নৌকা বেয়ে গেছি। উনি শিগগিরই আবার আসবেন বলেছেন।

—এলেই আমরা ডেভিকে এনগেজ করব—এমন কোনও গ্যারান্টি নেই। সেদিন হয় তো ডেভি অন্য ক্লায়েন্টকে নিয়ে ব্যস্ত। অথবা ছুটি নিয়েছে, অথবা শরীর খারাপ।...মাই গড্, তোমার যেন কখনও শরীর খারাপ না হয়। জেসাস!

বুকে ক্রস চিহ্ন আঁকে মোনিকা।

ডেভির সুস্থ থাকা তার পক্ষে এখন দারুণ মূল্যবান।

—কেন, ডেভিকে পেতে তার কি অসুবিধে?

—অসুবিধে নয়, কিন্তু সার্ভিসের জন্য কাউকে ফিক্সড্ রাখলে স্পেশাল চার্জ দিতে হবে।

অর্থপূর্ণ মুচকি হাসি হাসে মোনিকা—অবশ্য তা হয় তো উনি দেবেন। বিকজ—

—বলো—

—ফর ইওর গ্র্যান্ড পারফরম্যান্স অ্যান্ড—

—কি হলো, কথাটা শেষ করছো না কেন—

—অ্যান্ড, তোমার প্রতি ওর বেশ দুর্বলতা এসেছে।

—তার মানে?

—হাঃ, হাঃ, তোমার প্রেমে পড়েছে গো। লাভ অ্যাট ফার্স্ট সাইট। বুড়ির ভীষণ ভাল লেগেছে ইয়ং ম্যানকে।

—দূর, এসব ঠাট্টা করো না।

—ঠাট্টা নয়, দেখবে, একসময় তোমাকে নিয়ে পালাবার চেষ্টা করবে। বহু টাকার মালিক, বলবে—সিলভিয়ান মিউজ আর ওই ডাইনি মোনিকাকে ছাড়ো। আমি তোমায় অনেক বেশি মায়না দেব—আ বেটার জব, হাঃ, হাঃ।

—বলছি, চুপ করো। বিরক্ত হলেই ইনটারেস্টিং লাগে ডেভির।

—কেন, চুপ করব কেন, যা সত্যি হবে, তাই বলছি। ওর চোখ-মুখ দেখেই আমি বুঝেছি—আমাদের ইয়ং ডেভির প্রেমে ও গদগদ। কিন্তু আমি তোমায় ছাড়ছি না।

—কেন, বেটার চাকরি পেলে তুমি আমায় ছাড়তে বাধ্য।

—ওরে বাব্বা, এই তো প্রমাণ হলো, শুধু ক্যাথি ডোনার নয়, তার আকাঙ্ক্ষিত পুরুষও তার প্রেমে পড়েছে।

—আই সেইড, বেটার জব অ্যাড সার্ভিস টু আ সিংগল ওম্যান।

—দেখ, সিংগল, ডবল, মল্টিপলে কি তফাৎ—অল ব্লাডি সুইট কান্টস আর সেইম। বাট নট অল ককস। ইউ আর মাই ফেবারেট কক—আই ডোন্ট লাভ ইউ, বাট আই লাভ ইওর কক। তাই ছাড়ব না।

—কি করবে, ইফ আই রিজাইন?

—মায়না বাড়িয়ে দেব।

—মিসেস ডোনার যদি আরও বেশি দেয়?

—ইস, নিলাম নাকি! ওর ডোনেশন ঘুচিয়ে দেব, আই উইল কিল হার।

এবার ডেভি হো হো করে হাসে। যাক, মোনিকার মনেও তাহলে মেয়েলি জেলাসি আছে! এটা সত্যি একটা আবিষ্কার, আ ডিসকভারি।

ডেভি বলে, আমি আত্মহত্যা করব।

—নো প্রবলেম! অ্যাট লিস্ট, মিসেস ডোনার তোমায় পাচ্ছে না।

—তুমি কি করবে?

—আমি! আমি একজন এক্সপার্ট সার্জন ডাকব, ফর অপারেশন। হি উইল কাট ইওর কক। সেটা একটা কেমিক্যালসের জারের মধ্যে রেখে দেব। আমার বেডরুমের টেবিলের ওপর থাকবে। রোজ রাতে শোবার আগে আই উইল সি ইট। ক্যাপশন লেবেল থাকবে কাঁচের জারের গায়ে—ইট ইজ ডেভি'জ, দ্য মোস্ট ফেবারেট কক অব মাই লাইফ। হাঃ হাঃ—

—অ্যান্ড ইউ উইল দেন বি উইথ অ্যানাদার ডেভি!

এবার চমকে ওঠে মোনিকা সামলে নেয়।

—হোয়াই নট! তুমি তো আর দেখতে আসছ না—আমি কার সাথে থাকছি। তোমার দুঃখ কিসের!

কথাটা বলে বটে, কিন্তু এখন আর হাসছে না মোনিকা।

তাই বোধহয় আকস্মাৎ প্রসঙ্গ বদলাতে চায়।

—আচ্ছা, আমার কথা তুমি কিছু ভেবেছ?

—তার মানে?

—মানে, আমার কি প্রয়োজন, কি ইচ্ছে, সুবিধে-অসুবিধে।

—আরেকটু বুঝিয়ে বলো। তোমার এইসব দিক ভাবার আমার কোনও অধিকার আছে? তুমি মালিক।

—চুপ করো। ডোন্ট বি ইডিয়ট।

—মোনিকা!

—আমার এখানে কর্মীদের মধ্যে পারস্পরিক কোনও সম্পর্ক তৈরি করা নিয়ম বিরুদ্ধ। কিন্তু আমি সেই নিয়মের মধ্যে পড়ি না, কারণ, তুমি এইমাত্র যা বললে, আমি মালিক। কিন্তু দেখ, এখানে কিছু কর্মী লেসবিয়ান, হোমোসেক্সুয়াল—তাই সেইরকমভাবে ক্লায়েন্ট দেওয়া হয়। তারা অবশ্য প্রয়োজনে সবরকম কাজ করে। আই

মিন, জবস উইথ অপোজিট সেক্স। এর মধ্যে ক্যারেন এবং আর দুটো মেয়ে আছে, তারা পুরুষে ইন্টারেস্টেড নয়।

ডেভিকে নিরুত্তর দেখে মোনিকা বলে যায়—তোমার পক্ষে নিষেধ। তবু জিজ্ঞেস করছি—ডারলিনকে তোমার কেমন লাগে?

—ভাল। কিন্তু আমি তো সীমার বাইরে যেতে চাই না।

—ফাইন। কিন্তু বলে রাখছি, মনে কোনও ইচ্ছে এলেও, ডারলিনের দিকে নজর দিও না। ও আমার একান্ত, এবং ওকে আমি অন্যদের সাথে মিশতে দিই না। কাজকর্মের ব্যাপার আলাদা, কিন্তু ওর সাথে কারুর ফ্রেন্ডশিপ পর্যন্ত আমি অ্যালাউ করি না। নিয়মটা সবার পক্ষেই, তবে ডারলিনের ক্ষেত্রে একটু বেশি কড়া।

—তুমি যেমন ভাল বোঝ! আমি তো তোমার এই নীতিকে সাপোর্ট করি। কাজের লোকজন যদি কাজের জায়গায় অন্যরকম সম্পর্ক পাতায়, তাতে জটিলতা আসে। ক্যারিয়ার, দলবাজি, খোশামোদের প্রতিযোগিতা, ব্যাক-বাইটিং—এইসব হতে থাকে। কিন্তু, ডারলিনের বেলায় স্পেশাল কড়াকড়ি কেন?

—শী ইজ আ জুয়েল। ওর অদ্ভুত অন্তর্দৃষ্টি। ওই যে বলেছিলাম, ক্লায়েন্টদেরও আমি সিলেক্ট করে তবে অ্যাকসেপ্ট করি, এ ব্যাপারে ডারলিন আমার প্রধান সহায়।

—আমি সি, কিন্তু—

—দেখ, কোনও রেকমেন্ডশন বা কারুর সাজেশন বা রেফারেন্সে যদি কোনও মহিলা আসে, ধরো, এসে বলল, আমাকে মিসেস ফাকেমল পাঠিয়েছে, আমরা সহজেই ধরতে পারি, মিসেস ফাকেমল যা চায়, সেও সেই সার্ভিস চাইছে। কিন্তু কোনও কোনও সময় অনেকে আসে কোনও রেফারেন্স ছাড়া। নতুন, অপরিচিত খদ্দের। এইবার তাকে স্টাডি করার দরকার। কেমন টাইপের লোক সে। সেক্ষেত্রে ডারলিনের ভূমিকা এক্সেলেন্ট।

—আই সি—আমি ডারলিনের থেকে দূরে দূরে থাকব।

—ঠিক আছে। অত গুরুগম্ভীর প্রতিজ্ঞা করার দরকার নেই। নিয়ম-কানুনগুলো মনে রাখলেই হলো।

—মনে তো রেখেছি।

—হ্যাঁ, তবু ভুল হয়ে যায় তো। যেমন, ক্যাথি ডোনারের বেলায়—

ডেভি চমকে ওঠে। মোনিকা কি অন্তর্যামী? অথবা এই ডিটেকটিভের চোখ কোথা থেকে পেল?

মোনিকা হাসে—ইট ইজ নট সিরিয়াস যাস্ট নাও। ফরগেট ইট।

ভুলে যাও বললেই ভোলা যায়! বিশেষ করে যখন মনে করিয়ে দেবার পর ভুলে যাও বলা হচ্ছে। ডেভি ভাবে, খুব সাবধানে চলতে হবে। এ চাকরিটা তার জীবন-মরণ।

—কি ভাবছ? মোনিকা জিজ্ঞেস করে—শোন, আজ রাতে আমার ঘরে একটা ছোট পার্টি হচ্ছে। ডাউগ অ্যান্ড ক্যারেন থাকছে। তুমিও আসবে।

—যাব। ক'টার সময়?

—রাত আটটা।

—ও, কে।

ঘর থেকে বেরিয়ে যায় মোনিকা।

আজ ডেভির কোনও কাজ নেই। বোধহয় কাল রাতে তার অপরিসীম অতিরিক্ত পরিশ্রমের কথা বিবেচনা করে আজ বিশ্রাম মঞ্জুর হয়েছে। হ্যাঁ, মোনিকার এটুকু হৃদয় আছে, কোন যন্ত্রকে কতখানি ব্যবহার করতে হবে, আবার কতখানি রেস্ট দিতে হবে। তবে এই হৃদয়ও এক ব্যবসায়ীর হৃদয়।

ডাউগ। হ্যাঁ, রিকি আর ডেভির মতো সে এখানকার এক পুরুষ দাস। ওর সাথে আলাপ হয়নি, কিন্তু ওকে দেখেছে ডেভি। লম্বা, পঁচিশ বছরের কাছাকাছি বয়েস, শক্ত চেহারার যুবক। একটু মুখচোরা, একা-একা থাকে। কারুর সাথে খুব একটা মেশে না।

আর ক্যারেন? আজ তাকে নিয়ে কি করবে মোনিকা? নিশ্চই নতুন ধরনের কোনও অত্যাচারের খেলা। বিচিত্র পদ্ধতির খেলা ও রকমারি ক্রিয়াকলাপ আবিষ্কার করতে মোনিকার মস্তিষ্ক নোবেল-প্রাইজ পাওয়া বিজ্ঞানীদের মতো—অর্থাৎ এই বিষয়ে তার পাণ্ডিত্য। তাই আজ ক্যারেনের ভাগ্যে কি পরীক্ষা আছে, কে জানে। এটুকু বোঝে ডেভি, ক্যারেন ছাড়া মোনিকার চলে না। কারণ, প্রভুত্ব না দেখালে মোনিকার সেক্স তৃপ্ত হয় না। সেই প্রভুত্ব অনেক সময় অমানুষিক হয়ে ওঠে। বেচারা ক্যারেন!

রাত্রি আটটা।

ডেভি যখন মোনিকার অ্যাপার্টমেন্টে আসে, তার আগেই ডাউগ আর ক্যারেন এসে গেছে। অনেকখানি জামাকাপড় খোলাও হয়ে গেছে তাদের। মোনিকা সম্পূর্ণ উলঙ্গ, ডাউগ প্রায় তাই। কিন্তু ক্যারেন এখনও প্যান্টি পরে আছে। লাল নাইলনের ছোট্ট তিন টুকরো জাঙ্গিয়ায় ক্যারেন পূর্ণ নগ্নতার চেয়ে বেশি আকর্ষণীয়। ডেভি প্রলুব্ধ, কিন্তু সাথে সাথে মনের ভাব ও তার প্রকাশ গোপন রাখতে সচেষ্ট হয়।

মোনিকা বলে, তুমিও হাল্কা হয়ে আরাম করো। মানে, বি নেকেড! আজ উই উইল প্লে ফাক-অ্যান্ড-সাক গেমস অল নাইট লঙ।

পরের দিন রবিবার। সিলভিয়ান মিউজ বন্ধ।

ডেভি বোঝে—এই পার্টির একটা বড় উদ্দেশ্য মোনিকা চিরন্তন লিঙ্গক্ষুধার পরিতৃপ্তি। ডেভি একা পারবে না ধরে নিয়েই হয় তো ডাউগকে ডাকা হয়েছে। ডাউগের যন্ত্রও বিশাল, প্রায় রিকির কাছাকাছি। মোনিকা সেটা নিয়ে খেলা শুরু করে দিয়েছে। লিঙ্গমুখের চামড়া টেনে খোলা-বন্ধ খেলা চলছে। ডাউগের লিঙ্গমুখ তারই চামড়া দিয়ে ঢাকা-খোলা এক লুকোচুরির মতো। লিঙ্গমুখকে পোশাক পরাচ্ছে আর খুলছে মোনিকা স্বহস্তে, দারুণ মজা পাচ্ছে। সে মালিক, তার সাম্রাজ্যের সম্পদকে সে কখন ঝাঁপি খুলে বের করবে আর কখন আড়ালে রাখবে, সেটা তারই ব্যাপার। ডাউগ খুশি। ফুল ইরেকশন তার প্রমাণ।

ক্যারেন তার কাজ করছে। সে যথারীতি মোনিকার পুসি নিয়ে ব্যস্ত।

এ অবস্থায় তার কি কর্তব্য—ভাবে ডেভি। ভ্যাকেন্সি কোথায়?

সামান্য ভেবে—এগিয়ে এসে মোনিকার দুই স্তন মর্দনে যত্নবান হয় ডেভির কুশলী হাত।

ক্যারেন জিজ্ঞেস করে ডেভিকে—বোধহয় এই প্রথম সোজাসুজি ডেভির সাথে কথা বলে—ডু ইউ ওয়ান্ট টু সার্ভ হার পুসি? তাহলে আমি বরং ওর বুক নিয়ে আদর করতে পারি।

—এখন নয়। আমি বুকের সেবা করি, তোমার কাজ তুমি করো।

মোনিকা—ওঃ, তোমরা তিনজনই ওয়ান্ডারফুল। এক ঘণ্টা ক্যারেনের মুখ আর ডেভির হাতের ম্যাজিক চলুক, আর আমার হাতের ম্যাজিক ডাউগের কক টের পাক। ফাইন!

মোনিকার হাতের কাজ শেষ, এখন মুখ। মুখের যাদু। সেটা ডাউগ টের পাচ্ছে।

এক ঘণ্টার আগেই মোনিকার নির্দেশে চিৎ হয়ে শুতে হয় ডাউগকে।

সেই চতুর্মুখ জানোয়ারের সার্কাস পোজিশন। ডাউগের লিঙ্গের ওপর চেপে বসে মোনিকা। ডেভির ওপর মোনিকার পায়ুকামের নির্দেশ আসে, কঠিন ভঙ্গিমা, কিন্তু সফল হয় ডেভি। ক্যারেনকে আদেশ করা হয় প্যান্টি খুলে মোনিকার মুখের কাছে আসতে। শী ওয়ান্টস টু ইট ক্যারেন'স পুসি।

ভেবেচিন্তে একটি একটি আদেশ জারি হয়।

তৎক্ষণাৎ এক-একেকটি আদেশ পালিত হয়।

ডেভি ভাবে—সিলভিয়ান মিউজ কেন চালায় মোনিকা। কতখানি ব্যবসা করে টাকা রোজগারের জন্য, আর কতখানি নিজের ব্যক্তিজীবনে বিনা পয়সায় পৃথিবীর কিছু বেস্ট কক—আর ক্যারেনের মতো কিছু মোস্ট ওবিডিয়েন্ট অ্যান্ড ইন্টারেস্টিং লেসবিয়ান পেয়ে নিজের শরীরকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সুখে ভরে রাখা।

ডাউগের সাথে সঙ্গমে আজ হঠাৎ তেমন পুলক পায় না মোনিকা। তার সরস যোনি-অভ্যন্তর কেমন শুষ্ক। তাই ঘর্ষণে তীব্র জ্বালার সৃষ্টি হয়।

—তুমি আমাকে একটু ছেড়ে দাও ডাউগ। তার বদলে ডেভি আসুক। আই ক্যান নট স্ট্যান্ড বিয়িং ফাকড ড্রাই।

হঠাৎ দাসানুদাসী ক্যারেনের অপূর্ব কণ্ঠস্বর।

—ডার্লিং মোনিকা, আমাকে অনুমতি দাও, আমি তোমায় সাহায্য করি। এদের লাভলি কক আমি নিজের হাতে তোমার পুসিতে ভরে দিই। ডার্লিং, ইউ এনজয় ইট! তুমি যখন সুখী হচ্ছো, তৃপ্তি পাচ্ছ, তখন আমিও তৃপ্তি পাই। আমি নিজে চাই না, আই পারসোনালি ডোন্ট লাইক মেল থিংগস ইনসাইড মি। পুরুষের যন্ত্র আমার নিজের মধ্যে আমার ভাল লাগে না, কিন্তু ডার্লিং, তোমার ভাল লাগা দেখে আমার ভাল লাগে। তাই আমি তোমার কাজে যুক্ত হই। কারণ, আমি তোমাকে ভালবাসি মোনিকা, আই লাভ ইউ।

দাসী, পরিচারিকা ক্যারেন বলছে—ডার্লিং মোনিকা।

বলছে—আই লাভ ইউ। কি স্পর্ধা!

কিন্তু এখন ওরা দাস-দাসী আর প্রভু নয়। এখন ওরা বিচিত্র কামখেলায় খেলার সাথী। তাই ক্যারেন এমন কথা বলতেই পারে, মোনিকাও এটা স্বাভাবিকভাবে নেবে।

ক্যারেনের সাহায্যের আগেই ডেভি কর্তব্যের অগ্রসর। কিন্তু মোনিকা ইতোমধ্যে চোখ বুজে মাথা নেড়ে সম্মতি দিয়েছে। তাই বিদ্যুৎবেগে ক্যারেনের হাত এসে মুঠো করে ধরে ডেভির দণ্ড। প্রথমে ডেভির মনে হয়—অ্যান অড্ বিহেভিয়ার অব ওম্যান। যে মেয়ে অন্যের সেক্স উপভোগে নিজে উপভোগ করে। আরেক হাতে ডাউগের বিশাল দণ্ডকে মোনিকার মুখে প্রবেশ করায় ক্যারেন। ডেভি এখন পায়ুকামে মগ্ন হবে, তাই মোনিকার

পশ্চাদদেশ সুগন্ধি ভেজিলিনে সিক্ত করে ক্যারেন। জিভের লেহনে সিক্ততর করে। হঠাৎ মুখ ঘুরিয়ে ডেভির লিঙ্গমুখে চুমু দেয় ক্যারেন। কিন্তু পলকের জন্য। চমকে ওঠে ডেভি। এই আদেশ তো নেই এবং আদেশ ভিন্ন কিছু করে না ক্যারেন। বিশেষ করে পুরুষাঙ্গ নিয়ে! তবে? কি হলো? বিস্মিত চোখে ক্যারেনের দিকে তাকিয়ে বিষয়টা বোঝাবার চেষ্টা করে ডেভি। ক্যারেনের চোখে এখন মিনতি, যেন বলছে—মাপ করো, ভুল হয়ে গেছে। ভুলে যাও।

বোধহয় বিনা আদেশে এমন কাজ অন্যায়। তাই প্রভু, ডার্লিং মোনিকার ভয়ে ভীত ক্যারেন। অনুশোচিত। কিন্তু এটাও তো সত্যি, তাহলে ক্যারেন এমন কাজ আপনা থেকে করতে পারে। তার এতদিনের অনিচ্ছার অন্তরালে ইচ্ছের জন্ম হচ্ছে। সো দিস রিফ্লেক্স অ্যাকশন। কিন্তু এর মধ্যে একটা জেনুইন তাড়না আছেই। গর্ববোধ করে ডেভি। লেসবিয়ান, পুরুষ-অনাগ্রহী ক্যারেন ডেভিকে আদর করেছে, স্বতঃস্ফূর্ত।

—গো অ্যাহেড!

ক্যারেন যেন এবার দু'জনকেই আদেশ দেয়।

যুগপৎ দুই পুরুষাঙ্গ মোনিকার যোনি ও পায়ুদেশে প্রবেশ করে—সমতালে।

মোনিকা চিৎকার করে—আঃ, দিস ডবল-ফাক, বিউটিফুল, আই ফিল হ্যাপি ইন মাই কান্ট অ্যান্ড অ্যাস। লোয়ার হাফ অব মাই বডি ইজ ইন হেভেন।

বলতে বলতে ক্যারেনের নিম্নাঙ্গে মুখ বাড়িয়ে দেয় মোনিকা। যেন প্রাগৈতিহাসিক কালের এক জন্তু। দুই পুরুষ ও এক নারীকে নিয়ে অদ্ভুত যৌনক্রীড়ায় রত—আধুনিক বিজ্ঞানের যুগে।

পুরনো বিষয়, তবু নিত্য নতুন।

এটাই বোধহয় দেহযন্ত্রের বৈশিষ্ট্য—বিশেষ করে যৌন-ইন্দ্রিয়ের। বিচিত্রপথে, সর্বত্রগামী। দুই পুরুষাঙ্গ পাশাপাশি, প্রায় পরস্পরকে ছুঁয়ে সঙ্গমরত। পায়ু আর যোনির মধ্যে কতটুকু দূরত্ব থাকতে পারে! কি কিম্ভূত গঠন এই চারমূর্তির একত্রে যে রূপ জেগে উঠছে। কোনও অদিম বন্য দেবতা, না দেবী, নাকি দেবদেবী দুইই। সামনের আয়নাটায় যে প্রতিফলন, তা ভয়ংকর লাগছে ডেভির।

অতঃপর বিস্ফোরণ পরপর। ডাউগ এবং মোনিকা। কিন্তু ডেভি নয়।

কিন্তু ক্যারেন?

ডেভি নিশ্চিত—ক্যারেনের চরমানন্দ হয়নি। মোনিকার নিষ্ঠুর প্ল্যানে একমাত্র ক্যারেনই অরগ্যাজম থেকে বঞ্চিত থেকে যাচ্ছে। কেন? ডেভির ইচ্ছে করে এখনই বিদ্রোহ করতে। সুন্দরী ক্যারেনের মিষ্টি গর্ভে তার পুরুষাঙ্গ সজোরে প্রবেশ করিয়ে তাকে চরমানন্দ দানে তৃপ্ত করা দরকার। দুঃখী ক্যারেন, সকলের সুখলাভে শ্রমদানে অক্লান্ত ক্যারেন, নিজের সুখ অবদমিত রাখা ক্যারেন, ডার্লিং মোনিকার অন্ধ সেবাদাসী ক্যারেন—অন্তত এক পলকের জন্য ডেভির লিঙ্গমুখে এক সেকেন্ডের স্বতঃস্ফূর্ত চুম্বনে, লুকিয়ে, বুঝিয়ে দিয়েছিল—কতকানি শান্তি বারবার ভোগ করছে সে।

মোনিকা বলে, ওঃ, তোমরা এবার সরে যাও, দশ মিনিট চোখ বুজে বিশ্রাম চাই আমি।

সরে যায় ওরা। ডেভি ক্যারেনের পাশে বসে। এই মুহূর্তে তার সেবা ভাল হয়নি। মোনিকা তৃপ্ত হয়নি। ডেভি ফেল করেছে। যদিও তার পুরুষাঙ্গ এখন দৃঢ়, কিন্তু মোনিকাকে সুখী করার মতো দক্ষতা হারিয়ে ফেলেছিল ডেভি! যেন অনেকটা সেই যান্ত্রিক রিকির মতো—যে নাকি ইন্টারকোর্সের সময় স্থির হয়ে একমনে বই পড়তে পারে।

ক্যারেন বলে, লজ্জার কথা! হোয়াই ইউ ডিড নট কাম?

ডেভি বলে, কেন জানি না। একটু অসুবিধে হলো।

—অসুবিধে! আই হেল্পড ইউ সো মাচ।

—তাই জন্যেই তো আরও অসুবিধে হলো।

ক্যারেন অবাক—তার মানে?

মানে একটা নিশ্চই আছে। কিন্তু স্পষ্ট গলায় প্রকাশ্যে বলা যায় না। মোনিকা বিশ্রাম নিচ্ছে, কিন্তু তার কর্ণেন্দ্রিয় সজাগ। তাই মনের কথা বলা যাবে না।

তবু ক্যারেনের কানের কাছে মুখ নিয়ে যায় ডেভি। বলে, তুমি হলে আমি এতক্ষণে ভেসে যেতাম, ভাসিয়ে দিতাম। আই ট্রায়েড টু ইমাজিন ইউ। বাট—

অস্ফুট স্বরে ক্যারেন ধমক দেয়, ঠোঁটে আঙুল ছোঁয়ায়—শাট আপ!

ডেভি বলে, আমি তোমাকে চাই ক্যারেন। তুমি আমাকে চাও না।

ক্যারেন যেন বিধ্বস্ত, ভয়ার্ত—না!

—মিথ্যে কথা! তখন আমার এইখানে কে চুমু দিয়েছিল?

—ফরগেট ইট।

—কেন ভুলব! এর কারণটা বলো।

দুঃসাহসী ডেভি, তাই আরও ভীতু হয়ে পড়ে ক্যারেন—ওঃ ডেভি, প্লীজ!

ডেভি বলে, প্রমিজ মি!

ক্যারেন বলে, পরে।

তৃপ্ত ডেভি। চোখে স্বপ্ন ঘনিয়ে আসে। কিন্তু একমুহূর্তে সেই স্বপ্ন কেটে যায়। চোখ বুজেই জিজ্ঞেস করে মোনিকা—কি পরে ক্যারেন?

মোনিকার মুখে প্রেতনীর হাসি।

—কিছু না, ডার্লিং!

—অবশ্যই কিছু, ডার্লিং। দ্যাট বাগার ডেভি ওয়ান্টস টু ফাক ইউ! তাই না? ওরা দু'জনেই শংকিত।

মোনিকা বলে, ক্যারেন, গিভ মি আ ষ্ট্রং ড্রিঙ্ক। আমি ঘুমাতে চাই। তোমরা যাও। গেট আউট, বোথ অব ইউ। অ্যান্ড ডাউগ, তুমি থাকো।

পাশের ঘরে যায় ওরা—ক্যারেন ও ডেভি। মোনিকা এখন সত্যিই ঘুমাবে। অন্তত দু' ঘন্টা। তারপর ডাউগকে নিয়ে খেলা শুরু করবে। ওরা জানে—মোনিকা আহত হয়েছে। জীবনে এই প্রথম। তাই ওরা আজ রাতে ওর ঘর থেকে বিতাড়িত। কে জানে কাল অফিস থেকে বিতাড়ন হবে কিনা! সিলভিয়ান মিউজ কাল ওদের বিদায় জানাবে হয়তো।

ক্যারেন চিন্তিত।

ডেভি বলে, ভয় নেই।

কিসের নির্ভয় দান করছে ডেভি কে জানে। যে নিজেই অসহায়, সে আরেক অসহায়কে সান্ত্বনা দিচ্ছে।

তবু যেন কোথা থেকে বিশাল মনের জোর আসে। ডেভি তুমি পুরুষ। পুরুষ মানে শুধু পুরুষাঙ্গ নয়। যৌনাঙ্গ-সম্বল এক অস্তিত্ব নয়। পুরুষের পৌরুষ মানে শুধু নারীকে যৌনসুখ দান নয়। পৌরুষ মানে পরাক্রম। যে পরাক্রম দ্বারা অসহায়কে সহায়তা দান করতে পারে সে। বিশেষ করে, অসহায় নারীকে।

ডেভি বলে, তুমি কি মোনিকাকে ভয় পাও?

—পাই! কিন্তু ভালওবাসি।

—কেন, কিসের জন্য এই বিশেষ ভালবাসা? যা মাইনে পাও, তার চেয়ে তো অনেক বেশি কাজ করতে হয়।

—তা হয়তো ঠিক। কিন্তু আমার খারাপ লাগে না। মোনিকার কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

—কৃতজ্ঞ! কেন?

—তুমি জান কিনা জানি না, আই ওয়াজ গ্যাং-রেপড। তারপর আমি পাগল হয়ে যাচ্ছিলাম। ওই আমাকে এখানে নিয়ে এলো। যত্ন করে সারিয়ে তুলল। বোঝাল, ইট ওয়াজ যাস্ট আ কনস্‌পিরেসি। মেয়ে হিসেবে আমি অত্যাচারিত। এতে লজ্জার কি আছে? আমি তো কোনও অন্যায় করিনি। ওই পশুগুলো অন্যায় করেছে। অ্যান্ড কোর্ট ওদের শাস্তি দিয়েছে। আমি এখানে নিরাপদ আশ্রয় পেয়েছি।

—কিন্তু কিছু গুণ্ডার অত্যাচারের জন্য কি পুরুষকে ছুঁতে তোমার অনিচ্ছা?

—না, না, তা নয়। আমি আগে থেকেই পুরুষ মানুষে কোনও ইন্টারেস্ট পেতাম না।

—তুমি তো পুরুষ পাওনি। বুঝবে কি করে?

—পেয়েছিলাম। আই ট্রায়েড বোথ ওয়েজ। পুরুষ-নারী দুইই। আমার মেয়েদের পেয়ে ভাল লেগেছে।

—ওঃ, তাহলে তোমার পুরুষদের সাথে অভিজ্ঞতা আছে। ক'জনের সাথে শুয়েছ?

—ঠিক মনে নেই। তা, সাত-আটজন হবে। নানা ধরনের। কিন্তু আমার কাছে একই রকম লেগেছে। যাস্ট আ বিগ নাথিং।

—কেন? ভাল লাগেনি কেন?

—সেটা আমিও ঠিক বুঝি না। হয় তারা কাছে আসামাত্র বার্স্ট করল, অথবা এমন একটা কিছু যন্ত্রণা দিল বা ব্যবহার করল যাতে আমি ভয় পেয়ে যেতাম। মোনিকা সাইকিয়াট্রিস্ট রেখে আমাকে বোঝাল—আমার মনের মধ্যে সমকামিতা রয়েছে ছোটবেলা থেকে। তাই পুরুষের সাথে সেক্সে আমার বিদ্রোহ জাগে। পুরুষের যে কোনও দৈহিক ক্রিয়া আমার কাছে দুর্ঘটনা বলে মনে হয়। আই অ্যাম সেফ উইথ ওম্যান।

টেলিকমে ডারলিনের গলা—মোনিকা ডাকছে, ওর ঘরে যাও, দু'জনেই।

আশ্চর্য, অত স্ট্রং ড্রিংক, যা সাধারণ মানুষকে প্রায় সাথে সাথে অজ্ঞান করে দেয়। আর দশ মিনিটও যায়নি, মোনিকা উঠে পড়ল।

এখনই কি বরখাস্তের চিঠি তৈরি হয়ে গেল! বিশেষ করে ডারলিনের গলায় যখন খবর এলো। সামথিং অফিসিয়াল।

ওরা আসে মোনিকার ঘরে।

দৃশ্যত, স্বস্তি হয়। নগ্ন মোনিকা একই অবস্থায় ডিভানে শুয়ে আছে। নগ্ন ডাউগ একটু দূরে সোফায় বসে ড্রিংক করছে। স্ট্রং লিকারের নেশায় বেশ আচ্ছন্ন মোনিকা। হেসে বলে, রাগ করেছ তোমরা, ইউ লাভ বার্ডস?

ডেভি সাহসী হয়েছে—ডোন্ট টক রাবিশ।

মোনিকা আবার হাসে—আরে এত রাগ করো না। ঠাট্টা করছি, তবে আমার বহু ঠাট্টাই অনেক সময় সত্যি কথা হয়ে যায়।

ক্যারেন মোনিকার পায়ের কাছে গিয়ে বসে। মোনিকার সুন্দর পায়ের পাতায় হাত বোলায়।

—আঃ, এই মেয়েটা দারুণ ভাল। আমার লাভার। লাভলি লিটিল লাভার। শোন, এক কাজ কর—

—বলো।

—আমি ডাউগের সাথে '69' খেলাটা খেলব। কিন্তু তাতে হবে না। ডেভিকে এর মধ্যে রেডি করো।

ডেভি জানে '69' গেম। পাশাপাশি শুয়ে বিপরীত দিকে পা ও মাথা পরস্পরের। সাকিং ইচ আদার—ফেলাশিও অ্যান্ড কানিলিঙ্গাস অ্যাট আ টাইম। পুরনো খেলা।

ক্যারেন জিজ্ঞেস করে—ডেভিকে তৈরি করছি আমি, ফর ইউ!

মোনিকা বলে, লাভলি ক্যারেন, ওকে আগে বাথরুমে নিয়ে যা, সাবান দিয়ে ভাল করে ওর কক অ্যান্ড বলস ওয়াশ কর। সুগন্ধি সাবান মাখাবি। ও রেডি হলেই, ডাউগ সরে যাবে, অ্যান্ড আই উইল বি ওপেন টু হিম।

ক্যারেন বলে, অল রাইট, ডেভি, ইউ কাম উইথ মি।

বাথরুমে ঢুকে যায় ওরা। বিশেষ ব্রান্ডের সাবান বেছে নেয় ক্যারেন।

প্রথমে ভয় ছিল ডেভির। ক্যারেনের ভাল লাগবে না। কোনও লেসবিয়ান পুরুষাঙ্গ নিয়ে এই ধরনের আদর করতে ভালবাসে না। কিন্তু ভুল; বুঝল ডেভি, ক্যারেন যেন বেশ উপভোগ করছে। ওর হাতের পেশাদারী দক্ষতার পাশাপাশি কোথাও একটা আন্তরিক আগ্রহ জেগে উঠছে। মোনিকা বোধহয় ওকে যন্ত্রণা দিতেই এই অর্ডার দিয়েছে, লেসবিয়ান ক্যারেনের বিতৃষ্ণা হবে। কিন্তু কল্পনাও করতে পারবে না। মোনিকা—বরং খুশি হয়েছে ক্যারেন। অজান্তে মোনিকা ক্যারেনকে শাস্তির বদলে পুরস্কার দিয়ে বসে আছে।

—আমার ভয় করছিল ক্যারেন।

—কেন?

—এই কাজ তোমাকে কষ্ট দেবে।

—দ্যাট ইজ রং।

—তোমার ভাল লাগছে?

—ইয়েস। আই লাভ ইট।

—কিন্তু তুমি যা করছ—সবই মোনিকার জন্য। মেকিং মি রেডি ফর মোনিকা। তোমার নিজের কিছু চাই না?

চুপ করে থাকে ক্যারেন।

—বলো ক্যারেন। ভয় পেও না।

—আমি বুঝছি, মোনিকা আমাকে শাস্তি দিতে চাইছে। তাই ও দেয়। কিন্তু মজার কথা, আমিও অ্যাকটিং করি। ও আমায় চেনে না। সত্যি কথা হলো, পুরুষকে আমি আসলে কিন্তু খারাপ চোখে দেখি না। আমি লেসবিয়ান, কিন্তু তোমার মতো পুরুষকে আমার ভাল লাগে। আই লাইক ইউ।

চমকিত ডেভি!—কি বলছ, ক্যারেন!

—ইয়েস। মোনিকা ভাবে—এসব কাজ আমি ঘেন্না করি, তাই আমাকে দিয়ে জোর করে করাচ্ছে ভাবে। আবার হয় তো আমার মধ্যে জেলাসি আসছে কিনা সেটা পরীক্ষা করে। তাই এইসব সেক্স-গেমে ও সবসময়ে আমাকে অতৃপ্ত রাখে। আমাকে অরগ্যাজমের কাছে এনে থামিয়ে দেয়। মাঝে মাঝে প্রতিবাদ করতে ইচ্ছে করে, পারি না।

—তাহলে প্রকৃত সত্যটা কী?

সাবান মাখানোর আদরে ডেভির দুই অণ্ডকোষে আনন্দের নৃত্য শুরু হয়।

মোনিকা বলে, এটা সত্যি, ওই গ্যাং-রেপের পর পুরুষাঙ্গ নিয়ে আমার বিতৃষ্ণা তৈরি হয়েছিল ঠিকই। কিন্তু কয়েকমাস এখানে কাজ করতে করতে আমার মন পাল্টাতে থাকে। এখানে দু'-একজন পুরুষকে আমি হ্যান্ডেল করেছি। তারা কয়েকজন আমার সাথে খুব ভাল ব্যবহার করেছে, দে ওয়ার নাইস টু মি। কিন্তু আমাকে অ্যাকটিং করতে হয়। মোনিকা টিভি শোতে দেখে—আমি যেন কত বিরক্ত হচ্ছি। আসলে অ্যান্টি-মেল ফিলিং আমার কেটে যায়। বাট ইট ডিপেন্ডস—

—তার মানে?

—যেমন তুমি। তোমার মতো সুন্দর ভদ্র পুরুষ আমি দেখিনি। আগে পুরুষ মাত্রই রেপিস্ট মনে হতো। ইউ ডোন্ট লুক লাইক আ রেপিস্ট—

—তার কারণ, আমি তোমাকে মোটেই রেপ করতে চাই না। কিন্তু অবশ্যই তোমাকে পেতে চাই। লাভিংলি।

—টিভি পর্দায় মোনিকা দেখতো যেন ক্লায়েন্টরা আমায় রেপ করছে। আমি ছটছট করছি ভান করতাম। ও খুশি হতো। আমি যন্ত্রণা পাচ্ছি ভেবে খুশি হতো, আসলে আমি আরাম পেতাম, হয় তো আরামেই ছটফট করতাম। বাট—

—বলো—

ডেভির পেনিসে জল ঢালে ক্যারেন।

—ইউ আর এক্সেপশন। আই লাইক ইউ।

—অ্যান্ড আই লাভ ইউ।

কেঁপে ওঠে ক্যারেন। মুখ নিচু করে, টাওয়েল নেয় হাতে।

—বেটার, ড্রাই অফ। দেরি হয়ে যাচ্ছে—ওরা সন্দেহ করবে উই আর ফাকিং হিয়ার। অথবা অদ্ভুত কিছু করছি।

বাথরুম থেকে ঘরে ফিরে ওরা দেখে মোনিকা নিস্পৃহভাবে ডাউগকে নিপীড়ন করছে, কিন্তু ডাউগ মোনিকাকে পেতে গিয়ে হিমশিম খাচ্ছে। নানা শব্দ বেরচ্ছে মুখ থেকে, কিন্তু মোনিকাকে খুশি করতে পারছে না। হয় তো মোনিকাও অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে কখন জল-বিধৌত পরিচ্ছন্ন সুগন্ধী সাবানে স্নান সেরে ডেভি তার সুন্দর দণ্ড নিয়ে ফিরে আসবে। এতক্ষণ দেরি হচ্ছে কেন? কি করছে ক্যারেন?

ওরা এসে দু'জনেই মোনিকাকে আদর করে। এবার আকস্মাৎ তীব্র হয় মোনিকা। প্রচণ্ড বেগে ডাউগকে শোষণ করে সে। দু' মিনিটের মধ্যে ডাউগের সমস্ত বীর্য টেনে বের করে আনে মোনিকার মুখ। ঝড়ের বেগে। তারপরেই যেন থুঃ করে ডাউগের যন্ত্র মুখ থেকে সরিয়ে দেয় মোনিকা—ঘৃণাভরে। হতচকিত, বোকা বনে যায় ডাউগ। তার সুদৃঢ় যন্ত্র এখন শিথিল হয়ে নিজের পেটের ওপর লুকিয়ে পড়ে—সাইজ প্রায় অর্ধেক, নিষ্প্রাণ একটুকরো মাংস। পুরুষাঙ্গ নয়, পুরুষাঙ্গের ডেড বডি।

ডেভির দিকে তাকিয়ে জ্বলজ্বল করে মোনিকার চোখ।

—ক্যারেন, ডেভিকে রেডি করতে তোর এত সময় লাগল? তুই সামনে আয়, আগে তোকে খাই, তারপর ডেভিকে।

ক্যারেনের পুসিকে আক্রমণ করে মোনিকার মুখ। আড়চোখে ডেভির দিকে তাকায়। মুখ ঘুরিয়ে নেয় ডেভি। ইয়েস, মোনিকা ভাবে, ডেভির হিংসে হচ্ছে। আর ক্রুদ্ধভাবে ক্যারেনকে আদর করে মোনিকা, আদর নয়, অত্যাচার। মুখ দিয়ে একটা শব্দ বের করে না ক্যারেন। মোনিকার হিংস্র কামড় সহ্য করে। অথচ এইখানেই ডেভিকে সে কত সুন্দরভাবে পেতে পারত। মোনিকা কি তাকে ক্ষত-বিক্ষত করতে চায়? মূলত এবার ডেভিকে শাস্তি দিতে?

হঠাৎ চিৎ হয়ে শোয় মোনিকা।

—ডেভি, আমার দুই বুকের মাঝখানে তোমার দণ্ড রাখ। দুই বুক দিয়ে চেপে ধরে প্যাসেজ করে নাও। তারপর ফাক মি, অ্যান্ড শুট, মাই মাউথ উইল ক্যাচ ইওর কাম।

বলতে বলতে ডেভির বদলে নিজের দুই হাত দিয়ে দুই স্তন চেপে ধরে ডেভির পুরুষাঙ্গকে বন্দী করে মোনিকা। বুকের ওপর ডেভির দুই অণ্ডকোষের ভারও অনুভব করে। মোনিকা বুকে লিঙ্গ রেখে চেপে রাখলেও পুরো দেহভার দেয় না ডেভি। তাতে দমবন্ধ হয়ে যাবে মোনিকার। তাই দুইপাশে হাঁটুর ওপর ভর রাখতে হয়। গলার ওপর দিয়ে মুখের কাছে লিঙ্গমুখ টেনে নেয় মোনিকা।

মোনিকার দুই বুকের টাইট প্যাসেজে যাতায়াত করে ডেভির দণ্ড। যৌন-বিজ্ঞানে একে কি বলে জানে না ডেভি। ব্রেস্ট-ফাকিং?

দুই হাতে নিজের স্তনে চাপ দিয়ে ডেভিকে শুষে নেয় মোনিকা।

ক্যারেন কোথায়! দেখতে পায় না ডেভি। মাথা ঘোরালে মোনিকা ধরে ফেলবে। তাড়াতাড়ি খেলা শেষ করে ডেভি। ক্যারেন কি চলে গেল?

মোনিকার হয়ে ক্যারেন যেটুকু সেবা ডেভিকে করেছিল, মুখের আদর দিয়ে মোনিকার জন্য ডেভিকে তৈরি করতে,—মোনিকারই নির্দেশে—মোনিকার অত্যাচারের ইচ্ছাকে, মেনে নিতে, তার পটভূমিকা সম্পূর্ণ পাল্টে গেছে। ক্যারেনের সেবা তখন মোনিকার হয়ে নয়, ক্যারেনের নিজেরই আদর; অনিচ্ছায় নয়, ইচ্ছায়। মোনিকার

নির্দেশে তার নিজের অন্তরের নির্দেশ। মোনিকার অত্যাচারের ইচ্ছা ক্যারেনের কাছে আশীর্বাদ।

ডেভিও সেইভাবে নিয়েছিল। ক্যারেনের ভালবাসার সেবা, মোনিকার সেবাদাসী এক নার্সের সেবা নয়। কিন্তু দুর্ভাগ্য, ক্যারেনের ভূমিকা এখনও প্রস্তুতিপর্ব মাত্র, এখনও অন্যের জন্য ডেভির চূড়ান্ত বিস্ফোরণ, ক্যারেন এখনও বঞ্চিত।

কোথায় গেল ক্যারেন?

বিনা নির্দেশে ঘর থেকে বেরোনো বারণ। মোনিকার কাছাকাছি তাকে থাকতে হবে। যে বলেছিল—ডার্লিং মোনিকা, তোমার সুখ দেখলেই আমার সুখ, সেই ক্যারেন এখন আর নেই।

উঠে পড়ে ডেভি।

মোনিকার নির্দেশে পোশাক পরে। আজ রাতের মতো খেলা এখানেই শেষ। ডাউগ আগেই বেরিয়ে গেছে।

ডিভানে মোনিকা এখন ঘুমন্ত। সত্যিই গভীর ঘুম। নগ্ন নায়িকা এখন স্বপ্নে হয়তো দেহ-সম্ভোগে ব্যস্ত। কে জানে?

কিন্তু ক্যারেন কই?

দরজার কাছে আসতেই দেখে দু'হাতে মুখ ঢেকে দাঁড়িয়ে ক্যারেন। গায়ে গাউন জড়ানো।

—ক্যারেন! ডেভি ডাকে।

ক্যারেন মুখ তোলে না।

দু'হাতের শান্ত আলিঙ্গনে ক্যারেনকে কাছে টেনে নেয় ডেভি। ক্যারেন মুখ তোলে। দুই চোখে জল টলমল।

সিলভিয়ান মিউজে কান্না! কিন্নর-কিন্নরী, অপ্সর-অপ্সরাদের জগতে কান্না!

—কিসের কান্না ক্যারেন?

—ওঃ, ডেভি, আই লাভ ইউ। সেভ মি ফ্রম দিস সেলফিশ সেক্স-ডেমন। শী ওয়ান্টস টু কিল মি।

লাভ! ভালবাসা।

হ্যাঁ, একথা কিছুক্ষণ আগে ডেভিও উচ্চারণ করেছিল। এখন ক্যারেন করছে।

কিন্তু ভালবাসা বলতে যদি মনের ভালবাসা বোঝায়, এখানকার অভিধানে সেই শব্দ নেই। মোনিকা প্রথমেই সেটা বলেছিল।

ক্যারেন বলে, তুমি কি আমায় বাঁচাবে?

—বাঁচাব ক্যারেন!

বলা মাত্রই চমকে ওঠে দু'জনে। চোখ পড়ে দরজার বাইরে ক্যামেরার চোখে। ওদের প্রেমালিঙ্গন ও কথাবার্তা ভিডিও টেপে ধরা হয়ে গেছে।

৯

ক্যারেনের বাড়ি খুব দূরে নয়। সিলভিয়ান মিউজ থেকে ট্যাক্সিতে দশ-পনের মিনিট। ডেভির খুব ইচ্ছে ছিল পরদিন ক্যারেনের সঙ্গী হয়। কারণ সেটা রবিবার। যারা

বাড়ি যায় সেই ছুটিতে, ক্যারেন তাদের একজন। ডেভিকে আপাতত এখানে থাকতে হয়। সে জানে না ছুটির দিন সে কি করবে। তাই ক্যারেনের বাড়িতেই যাবার খুব ইচ্ছে ছিল।

সোমবার সকালের ডিউটি আবার শুরু হবে।

কিন্তু রবিবার ভোরেই ডারলিন জানিয়ে দেয়, মোনিকার নির্দেশ আছে—আজকের ছুটির রাতে ক্যারেন বাড়ি যাবে না। তার স্পেশাল ডিউটি আছে—মোনিকার অ্যাপার্টমেন্টে। অল-নাইট স্লিপিং পার্টনারের ডিউটি। তাছাড়া নাকি কিছু দরকারি কথা আছে।

তাই বহু পুরুষ-নারী কর্মী বাড়ি যাবে, ছুটি কাটাবে।

ব্যতিক্রম শুধু দু'জন। এখানেই নিজের ছোট একফালি ঘরে ডেভি কিভাবে কাটাবে কে জানে! নাকি একা একা রাস্তায় ঘুরবে? একটা সিনেমায় যেতে পারে—কিন্তু সবকিছুই অসহ্য লাগছে তার।

আরেকজন ক্যারেন। তার বিশেষ এক্সট্রা-ডিউটি। হোল নাইট, উইথ বস।

আগে হলে খুশি হতো ক্যারেন। আগেকার ক্যারেন। কিন্তু সেই ক্যারেন আর নেই। এই অতিরিক্ত ডিউটি, সপ্তাহে একটিমাত্র ছুটির দিনে—এক চরম অত্যাচার।

ক্যারেন নাকি পরে একদিন স্পেশাল লিভ পাবে।

যাই হোক, ডেভি জেনেছে বহু গোপন ক্যামেরার চোখ এখানে সর্বত্র আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে আছে। তাছাড়া, পরের কয়েক সপ্তাহে মোনিকার পলিটিক্স বুঝতে ডেভির অসুবিধে হয়নি। যেন-তেন প্রকারে ক্যারেনকে ডেভির থেকে দূরে রেখেছে সে। সামান্য কথা বলার মতো সুযোগ পর্যন্ত দেওয়া হয়নি। এটা কি কোনও কঠোর শাস্তির আগে ওয়ার্নিং!

ডেভিও আপাতত দূরে দূরে থাকা শ্রেয় মনে করল। তাছাড়া চারদিকে স্পাই বা ইনফরমার ছড়িয়ে রেখেছে মোনিকা। এখন নতুন অত্যাচারের আনন্দ বের করেছে মোনিকা। ক্ষুধার্তকে উপবাসী রাখার অত্যাচারটা পুরনো। বরং তার সামনে খাবার রেখে তাকে খাওয়ার অধিকার থেকে বঞ্চিত করায় অনেক বেশি আনন্দ। ডেভি-ক্যারেনকে ভাতে মেরে কি হবে? সে তো যে কোনও মুহূর্তে করা যায়। কিন্তু এটাও ঠিক, সিলভিয়ান মিউজ তাহলে তার ক্লায়েন্ট-প্রিয় দুই দক্ষ কর্মীকে হারাবে। তাতে ব্যবসা ও প্রতিষ্ঠানের সুনাম—দুইই ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

একবার মনস্থির করেছিল ডেভিও, সে ছুটির পর ক্যারেনের সাথেই তার বাড়িতে যাবে। কিন্তু এমনই দুর্ভাগ্য, সেই ট্যাক্সিতে টেরি, সিলভিয়ান মিউজের আর একটি মেয়ে উঠে বসল। তাই ইচ্ছা থাকলেও যাওয়া হলো না।

তিন দিন পরে অনেক কষ্টে ম্যাসেজ রুমে ক্যারেনকে ধরার সুযোগ পেল ডেভি। আগে থাকতেই জানা ছিল, ক্যারেনের ক্লায়েন্ট মিসেস মেরিয়ান দু'ঘণ্টা পরে বিদায় নেবে। তাই সতর্ক ছিল ডেভি, মিসেস মেরিয়ানের বিদায় নেবার পরমুহূর্তেই যেন গেট ক্র্যাশ করে ম্যাসেজ রুমে ঢুকে পড়ে ক্যারেনের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে পড়ে ডেভি। দৌড়ে আসার জন্য হাঁপাতে থাকে।

ক্যারেন চমকিত। তার পরনে আজ পেশাদারী কস্ট্যুম—অর্থাৎ হটপ্যান্ট আর লাল-নীল স্ট্রাইপের টপ নেই। পরিবর্তে এক অতিরিক্ত সংক্ষিপ্ত কালো রঙের বিকিনি, যার ফলে ঝকঝক করছে ক্যারেনের চেহারা। দু'ঘণ্টা পরিশ্রমের ফলে সারা গা ঘামে ভেজা। মুহূর্তের মধ্যে ডেভির বাহুবন্ধনে আবদ্ধ ক্যারেন।

মনে মনে খুশি হলেও নিদারুণ শংকিত ক্যারেন।

—তুমি কী পাগল! জানো না আমাদের পেছনে স্পাই আছে?

ঘরের দরজাটা লক করে চারপাশে তাকায় ডেভি। টিভি ক্যামেরার লেন্সটা খোঁজে। সাধারণত বিশেষ ধরনের আয়নার পিছনে সেট করা থাকে ওটা। সর্বাগ্রে ওই ক্যামেরার চোখটাকে অন্ধ করে দেওয়া প্রয়োজন। তাহলে সুইচ অন করলে মোনিকা পর্দায় শুধু অন্ধকারই দেখবে, যদিও পরমুহূর্তে হয়তো আরও বিপজ্জনক স্টেপ নেবে সে। কিন্তু তার আগেই ক্যারেনের সাথে দুটো কাজ সেরে ফেলবে ডেভি। ক্যারেনের সাদা ঠোঁটে চুমু দিয়ে রক্তিম করতে হবে, অর্থাৎ সাহস জাগাতে হবে। আর দ্বিতীয়ত কানে কানে বলে ফেলতে হবে—কাল রবিবার তোমার বাড়ি যাব। সন্ধ্যে ছ'টায় আমি রাস্তার উল্টো ফুটপাথে অপেক্ষা করব।

এই দুটো কাজ সেরেই পালাতে হবে। কথাটা কানে কানে বলা এইজন্যে যে, টিভির চোখ কানা হলেও সাউন্ড বক্স সজীব। তার মানে জোরে কথা বললেই, মোনিকা চোখে কিছু দেখতে না পেলেও, কানে শুনতে পাবে।

এইবার চলে যাওয়া উচিত ডেভির। এখানে প্রতিটি সেকেন্ড থাকা তার পক্ষে অধিকতর বিপদের। কিন্তু ক্যারেনের চোখের জল আর ডেভির গলা জড়িয়ে ধরা তার দুই হাত যেন বিপদের চিন্তাকে ভুলিয়ে দেয়। ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়ে ডেভি। যেন এক সপ্তাহ নয়, এক বছর পরে তাদের দেখা। এই পরিচিত সুন্দর শরীরটা তার নতুন এবং অপরিচিত লাগে। মাথার ওপর তরবারি ঝুলছে বুঝেও ডেভি আবার নতুন করে দৃঢ় বাহুপাশে টেনে নেয় ক্যারেনকে এবং অকস্মাৎ দু'হাতে তাকে শূন্যে তুলে ম্যাসেজ টেবিলের ওপর শুইয়ে দেয়। ডেভির উপবাসী আত্মা এবার ঝাঁপিয়ে পড়ে। মনে হয় মৃত্যু নিশ্চিত জেনেও ওরা পরস্পরকে শেষবারের মতো পাবার পরই মরতে চায়। ক্যারেনের ঊর্ধ্বাঙ্গের পোশাকে ডেভির হাত নেমে আসে।

আনন্দ সত্ত্বেও ভীত ক্যারেন—ডেভি লেট আস গো নো ফার্দার। জাস্ট এ লিটল কিস অ্যান্ড লীভ মি। আমি রবিবার ঠিক সময়ে তোমার সাথে দেখা করব। আমার বাড়ি নিয়ে যাব। এখন মাথা খারাপ করো না।

কিন্তু ডেভির মাথা সত্যিই খারাপ হয়ে গেছে। এতদিন বাধার পর ক্যারেনকে, ক্যারেনের মিষ্টি শরীরটাকে কাছে পাওয়ায় উন্মাদ ডেভি। তাই ক্যারেনকে এখন তার চাই, সম্পূর্ণভাবেই চাই। বুঝতে হবে এই ক্যারেন সেই আগের ক্যারেন কিনা এই দেহটাও সেই আগের ক্যারেনের কিনা। তাই বোধহয় ক্যারেনের সতর্কবাণী কানে যায় না ডেভির। তার ডান হাত ক্যারেনের ঊর্ধ্বাঙ্গ উন্মুক্ত করার জন্য অস্থির হয়ে পড়ে।

আবার বাধা দেয় ক্যারেন—ও ডেভি, প্লিজ কাম ডাউন। আমার আর একটা কাজ আছে। আমাকে ম্যাসেজ রুম নাম্বার বারোতে এখুনি যেতে হবে। এ নিউ কাস্টমার ইজ ওয়েটিং। টাইম ইজ আপ।

তাইতো! এটা তো ওদের কাজের জায়গা। প্রভু মোনিকার মাহিনা করা ক্রীতদাস ওরা। তাই ক্যারেনকে ডিউটির সময় বাধা দেওয়া ঠিক নয়। সরে যায় ডেভি। ম্যাসেজ টেবিল থেকে উঠে পড়ে ক্যারেন। কাঁধের স্ট্র্যাপ ঠিক করে, ডেভির দিকে জলভরা চোখে তাকিয়েও মিষ্টি হাসি হাসতে পারে ক্যারেন—ডেভি, মনে পড়ে তুমি একদিন বলেছিলে, আই লুক মোর বিউটিফুল উইথ দিস বিকিনি দ্যান উইদআউট ইট। তাই কী?

—ইয়েস, আই থিংক সো।

—দেন লেট মি গো।

ডেভি সরে দাঁড়ায়। ডেভির তলপেটে একটা হাল্কা ঘুষি মেরে দৌড়ে চলে যায় ক্যারেন—রিমেমবার সানডে।

মনটা এবার খুশি হয়ে ওঠে ডেভির। ক্যারেনকে ভীষণভাবে পাবার জন্যে অস্থিরতাটা ধীরে ধীরে শান্ত হয়ে আসে। আর মাত্র দু'দিন, তবু মনে হয় রবিবারটা যেন বহু বহু দূরে।

ঘর থেকে বেরিয়ে করিডোর দিয়ে হেঁটে বারো নম্বর ম্যাসেজ রুমের কাছে এসে থমকে দাঁড়ায় ডেভি। হ্যাঁ, এইখানেই না ক্যারেনের ডিউটি এখন! লাল আলো জ্বলছে বাইরে। অর্থাৎ সামান্যতম ডিসটার্ব যেন কেউ না করে। মোনিকার নির্দেশ আছে, সিলভিয়ান মিউজ ইচ্ছা করলে এই সময়ে কোনও ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ের মৃত্যুসংবাদও গোপন রাখতে পারে, অন্তত যতক্ষণ না ক্লায়েন্ট সার্ভিস শেষ হয়।

ডেভির মন আবার অস্থির হয়ে ওঠে। ইচ্ছা হয়, এই মুহূর্তে লাথি মেরে দরজাটা ভেঙে ফেলে, ক্যারেনকে টেনে নিয়ে আসে, টু হেল উইথ অল দিস ব্লাডি ডিউটি, অল বুলশিট।

হয়তো তাই ঘটে যেত। চোখের পর্দায় ক্যারেনের নগ্ন দেহের ছবিটা ভেসে ওঠে ডেভির। দরজার ঠিক ওপারেই ক্যারেন এখন এই রূপে বিরাজিতা। অথচ ডেভির কোনও উপায় নেই, কোনও অধিকার নেই তার কাছে যাবার। একটু আগে ক্যারেনকে যে রূপে যেভাবে চাইছিল ডেভি, সেইরূপে সেইভাবেই রয়েছে ক্যারেন—কিন্তু অন্যত্র, অন্যের কাছে।

আবার মাথায় আগুন জ্বলে ওঠে। প্রচণ্ড এক পদাঘাতে আপাতত এই দরজাটা ভাঙতে ইচ্ছা করে। তারপর গোটা সিলভিয়ান মিউজে আগুন জ্বালিয়ে দিয়ে ক্যারেনের হাত ধরে পালাতে হবে। দিবালোকে রাস্তার লোক বিস্মিত হয়ে দেখবে এক নগ্ন পুরুষ ও নারীর উন্মাদ দৌড়...এবং দমকলের গাড়ির ঢং ঢং শব্দে আগমন। ছাই হয়ে যাক সিলভিয়ান মিউজ। ওরা লজ্জাহীন, ওরা উন্মাদ, ভালবাসায় উন্মাদ, তাই সুসভ্য পোশাক পরা পৃথিবীকে ব্যঙ্গ করেই দুই আদিম নারী আর পুরুষ ছুটবে, ছুটবে আর ছুটবে। যতক্ষণ না ওরা ড্রাগনের প্রসারিত হাতের বাইরে গিয়ে মুক্ত হতে পারে।

লাথি মেরে দরজা ভাঙার জন্য সজোরে পা ওঠায় ডেভি।

এবং ঠিক সেই মুহূর্তে করিডোরের সাউন্ড বক্সে ডারলিনের গলা ভেসে আসে। মিঃ ডেভি কক্স, ইউ আর রিকোয়েস্টেড টু সি দ্য অথরিটি অ্যাট হার অফিস ইমেডিয়েটলি।

বজ্রাঘাত হবে—ধারণা ছিল। ঠিক হলো না। অন্তত এখন।

বিদ্যুৎ চমকাচ্ছিল। এখন মোনিকার মুখের ত্যারছা হিংস্র হাসিটা বিদ্যুৎ বলে মনে হলো।

টেবিলের সামনের চেয়ারটায় বসতে যাচ্ছিল ডেভি। বাধা দিল মোনিকা।

—বসার সময় নেই। সতের নম্বর ম্যাসেজ রুমে চলে যাও, তোমার বয়স্কা বান্ধবী মিসেস ক্যাথি ডোনার হাজির।

ডেভি কিছু বলতে যাচ্ছিল, কারণ মোনিকার মুখের হিংস্র হাসিটা সত্যি ভয়ংকর।

মোনিকা আবার বাধা দিল—ডোন্ট ওয়েস্ট টাইম, গো।

ম্যাসেজ রুমে ক্যাথি। সেই মিষ্টি হাসি। কিন্তু আজ মিষ্টি হাসিটা অত মন দিয়ে দেখার সময় নেই ডেভির। মাথার মধ্যে ঘুরছে মোনিকার হিংস্র হাসি—যার অর্থ পরিষ্কার বোঝা না গেলেও মারাত্মক কিছু যে অপেক্ষা করছে, সেটা সম্পর্কে সন্দেহ নেই।

ক্যাথি বলে, ডেভি, মাই ফ্রেন্ড, আমি এসেছি। আজকে আমি ফ্রি। কোনও কাজ রাখিনি। আজ তুমি আমাকে সব লেসন শিখিয়ে দাও, আমি শিখতে চাই।

ক্যাথিন পরনে সংক্ষিপ্ততম পোশাক।

ডেভি বলে, খুলে ফেল।

ক্যাথি হাসে—এইটুকু পোশাক থাকলেই বা কি! তোমার-আমার পোশাক খুলে যদি একটা চায়ের কাপে রাখি, তা সত্ত্বেও সেখানে চিনির জন্য জায়গা থাকবে।

—তবুও খোল।

—তুমি আগে।

—বেশ!

নিজের কস্ট্যুম ছুঁড়ে ফেলে দেয় ডেভি।

পুলকিত ক্যাথি—ওঃ, যখনই তোমায় এই অবস্থায় দেখি; তখনই আমি বুঝতে পারি—আমি একটা মেয়ে, আমার শরীরটা বলতে থাকে।

—কেন, অন্যসময়?

—অন্যসময় সময় কই? বিজনেস দেখতে হিমশিম খাই।

—বিজনেস! ও, হ্যাঁ শুনেছি, তোমার নাকি টাকা রাখার জায়গা নেই।

—সেটা বাড়িয়ে বলা। তবে হ্যাঁ, মোটামুটি আছে, পয়সা দিয়ে সুখ কেনার টাকা আছে।

—কি করবে এত টাকা দিয়ে—

—তোমায় দিয়ে যাব!

আবার মিষ্টি হাসি। এবার হাসিটা লক্ষ্য করতেই হয়।

—আমায় দিয়ে যাবে! এমন নিষ্ঠুর জোক কেউ করে না।

—নিষ্ঠুর কেন! পৃথিবীতে সবই সম্ভব।

—আমি যদি তোমার আগে মরি!

—ইমপসিবল, আমার বয়েস তোমার ডবল। আই অ্যাম থার্টি ফাইভ, ইউ আর হার্ডলি এইটটিন!

—তাতে কি! মৃত্যু কি বয়েসের ওপর নির্ভর করে! সাপোজ, টুমরো আই অ্যাম রান ওভার বাই আ বাস।

ক্যাথির মিষ্টি হাসি মিলিয়ে যায়।

—জেসাস! এসব কথা উচ্চারণ করো না।

কথা বলতে বলতে কাজ থেমে নেই কিন্তু। ম্যাসেজ টেবিলে শায়িত ক্যাথির সাথে এক রাউন্ড ফাকিং অ্যান্ড সাকিং সম্পন্ন হয়েছে। কিন্তু এখনও দৃঢ় যন্ত্র ডেভির।

মিষ্টি হেসে ক্যাথি বলে, আঃ, ডেভি, ইউ আর দ্য ম্যান। ব্লেসড বাই দ্য অলমাইটি।

—আই ওয়ান্ট টু বি লাভড বাই ক্যাথি।

—নো লাভ! ফ্রেন্ডশিপ। আমরা বন্ধু।

—কেন ভালবাসা যায় না?

—প্রবলেম। ভালবাসলে বিয়ে করতে হয়। আমরা বিয়ে করব না। আমি ম্যারেড। আমার স্বামী মিস্টার জোনাথন ডোনার। ধনী ব্যবসায়ী। অব কোর্স, তার অন্য নারী আছে। তা থাকুক। আই অ্যাম হ্যাপি—ওর স্ত্রী হয়ে। অ্যান্ড আই লাভ হিম।

কতরকম বিচিত্র জীব আছে পৃথিবীতে। সিলভিয়ান মিউজের চিড়িয়াখানাতে তাদের সাময়িক অস্তিত্বের যেটুকু পরিচয় পায় ডেভি, পেটে বিদ্যে থাকলে একটা মোটা রিসার্চের বই লিখতে পারত।

ডেভি বলে, ইউ ওয়ান্ট টু লিক মাই কক?

—ইয়েস।

ডেভির দুই পা জড়িয়ে ধরে ক্যাথি। প্র্যাকটিস মেইকস ওয়ান পারফেক্ট। ক্যাথি এখন কুশলী। ক্ষণপরে লাজুক ক্যাথি বলে, ডেভি, মাই কান্ট ইজ কক-হাংগ্রি অ্যান্ড হট।

দেহমিলন শাস্ত্রের সংঃ প্রক্রিয়া চলতে থাকে। ঈশ্বর মানুষকে এই বিষয়ে কয়েকটি সীমিত অঙ্গ দিয়েছেন। কিন্তু তা দিয়ে অসীম আনন্দ তৈরি করা যায়। ডেভির হাত, আঙুল, পুরুষাঙ্গ, অণ্ডকোষ, মুখ, জিভ, ঠোঁট—সবই একে একে, এবং একাধিকবার ব্যবহৃত হয়। ক্যাথিও তার শরীরের সব অংশ দিয়ে ডেভির সেবা করে। একসময়ে মনে হয়, ডেভিই যেন ক্লায়েন্ট। টাকা তাকেই পে করতে হবে। সিলভিয়ান মিউজের যা রেট।

ক্যাথি বলে, এখন এক কাপ চা খাই আমরা। তারপর—

—তারপর আবার!

ক্যাথি মিষ্টি হাসে—ওঃ, ডোন্ট বি সো ব্লান্ট। ওই কথাটাই কত সুন্দরভাবে বলা যায়।

—আমি তো কবি নই।

—বাট ইওর পেনিস ইজ আ হিউজ পেন, আর সাদা কালি দিয়ে শরীরের কবিতা লেখ তুমি।

—সে সব কবিতা শাওয়ারের নিচে ধুয়ে যায়।

—বাঃ, এই তো খুব সুন্দর কথা বললে।

চা এসেছিল। খাওয়াও হয়ে গেল। আজ ক্যাথির অন্য কোনও অ্যাপয়েন্টমেন্ট নেই। সে সেদিন বলেই গিয়েছিল, সে সম্পূর্ণ মুক্ত হয়ে আসবে।

তাই আরেক রাউন্ড।

এমন একঘেয়ে রিপিটেশন যা কখনও একঘেয়ে হয় না এদের কাছে।

ক্যাথি বলে, দিস টাইম, আরও ভাল।

—তুমি বন্ধু, তাই বন্ধুর জন্য সব সময় যত্ন নিতে হচ্ছে।

লজ্জা হারিয়েছে ক্যাথি—আবার চাই।

এক মিনিটও কাটেনি। ডেভি পর্যন্ত অবাক। সে মোনিকাকেও চির-অতৃপ্ত নিম্ফোম্যানিয়াক মনে করত। ক্যাথি তো কিছু কম নয়। পার্থক্য শুধু, ও প্রভু হতে চায় না, আদেশের সুরে কথা বলে না, মিষ্টি ব্যবহার, মিষ্টি কথা—আর মিষ্টি হাসি। এবং ডেভি ওর ক্রীতদাস নয় (পেমেন্ট ও টিপস সত্ত্বেও) ওর বন্ধু।

শেষ হয়। এবং আবার শেষ থেকে শুরু। কালকে আফ্রোডিসিয়াক ইনজেকশন দরকার হবে হয় তো—ভাবে ডেভি।

ক্যাথি সহজ। মিষ্টি হেসে গান গায় যার মানে—

'ও সেক্স! তোমার অন্ত পাওয়া ভার—

শেষের পরেও শুরু আছে, এই কথাটি সার—'

এবার যদি ক্যাথি বলে, আবার চাই, কি করবে ডেভি!

ক্যাথি বলে, তুমি মেয়ে হলে বুঝতে তোমার কক ম্যাজিক জানে।

এমন প্রশংসা নতুন কিছু নয়। তবে মেয়ে হয়ে জন্মালে ভালই হতো। গ্যাং-রেপ হওয়ার রিস্ক থাকলেও মেয়ে হয়ে লাভ আছে। তবে, মেয়ে হলে ক্যাথি ডোনারের মতো মেয়ে হয়ে জন্মাতে হবে—যার অনেক টাকা, অন্তত জীবনে আর্থিক অনিশ্চয়তা নেই, এবং সিলভিয়ান মিউজে এসে ডেভির মতো একটা বন্ধু পাওয়া যেন যায়।

এটা ঠিক—মেয়ে নিজেকে ক্ষয় করে না এইভাবে।

কিন্তু পুরুষকে তার রক্ত ক্ষয় করে যেতে হয়।

বাধ্যতামূলক ক্ষয়।

এখন টের পায় ডেভি, ক্ষয়েরও বিচিত্র পদ্ধতি আছে। যেমন, এই মুহূর্তে ক্যাথির মুখের ভেতর এক অবিশ্বাস্য বিরাট উনুনের উপর কড়াইয়ে তার পুরুষাঙ্গ ও অণ্ডকোষ যেন সিদ্ধ হচ্ছে। তার সমস্ত বীর্যকণা উত্তাপে বাষ্প হয়ে সেই মুখের ভেতরেই হারিয়ে যাচ্ছে।

ক্রমশ আবার হারিয়ে গেল ডেভি। গোনা হয়নি এই নিয়ে কতবার।

ক্যাথি বলে, আমি এতক্ষণ স্বর্গে ছিলাম, এইমাত্র ফিরে এলাম।

—নাইস ট্রিপ।

—হ্যাঁ, একেই বোধহয় বলে হেভেনলি প্লেজার, স্বর্গসুখ।

উঠে বসে ডেভির পিঠে নিজের দুই বুক চেপে ধরে ক্যাথি। শক্ত বোঁটা দুটি পেরেকের মতো বিদ্ধ করে ডেভিকে। দুই-তিন মিনিট কথা হয় ওদের। ডেভি ভাবে, খেলা শেষ কিনা। নাকি আবার ক্যাথি বলবে—ডেভি, আবার। ওয়ান্স এগেইন!

ঠিক সেই মুহূর্তে হাতের কাছে ফোনের আলো জ্বলে।

রিসিভার তোলে ডেভি। শুনতে পায় পরিচিত গলা।

—দিস ইজ মোনিকা।...ভাল করে শোন, একদিনের পক্ষে এই মিষ্টি হাসির কক-হাংগ্রি রাক্ষসীটা অনেক পেয়েছে। নো মোর। জেসাস, যদি আবার তুমি এগিয়ে যাও, অ্যান্ড ফাক হার, সে প্রায় একমাসের পরিতৃপ্তি নিয়ে চলে যাবে। আমার ব্যবসার ক্ষতি হবে। কিপ হার হাংগ্রি। যাতে পরের সপ্তাহে আবার আসে। তাছাড়া, অন্য কাস্টমার আছে, তাই সেভ সামথিং, তাদের জন্য।

ডেভি চুপ করে শুনে যায়।

মোনিকা বলতে থাকে—ওকে তাড়াও এখন। বলো, এইমাত্র জানতে পারলে তোমার জন্য এক কাস্টমার নির্দিষ্ট অ্যাপার্টমেন্টে অপেক্ষা করছে। তাতে হয়তো ও একটু জেলাস হবে, কিন্তু নেক্সট উইকে ঠিক আসবে। ও. কে?

ফোন রাখে ডেভি। বিষণ্ণমুখে ভান করে ক্যাথিকে জানায়—ফ্রন্ট অফিস থেকে খবর এলো আরেক কাস্টমার এসেছে। অপেক্ষা করছে। এবং সে ডেভিকেই চাইছে। অফিসও সেই রকম নির্দেশ দিচ্ছে।

ক্যাথি বলে, ওকে ভাগিয়ে দাও। আই উইল পে ট্রিপল। যতক্ষণ আমি থাকব, তুমি আমার।

—শান্ত হও—ডেভি বলে, রোম ওয়াজ নট বিল্ট ইন আ ডে। আমরাও আমাদের রোম ধীরে ধীরে তৈরি করব। সময় লাগুক, ক্ষতি নেই। রাশ করার দরকার কি! আরও কত বিচিত্র আনন্দ জমা রইল—ফর নেক্সট উইক। তাছাড়া, এ ক'দিন দেখা না হলে আমরা আরও পাগল হয়ে থাকব, কবে দেখা হবে। দ্যাট ইজ এক্সাইটিং। তাই না?

—তা ঠিক, তবে এই অপেক্ষা করাটা একটা যন্ত্রণা। বিজনেসের কাজ আছে অবশ্য। সেগুলো সেরে নেব। রাতে একা বিছানায় ভাবব, কবে দেখা হবে।

—একা কেন? মিস্টার ডোনার—যাকে তুমি খুব ভালবাস, ইওর হাসব্যান্ড!

—হ্যাঁ ভালবাসি, বাট নট অ্যাট বেড।

—কেন? ইজ হি ইমপোটেন্ট?

—নো। বাট ইফ ইউ আর টাইগার, হি ইজ যাস্ট আ ক্যাট।

ডেভি হাসে—ভালই তো, ক্যাট ইজ সেফ, কিন্তু টাইগার তোমায় খেয়ে ফেলতে পারে।

—আমি তো তাই চাই, টাইগার আমাকে খেয়ে ফেলুক।

—তারপর?

—ডেভির মতো টাইগার—যে খেয়ে ফেলে, আবার বাঁচিয়ে দেয়।

ডেভি কিছু বলতে যাচ্ছিল। তখুনি ফোনের আলো জ্বলে।

রিসিভার তুলে ডেভি বলে, আই অ্যাম কামিং। ওয়ান সেকেন্ড, প্লীজ।

১০

ক্যারেনের কানের কাছে ডেভি ফিসফিস করে বলে, আজ রাতে আমরা একসাথে ডিনার করব। তোমার সাথে কিছু কথা আছে।

এক্সারসাইজ রুমের রোয়িং মেশিনটার পরীক্ষা করছিল ক্যারেন। সে জানে অনেকদিন পরে ডেভি এই প্রথম ওর এত কাছে আসার সুযোগ পেল। অবশ্য এই মুহূর্তে এক্সারসাইজ রুমে সে একলা। মনে মনে ভাবছিল—ইস, যদি এক্ষুণি ডেভি একবার আসে! এবং অদ্ভুত টেলিপ্যাথি। পাঁচ সেকেন্ড পরেই ডেভি হাজির। আতঙ্কের মধ্যেও খুশি হয় ক্যারেন, আবার খুশির মধ্যেও বিলক্ষণ আতঙ্ক আছে। তাই কোনও কথা বলতে পারে না।

ডেভি বলে, তাহলে ওই সময়েই আমাদের দেখা হবে।

পাশের ঘরে চলে যায় ডেভি, সেখানে একজন বিশাল চেহারার মহিলা দাঁড়িয়ে। ডেভি তাকে দেখিয়ে দেয় কী করে ভারী তলপেটের চর্বি ব্যায়াম করে কমাতে হয়।

বেশ ক'দিন ধরেই ডেভি ক্যারেনকে কথা বলার জন্য খুঁজছিল, কিন্তু পায়নি। ভাবছিল সে, আচ্ছা ক্যারেনও কি তাকে খোঁজার চেষ্টা করছে না! নিশ্চই করছে, শুধু মোনিকার সবরকমের বাধা সে কাটিয়ে উঠতে পারছে না। অফিসে অথবা করিডোরে সকলের সামনে একবার-দু'বার ক্যারেনের সাথে মুখোমুখি হয়েছে ডেভি, কিন্তু ডেভির আগ্রহী চোখের দিকে তাকিয়ে ক্যারেন মৃদু হেসেছে মাত্র, জাস্ট এ লিটল স্মাইল, তারপরেই চকিতে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে।

আজকে মোনিকা টাউনের বাইরে গেছে। দু'দিনের জন্য ব্যবসার কাজে। তাই, এই প্রথম আকাশের নিচে মিলিত হওয়ার সুযোগ। প্রথমে সিলভান মিউজের সুইমিং পুলে আসে ওরা। জামাকাপড় ছেড়ে ইচ্ছেমতো সাঁতার কাটে, জলক্রীড়ায় হৈ-চৈ। ছোটাছুটি, লাফ-ঝাঁপ। ক্যারেনকে শূন্যে তুলে ধরে ডেভি। ক্যারেন হাস্যময়ী! ইস, কতদিন এমন হাসি দেখা যায়নি ওর মুখে।

তখনই ঠিক হয়, আজ সন্ধ্যেবেলা এই কারাগারের বাইরে যাবে ওরা। অনেকদিন বাদে সিলভান মিউজের বাইরের বাতাসে নিঃশ্বাস নিতে পারবে। অবশ্য তা সম্পূর্ণ স্বস্তির নিঃশ্বাস নয়, কারণ তাদের এই বেরিয়ে যাওয়াটা এবং বেশ কিছু সময় বাইরে কাটিয়ে আসা অবশ্যই জানতে পারবে মোনিকা। তবু ঝুঁকি নিতেই হবে, ভাগ্যের ওপর নির্ভর করতেই হবে।

ঠিক সময়ে রাস্তার মোড়ে অপেক্ষা করছিল ক্যারেন। একটা ট্যাক্সি নিয়ে ডেভি তার সামনে এসে দাঁড়ায়। প্রায় মাইল খানেক দূরে একটি সুন্দর রেস্টুরেন্টে ওরা বসে। এই জায়গায়টা বেশ নির্জন, অর্থাৎ ভিড় বেশি নেই। তাই মন খুলে কথা বলার সুযোগ আছে। সত্যি, এতক্ষণ পর্যন্ত ভাগ্য ওদের সাহায্যই করেছে।

খাবারের অর্ডার দিয়ে সিটের গদিতে পিঠ এলিয়ে একটু আরাম করে বসে ডেভি। এইবার দ্বিধাহীন চোখে ক্যারেনকে লক্ষ্য করে। অতি সুন্দর একটি পাতলা সাদা গাউন পরেছে ক্যারেন, যে পোশাকে তার নিখুঁত ফিগার সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

ক্যারেন বলে, খুব খুশি হয়েছি, তুমি আমায় ইনভাইট করেছ। যদিও জানি মোনিকা জানতে পারলে আমাদের দু'জনের গর্দান যাবে।

ডেভি হাসে—জানতে তো পারবেই, তবে গর্দান যাবে না, চাকরি যাবে।

—ওই একই হলো। চাকরি যাওয়া আর গলা কাটা একই ব্যাপার।

ডেভি হাসে—তোমার চাকরি যাবে না।

—কেন?

—মোনিকা টাকা ছড়িয়ে আর একটা ডেভি জোগাড় করে নেবে, কিন্তু আর একটা ক্যারেন পাওয়া তার পক্ষে অসম্ভব। লাখ টাকা ছড়ালেও না।

—কেন এই কথা বলছো? আমি কী এমন—

—তুমি মোনিকার নেশা। তার অন্তঃপুরে নিভৃতে নারী শরীর নিয়ে খেলার একটাই ব্র্যান্ড—ক্যারেন ব্র্যান্ড। আর এই ব্র্যান্ডের তো বিকল্প হয় না। দ্বিতীয় ক্যারেন কোথায়?

—এটা তুমি বাড়িয়ে বলছ।

—একটুও নয়। ক্যারেন ছাড়া মোনিকার চলবে না। তার এত খামখেয়ালী সেক্স-অত্যাচার মুখ বুজে আর কোন মেয়ে সহ্য করবে? ক্যারেন পৃথিবীতে একটাই আছে, তাই তোমার চাকরি পাকা।

হয়তো ঠিকই বলছে ডেভি। মনে মনে স্বীকার করে ক্যারেন। ডেভিকে তাড়িয়ে আর ক্যারেনকে আটকে রেখে বরং আরও খুশি হবে মোনিকা। তার অত্যাচার আরও বেড়ে যাবে। ভখন বাধ্য ক্রীতদাসী ক্যারেনকে সবই সহ্য করতে হবে।

মন থেকে আপাতত ভবিষ্যতের এই বিপদকে ভুলতে চেষ্টা করে ক্যারেন, বলে, তুমি বলছিলে আমার সাথে জরুরি কথা আছে, কী কথা?

—আমার কথা পরিষ্কার। আমি জানতে চাই তোমার মতো শান্ত সুন্দর নরম মনের মেয়ে কী সারাজীবন এই জঘন্য জায়গায় এইভাবে কাটাতে চায়?

—জঘন্য?

—নিশ্চই।

—হ্যাঁ, তা হয়তো সত্যি। কিন্তু ভুললে চলবে না এই জায়গাটাই আমাদের রুটি দিচ্ছে। সিলভিয়ান মিউজ ইজ আওয়ার ব্রেড-গিভার।

উত্তেজিত ডেভি টেবিলের ওপর কিল মারে—কিন্তু সারা পৃথিবীতে আর কোথাও কী আমাদের রুটি জুটবে না?

—হ্যাঁ, জুটবে, আরও খারাপ জায়গায় যদি যাই। সেটা কী তোমার ভাল লাগবে?

—আরও খারাপ কেন? একই তো ব্যাপার। সেখানেও টাকার বিনিময়ে দেহ দিতে হবে, এখানেও যা হচ্ছে।

—এক নয় ডেভি, এখানে আমরা চাকরি করছি। আরামে আছি। সকলের আড়ালে আছি। ভুলো না এই টাউনে সিলভিয়ান মিউজ একটি অতি নামজাদা হেলথ ক্লিনিক। বহু সুনামী নারী-পুরুষ এখানে আসে, বিশেষ করে নারী—যাদের অর্থ আছে, সামাজিক প্রতিষ্ঠা আছে। এখানে আমরা নিরাপদ। মোনিকার যথেষ্ট প্রতিপত্তি আছে এই শহরে।

ডেভি হাসে—ঠিকই বলেছ, তফাৎ আছে। পোষা কুকুর আর রাস্তার কুকুরে যা তফাৎ।

—আমি প্রশ্ন করছি রাস্তার কুকুরের জীবন কী ভাল? পোষা কুকুরকে হয়তো বন্দী থাকতে হয়। কিন্তু তুমিই বলো রাস্তার ভিখিরির স্বাধীনতার কী দাম? এখানে তবুও সমাজের সম্মানিত মহিলাদের কাছে আমার নিজেকে বিলিয়ে দিতে হয়। তাঁরা আমাকে পেয়ে খুশি হন। তুমি তো জান ছোটবেলায় সেই গ্যাং-রেপের পর আমার পুরুষকে আর ভাল লাগে না, আনটিল আই মেট ইউ। তাই এখানে আমার খারাপ কাটেনি। তাছাড়া আমি মোনিকার হাতে তৈরি। জানি, ও আমার ওপর শারীরিক বা মানসিক অত্যাচার করে অদ্ভুত এক ধরনের আনন্দ পায়। কিন্তু ওর কী দোষ! ও নিজেও খুবই অসুখী। অহমিকার জন্য সেটা স্বীকার করে না। বাট আই নো দ্যাট। তাই রাস্তায় এসে কী ভাল হবে আমার?

এতক্ষণ ধৈর্য ধরে শুনছিল ডেভি। এইবার কথা বলে।

—দেখ ক্যারেন, ইউ আর নট রিয়েলি এ বর্ন লেসবিয়ান। তোমার ওই দুর্ভাগ্যের সুযোগ নিয়ে মোনিকা খুব প্ল্যানমাফিক তোমাকে এইভাবে তৈরি করেছে। এই কথা যে

সত্যি সেটা তুমি নিশ্চই এখন বুঝতে পেরেছ। তা না হলে তুমি আমার সাথে আজ এখানে আসতে না।

চুপ করে থাকে ক্যারেন। ডেভি আবার বলে—ভাল করে ভেবে দেখ। হয়তো তুমি এখনও আমাকে ভালবাস না, কিন্তু নিশ্চই স্বীকার করবে পুরুষের প্রতি বা পুরুষমাত্রই তোমার আর বিশাল ঘৃণা নেই। মোনিকার ঘরে আমাদের তিনজনের আরামশয্যায় তুমি আমাকে স্পর্শ করেছ। বলতে পারো সেটা হয়তো মোনিকার আদেশে, ফর হার স্যাটিসফ্যাকশন অব সেক্স আর্জ। কিন্তু আজ থেকে দু' সপ্তাহ আগে তুমি করিডোরের অন্ধকারে হঠাৎ সুযোগ পেয়ে আমাকে যে চুমু দিয়েছিলে, তার মধ্যে তো মোনিকার আদেশের কোনও ব্যাপার ছিল না। মোনিকার ঘরে যখন শেষবার সে আমাকে নিয়ে তোমার চোখের সামনে উপভোগ করছিল তখন তুমি আর আগের মতো পেশাদারী পরিচারিকা হয়ে তোমার সেবাকাজ চালিয়ে যেতে পারনি। সে রাতে তুমি মোনিকার আদেশ ছাড়াই দরজার বাইরে চলে গিয়েছিলে আর একা একা কেঁদেছিলে। কেন?

ক্যারেন তবুও চুপ, কোনও উত্তর দেয় না।

—উত্তর দাও ক্যারেন। আগে নিজের মনকে প্রশ্ন কর। মন কী বলছে সেটা শোন। তারপর আমার কথার জবাব দাও।

ক্যারেনের হাত চেপে ধরে ডেভি। এতদিন এত কঠিন ম্যাসেজের কাজ করার পরেও ক্যারেনের হাত ফুলের মতন নরম। অর্থাৎ অত্যাচার আর পরিশ্রম তার শরীরকে নষ্ট করতে পারেনি। নিশ্চই কোনও পুণ্য করেছিল ক্যারেন, তাই ঈশ্বর ওকে ক্ষয় হতে দেননি।

হাত ছাড়াবার চেষ্টা করে না ক্যারেন। বরং এইবার ডেভির মুখের দিকে সোজাসুজি তাকায়। ডেভি বোঝে চোখের জল আটকাবার চেষ্টা করছে ক্যারেন, ঠোঁট কামড়ে ধরছে। কিছু বলার, হয়তো ডেভির প্রশ্নের উত্তর দেবার চেষ্টা করছে সে। কিন্তু ভাষা পাচ্ছে না। তাই থরথর করে কাঁপছে ওর দুই ঠোঁট।

ডেভি বলে, নির্ভয়ে বল ক্যারেন।

—কী বলব?

—বল তুমি কি আমাকে চাও?

এইবার যেন ফেটে পড়ে ক্যারেন। বেশ জোর গলায় বলে, হ্যাঁ চাই চাই চাই, আমি তোমার ঘরে যেতে চাই, যদিও জানি এখনও কোনও ঘর নেই তোমার। আমি তোমার মনটাকে চাই—যেটা একটা আয়না, যার ওপর আমার ছায়া ফুটে রয়েছে। আমি তোমার শরীরটাকেও চাই—তোমার ঠোঁট, মুখ, হাত, পা সবকিছু। আই ওয়ান্ট ইভন ইওর অরগ্যান ইনসাইড মি, ইট শুট দেয়ার অ্যান্ড গিভ মি এ চাইল্ড। যদি আমাদের বিয়ে সম্ভব না হয় স্টিল আই ওয়ান্ট টু বি মাদার অব ইওর চাইল্ড।

—কিন্তু লোকে তাকে বলবে বাস্টার্ড, বেজন্মা।

—বলুক।

—না ক্যারেন, আই ডোন্ট ওয়ান্ট বি ফাদার অব অ্যানাদার আনফরচুনেট ডেভি।

—তবে যে বলছিলে আমরা এখান থেকে চলে যাই!

—যাব, আগে একটা ব্যবস্থা করি, তবে তো। মাথার ওপর একটা ছাদ আর দু'বেলা রুটি, অন্তত এটুকু তো পেতে হবে। কিন্তু তুমি বল মোনিকাকে ছেড়ে তুমি আসতে

পারবে তো? নাকি আমি একা চলে এসে পথে পথে ঘুরব বা হয়তো আশ্রয় ও রুটির জোগাড়ও করব, কিন্তু তুমি আসতে পারলে না!

—তাও হতে পারে।

রেস্টুরেন্টের ছোট কেবিনের মধ্যে যেন এইবার বজ্রপাত হলো। যে বজ্রপাত সেদিন মোনিকার অফিসরুমে আশা করেছিল ডেভি। আশ্চর্যের বিষয়, মোনিকা নয়, ক্যারেনই বজ্রহাত ডেকে আনল।

চুপ করে যায় ডেভি, আর কি বলবে ভেবে পায় না। ক্যারেনের সেই সাহস নেই। মোনিকার দাসীবৃত্তি করাই সে ভাল মনে করে। সে পোষা কুকুরের নিরাপত্তা চায়, রাস্তার কুকুরের তথাকথিত স্বাধীনতা সে চায় না।

ঠিক আছে, ডেভিও অকারণে একটু বেশি স্বপ্ন দেখে ফেলেছিল। এইবার নিজের স্বার্থটা দেখা দরকার।

—কিন্তু আমি যে তোমাকে চাই ক্যারেন।

—উপায় কোথায়?

—তোমার শরীরটাকে পাওয়ার উপায় তো আছে। সুযোগ বুঝে সিলভিয়ান মিউজের মধ্যেই সেটা হয়তো সম্ভব।

—তাতে কি তুমি খুশি হবে?

—কিছুটা তো হব।

—হায় ডেভি, আমাকে এইভাবে পেয়ে, হোয়েন আই অ্যাম অন্ ডিউটি, তখন বেশ কিছু পুরুষ তো খুশি হচ্ছে, হবেও, তুমিও কি সেই খুশি পেতে চাও?

—ইয়েস, বিকজ আই অ্যাম নট পেয়িং, ইউ, ইওর বডি ইজ এ ফ্রি গিফ্‌ট্ টু মি।

জ্বলজ্বল করছে ডেভির চোখ। একটু আগের রোম্যান্টিক ডেভিকে এখন গুহামানবের মতো দেখাচ্ছে। হি লুকস্ লাইক এ কেভ ম্যান। দাঁতে দাঁত ঘষে ডেভি বলে, হ্যাঁ আমি তোমাকে সেভাবেই চাই। বাট ইট ইজ ডিফারেন্ট। আই অ্যাম নট ইওর ক্লায়েন্ট। তুমিও আমার কাছে টাকার বিনিময়ে আসছ না। অ্যান্ড আই উইল এনজয় ফ্রি-ফাকিং! হাঃ হাঃ, হোয়াট এ গ্র্যান্ড আইডিয়া!

শিউরে উঠে দু'হাতে মুখ ঢাকে ক্যারেন।

ইতোমধ্যে বেয়ারা ডিনারের খাবার দিয়ে গেছে। চুপচাপ উঠে দাঁড়ায় ক্যারেন। বলে, আমি যাই।

—বসো, আমাকে অপমান করো না। আমি তোমায় ডিনারে ডেকেছি। ফিনিশ ইওর ডিনার অ্যান্ড দেন গো।

—কিন্তু আমার এই অপমানের পর ডিনার তো অর্থহীন ডেভি। একটি খাবারও আমার গলা দিয়ে নামবে না। আর তুমিই না বলেছিলে—ইউ লাভ মি।

—হ্যাঁ এখনও বলছি, আরে ভালবাসি বলেই তো তোমায় চাইছি। তুমি যখন ভালবেসে আমার সাথে রাস্তার কুকুর হতে চাইছ না, তখন ভাল থাক। অ্যাজ এ স্লেভ, অ্যাজ এ ফেভারিট বীচ অব মোনিকা অ্যান্ড রিমেইন অ্যাজ লেসবিয়ান, যা তুমি আগে ছিলে।

—তাহলে তুমি আমাকে চাইছ কেন? আমাকে আমার পুরনো জীবনে থাকতে দাও অ্যান্ড ফরগেট মি।

ডেভি হাসে—নো, আই উইল নট ফরগেট ইউ। আমি ভুলব না, তোমাকেও ভুলতে দেব না। তোমার আর মোনিকার সুখের মধ্যে আমিও একটা কাঁটা হয়ে থাকব। সুযোগ পেলেই তোমায় ডিসটার্ব করব...আর এও শুনে রাখ আমার চাকরি যাবে না। তোমার চোখের সামনে আমি মোনিকার শরীরটাকে এমন সুখ দেব যে সে আমাকে ছাড়বে না। লক্ষ টাকা দিলেও সে যেমন দ্বিতীয় ক্যারেন পাবে না, তেমনি শী ক্যান নট্ হ্যাভ এ সেকেন্ড ডেভি।

স্তব্ধ হয়ে যেন পাথরের মূর্তি ক্যারেন। কিন্তু পাথরের মূর্তির শ্রবণেন্দ্রিয় কাজ করছে। তাই শুনতে পায় ক্যারেন ডেভির সহাস্য উক্তি যা এখন উন্মাদের মতো শোনাচ্ছে, এমন কী মোনিকার অত্যাচারের নিষ্ঠুরতাকেও ছাড়িয়ে যাচ্ছে।

ডেভি বলতে থাকে—আমি আমার সর্বাঙ্গ দিয়ে আমাদের সেক্স ম্যানিয়াক বসকে এমন খুশি করব যে সে তোমার চেয়েও আমাকে বেশি ভ্যালু দেবে। আফটার অল, সে একজন মহিলা। সে তোমার মতো লেসবিয়ান নয়। অ্যান্ড আই অ্যাম এ ইয়ং ম্যান, যার শরীরটাকে সে কত ভালবাসে তুমি নিজের চোখেই দেখেছ। এইবার দেখবে সে এত ভালবাসছে যে আমি তার জপমন্ত্র হয়ে যাব। দেখবে ধীরে ধীরে মোনিকার আর ক্যারেনকে প্রয়োজনই হচ্ছে না, হাঃ হাঃ—

হঠাৎ টেবিল ছেড়ে ছুটে যায় ক্যারেন। এত আকস্মিক যে ডেভি ভাল করে বোঝার আগেই রেস্টুরেন্টের গেটের কাছে পৌঁছে যায় সে। ঘটনাক্রমে, সেই মুহূর্তে একটি ট্যাক্সিও উপস্থিত—হুশ্ করে ধোঁয়া ছেড়ে উধাও ট্যাক্সি আরোহী ক্যারেনকে নিয়ে।

একটা সপ্তাহ কেটে গেছে।

নতুন করে বজ্রপাত হয়নি। বরং ঝড়-জল-মেঘের দিন কেটে গেছে। মোনিকা স্বাভাবিকভাবেই কাজ পরিচালনা করছে। কেন জানি, এই এক সপ্তাহে তার অ্যাপার্টমেন্টে কোনও পার্টি হলো না।

ইতোমধ্যে ক্যারেনকে এক্সারসাইজ রুমে একলা পেয়ে ক্ষমা চেয়েছে ডেভি। প্রথমে হাত ধরেছিল এবং ঝটকা মেরে ছাড়িয়ে নিয়েছিল ক্যারেন। তৎক্ষণাৎ ওর দু'পা জড়িয়ে ধরেছিল ডেভি। দুই হাতে ওর পায়ের পাতা চেপে ধরে বলেছিল—প্লীজ, ফরগিভ মি। আমি ভুল করেছি।

বিস্মিত লজ্জিত ক্যারেন তখন ক্ষমা করতে বাধ্য। ক্ষমা পাওয়ার পর ঘর থেকে মাথা নিচু করে বেরিয়ে যাচ্ছিল ডেভি। ক্যারেন ওকে ডেকে ফেরায়। কাছে আসতেই ওর ঠোঁটে ছোট একটা চুমু দিয়ে বলে, আমাকেও ক্ষমা করো তুমি।

এবং বিস্মিত হয়েছিল ক্যারেন—ডেভির চোখে জল।

এর ফলে আবার স্বাভাবিক সম্পর্ক এবং সেই স্বাভাবিক সম্পর্ক থেকে ঘনিষ্ঠতায় ফিরে এলো ওরা।

কিন্তু এখন পর্যন্ত একটা আশ্চর্য—মোনিকার হলো কী? তার সেই স্বর্গসুখের আসর বন্ধ কেন?

বন্ধ নয়। খবর পাওয়া গেল—ইতোমধ্যেই দুটি রাতের আসর বেশ জমজমাট হয়েছিল। মোনিকা ছাড়া তাতে অংশগ্রহণ করেছিল ডাউগ আর টেরি। ডেভি এবং ক্যারেনের ডাক পড়েনি। মোনিকা প্রয়োজন বোধ করেনি ডেভি ও ক্যারেনের সাহায্যের।

আরেকটা চিন্তার ব্যাপার। খুব বেশি কাজ পাচ্ছে না ডেভি ও ক্যারেন। ক্যাথির পাত্তা নেই, যে ছিল ডেভির জন্য পাগল। আর ক্যারেন-প্রিয় মিসেস ক্যাপারই বা কোথায় গেল! ডারলিনকে এইসব সহসা পরিবর্তনের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করে কোনও লাভ হলো না। সে গম্ভীরভাবে জানাল, দেয়ার ইজ নো মেসেজ ফর ইউ টু।

—তাহলে আমরা কি করব?

—যাস্ট ক্যারি অন।

—আমাদের কাস্টমার কই?

—নেই এখন।

—তাহলে আমরা কি করব?

—দ্যাট ইজ ইওর বিজনেস।

এটা কি শাপে বর, না ঝড়ের পূর্বাভাস?

যাই হোক, এই পরিবর্তিত পরিস্থিতি অনেকটা বিভ্রান্ত ও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হলেও ডেভি আর ক্যারেন এর পূর্ণ সদ্ব্যবহার করল। এক্সারসাইজ রুমে ভিড় না থাকলে ওরা পাশাপাশি কথা বলতে শুরু করল।

—ক্যারেন, তুমি এখন নরম্যাল গার্ল।

—কিন্তু, আমি ভাবতে পারি না কোনও পুরুষ আমার সাথে সেক্সুয়ালি মিলিত হচ্ছে। দ্য আইডিয়া ইজ স্টিল রিভোল্টিং। শুধু তুমি ছাড়া। একে কি নরম্যাল বলা যায়?

—এখানে আরও লেসবিয়ান আছে, তাই না?

—অবশ্যই।

—তারা কি করে?

—তারা পুরুষের ধারেকাছে ঘেঁষে না।

—ক্লায়েন্ট এলে?

—দে ওনলি সার্ভ ওম্যান ক্লায়েন্টস।

—ওরা কি পুরুষদের ঘৃণা করে?

—প্রায় তাই। যেমন ধরো টেরি। শী ইজ আ গে গার্ল। মোনিকা একবার ওকে এক পুরুষ ক্লায়েন্টের কাছে পাঠাচ্ছিল। লোকটা টেরিকে ভীষণভাবে পছন্দ করেছিল। মোনিকা বলেছিল—যাস্ট গিভ হিম সাম কিসেস, অ্যান্ড প্লে উইথ হিজ কক। টেরি বলেছিল—আমি চুমু খেতে পারি, তাতে ওর ঠোঁট ছিঁড়ে যাবে। আর ইফ টাচ হিজ কক, আই উইল সিম্পলি কাট ইট অফ উইথ আ নাইফ।

—সর্বনাশ, তারপর?

—মোনিকা ওর মায়না কাটল, ধমক দিল, কিন্তু কোনও পুরুষ ক্লায়েন্টের কাছে আর পাঠাল না।

—তবেই দেখ ক্যারেন, তুমি তো টেরির মতো নও। ইউ ডোন্ট ফিল লাইক দ্যাট। তোমাকে তো পুরুষ ক্লায়েন্টদের সেবা করতে হয়েছে—কমপ্লিটলি। ফুল স্কেল ইন্টারকোর্স।

—হ্যাঁ, কিন্তু মনে হয়েছে, ওরা আমায় রেপ করছে।

—ভুল, পুরুষের আদরের নানা ধরন আছে, তোমার ভাগ্যে তা জোটেনি, তাই সেগুলোর চার্ম তোমার অজানা।

ডেভির মনে পড়ে এমন কয়েকজন মহিলাকে যারা শুধু ডেভির কাছ থেকে হ্যান্ড জব চেয়েছে আর সেই সেবায় রত অবস্থায় ডেভির বিস্ফোরণ দেখে খুশি হয়েছে।

সে কথা শুনে বালিকার মতো প্রশ্ন করে ক্যারেন—রিয়েলি? শুধু হাতের আনন্দ? ইউ ডিড নট হ্যাভ টু ইউজ প্রিক ইন দেয়ার কান্ট? বাট দে ওয়্যার স্যাটিসফাইড।

—ইয়েস। যার যেমন রুচি, যার যাতে আনন্দ। বরং ইন্টারকোর্স ইজ ব্যাক-ডেটেড—ওটা তো অ্যানিমেলরাও করে।

—আশ্চর্য!

—কিসের আশ্চর্য! তৃপ্তি নিয়ে কথা। তারা ওইভাবেই তৃপ্তি চায়, তৃপ্তি পায়। মোনিকাকে তো তুমি দেখেছ। ও তো সব সময় স্বাভাবিক যৌনসংগম চায় না। দেয়ার আর সো মেনি ওয়েজ—অ্যান্ড মোনিকা ইজ নট আ লেসবিয়ান।

—এখন বুঝছি, আমিও লেসবিয়ান নই।

—কি করে বুঝলে?

—শোন ডেভি, মোনিকা যখন আমায় বলতো তোমায় তৈরি করতে, টু হোল্ড ইওর প্রিক, আমি খুশি হতাম, তুমি যখন ফেটে পড়তে, তোমাকে ধরে আমার দারুণ থ্রিল জাগত।

—তবেই বোঝ।

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে। আজ সারাদিন দু'জনে বেকার। কারুরই ক্লায়েন্ট নেই।

হঠাৎ ক্যারেন বলে—চলো।

—কোথায়?

—আমার বাড়ি। লেট আস টেক আ ট্যাক্সি।

সেদিন সব প্ল্যান পণ্ড হয়েছিল। আজ তাই সতর্ক থাকে ডেভি। ক্যারেন এখন তার ছাত্রী, প্রেমিকা-ছাত্রী। এখন পর্যন্ত এই। সেক্স-লেসনের ছাত্রী। তাকে স্বাভাবিকতার পথে আনছে ডেভি। এটা একটা পুণ্য কর্তব্য।

ট্যাক্সিতে শান্ত থাকে ডেভি, যদিও তার প্যান্টের সামনের দিক যথারীতি স্ফীত হয়ে উঠেছে।

অ্যাপার্টমেন্টে পৌঁছে ক্যারেন বলে, আমি এক মিনিটও নষ্ট করতে চাই না।

ঘরের মধ্যে এসে ক্যারেন বলে, আমরা পোশাক খুলে ফেলি। এই প্রথম কোনও পুরুষকে আমি নিজে আনড্রেস হতে বললাম। অথবা তার সামনে নিজেকে বিবস্ত্র করতে ইচ্ছে হলো।

দুঃসাহসী বেপরোয়া কিশোরীর মতো ন্যুড-প্যারেডে মেতে ওঠে ক্যারেন।

ডেভি বলে, আমাদের নগ্নতা নতুন কিছু নয়। রক্তমাংসের আমাদের শরীরকে আমরা আগেও দেখেছি। কিন্তু আজ তবু নতুন লাগছে কেন বলতে পার?

—তুমিই বলো ডেভি, ইউ আর মাই টিচার।

—আমাদের চোখের দৃষ্টি নতুন হয়ে গেছে।

কিছুক্ষণ অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে ক্যারেন—রিয়েলি?

—ইয়েস।

একছুটে জানলার কাছে যায় ক্যারেন। পর্দাটা ভাল করে টেনে দেয়, তারপর ডেভির সামনে এসে দাঁড়ায়।

—এই আমি তোমার সামনে। গায়ে একটা সুতো নেই। কেমন লাগছে তোমার? আমার বুক, আমার পুসি?

—ক্যারেন, তোমার বয়েসী বহু মেয়ের চেহারা তোমারই মতো। তুমি অবশ্য প্রায় নিখুঁত। কিন্তু তাদের চেয়ে মারাত্মক তফাৎ কিছু নেই তোমার।

শিক্ষক ডেভি। দেহতত্ত্ব ও যৌন সম্পর্কের পাঠ চলছে।

—তার মানে, আমি আর মোনিকা চেহারার দিক দিয়ে একই রকম!

—তা অবশ্য নয়। কিন্তু দেখ, তোমার কোন অঙ্গ কেমন, কার চেয়ে ভাল, কার চেয়ে খারাপ—এর ওপর এত জোর কেন? শরীরকে সবাই ভালবাসে, কিন্তু ভালবাসতে গিয়ে পাগল হওয়া উচিৎ নয়। জীবনে দেহই সবচেয়ে ইমপরট্যান্ট নয়।

এ কোন ডেভি কথা বলছে! কোথায় ছিল এসব কথা, এই দৃষ্টি, এই অনুধাবন ও বিচার! পর্নো ফিল্মে কাজ করা, রিটার পুরুষ-রক্ষিত, সিলভিয়ান মিউজের ক্লায়েন্ট সেবকের চাকরি করা, টিপস পাওয়া—এই কি সেই ডেভি?

—কি তাহলে ইমপরট্যান্ট? মোর দ্যান দ্য বডি?

—ইওর ব্রেন, ইওর হার্ট। ইওর ট্যালেন্ট। পৃথিবীতে এরাই বেঁচে থাকে—পিপল উইথ ব্রেন অর হার্ট অর ট্যালেন্ট। তারা কোনওদিন মরে না। যুগে যুগে মানুষ তাদের স্মরণ করে। প্রণাম করে, ভক্তি করে। তুমি বুড়ো হবে, চুল পাকবে, দাঁত পড়ে যাবে, গায়ের চামড়া ঢিলে হয়ে যাবে। সবচেয়ে কুৎসিত হয়ে যাবে তোমার ব্রেস্ট। তোমার যৌনাঙ্গের মৃত গহ্বরে কেউ প্রাণ জাগাতে পারবে না। তখন?

চমকে ওঠে ক্যারেন।

ডেভি বলে, আমারও তাই। যখন আমার বয়েস হবে—আমার প্রিক দেখলে যে কোনও ইয়ং মেয়ে ঘেন্নায় মরে যাবে, থুথু ফেলবে। তখন কোথায় যাব আমরা?

এবার ক্যারেনের শরীরটা বিচার করে ডেভি—পর্যবেক্ষকের চোখ দিয়ে। হ্যাঁ, কেউ কেউ বলবে মোনিকার ফিগার বেশি ভাল, তার কারণ মোনিকার দুই স্তন ক্যারেনের চেয়ে বড়। কম বয়েসী ক্যারেন এখন বড় বক্ষের অধিকারী নয়, কিন্তু অদ্ভুত দৃঢ়, শক্ত আপেলের মতো সুগোল তার দুই বুক। গোলাপী স্তনবৃন্ত এখনও যেন পাপড়ি হয়ে আছে। উত্তেজনায় সামান্য শক্ত হয়ে উঠেছে। দুই হাত-পা এখনও কিশোরী, নম্র, নরম। শরীরে নারীত্ব সত্ত্বেও একটা 'বয়িশ' ভাব। কিন্তু আশ্চর্য তরতাজা তার চেহারা। ভোরের ফুলের মতো।

ছুটে এসে ডেভির যৌনাঙ্গ আঁকড়ে ধরে ক্যারেন। যেন এক নব-আবিষ্কৃত সম্পদ, যার জন্য অনেক ধ্যান-সাধনা-তপস্যা করতে হয়েছে তাকে।

—ইট ইজ গেটিং হার্ড।

—দ্যাট ইজ ন্যাচারাল।

—আমার ভাল লাগছে।

—নতুন কিছু তো নয়। মোনিকার অর্ডারে তুমি আগেও টাচ করেছ আমায়।

—তখন সেটা ছিল মেকানিকাল ডিউটি, আজ অন্যরকম লাগছে।

লিঙ্গমুখের চামড়া ঠেলে দিয়ে ছেড়ে দেয় ক্যারেন। দুই চোখে নতুন বিস্ময় নিয়ে লক্ষ্য করে কেমন অদ্ভুতভাবে সেটা রোল করে ফিরে এসে ঢেকে দিচ্ছে।

—সাবধান। যে কোনও মুহূর্তে তোমার সারা গা নোংরা হয়ে যাবে।

—হ্যাঁ, তাই মনে হতো। কিন্তু এখন আমি—

—বলো—

—আই ওয়ান্ট আ হট বাথ ইন ইওর কাম।

পরবর্তী পনের-কুড়ি মিনিটের মধ্যে ডেভির আক্রমণে ক্যারেনের ঠোঁট, স্তনবৃন্ত, তার যৌনাঙ্গ চুরমার হয়ে যায়। চরমানন্দে কামরস উপচে পড়ে তার দুই উরু বেয়ে।

কিন্তু ডেভি অনড়। শিক্ষক ডেভি। প্র্যাকটিকাল ক্লাস চলছে।

—ডেভি, আই অ্যাম সো সেলফিশ। তুমি তো এখনও এলে না।

—আমি আমার সময়ের জন্য অপেক্ষা করছি।

—ডেভি, মোনিকা কি আমাকে ব্রেনওয়াশ করেছিল?

—ইয়েস। সাইকোলজিস্টরা একে বলে কন্ডিশনিং অ্যান্ড লার্নিং।

—আশ্চর্য ডেভি! তুমি এত সব কি করে জানলে?

—আমি একটা ইউনিভার্সিটির সাইকোলজি ডিপার্টমেন্টে কিছুদিন কাজ করেছি। দরজার পাশে দাঁড়িয়ে টিচারদের লেকচার শুনেছি। ডেমনস্ট্রেশন দেখেছি।

—থ্যাংক ইউ, মাই অনারেবল টিচার।

অন্ধকারে বিছানায় কিছুক্ষণ বিশ্রাম।

ক্যারেন আবার প্রশ্ন করে—তোমাকে কতদিন পাব ডেভি?

—কে জানে?

—আমি যে চিরকাল চাই।

—লেট গড ব্রেক আস।

১১

ডেভির ক্যারেনকে ঘন ঘন ঘনিষ্ঠভাবে কাছে পাওয়া অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেল। এই বয়সেই অজস্র নারী পেয়েছে ডেভি। কিন্তু নিজের দেহমন দিয়ে তাদের কাউকে উপভোগ করে তৃপ্তি পায়নি। টাকার জন্য, পেশা হিসেবে তার নারীপ্রাপ্তি, তা পর্নো ফিল্মেই হোক, মডেল হিসেবেই হোক বা সিলভিয়ান মিউজের কর্মী হয়েই হোক।

কিন্তু জীবনে এই প্রথম নারীর কাছ থেকে আনন্দ-স্বাদ অনুভব করল ডেভি ক্যারেনকে পাওয়ার পর। মোনিকার অত্যাশ্চর্য নীরবতা তাকে বিস্মিত ও শংকিত করলেও এর সুযোগ নিতে ছাড়েনি ডেভি। ফলে সিলভিয়ান মিউজের কোনও হঠাৎ-পাওয়া নির্জনতায় অথবা সময় বুঝে ক্যারেনের অ্যাপার্টমেন্টে ডেভি ক্যারেনকে কাছে পাওয়ার একটি মিনিটের সুযোগ ছাড়ত না।

একসময় মনে হতো, মোনিকা বোধ হয় কিছু টেরই পাচ্ছে না। ডেভি-ক্যারেনকে নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় নেই তার। পুরুষ-নারী সব ধরনের সেবাপরায়ণ দাস-দাসীর অভাব নেই তার। কিন্তু ওরা কেন তেমন কাজ পাচ্ছে না, বসে বসে মাইনে পাচ্ছে, এটা আশ্চর্য। ব্যবসায়ী মোনিকা এত উদার হতে পারে না।

এই সময়েই নাটকীয় মোড় নিল ঘটনাচক্র। হঠাৎ পুরো এক সপ্তাহের জন্য মোনিকার অ্যাপার্টমেন্টে হোল-নাইট ডিউটি পড়ল ক্যারেনের। এক্সক্লুসিভ। ক্যারেন ও মোনিকা। সারা-রাত। ডেভি যেমন বেকার ও কর্মহীন তেমনই রয়ে গেল।

এবং হঠাৎ একা।

দুঃসহ একাকীত্ব—ক্যারেনহীন ডেভি।

যথারীতি একটা সপ্তাহ কেটে গেল। এই সপ্তাহটা ক্যারেনের কেমন কেটেছে বুঝতে অসুবিধা নেই ডেভির। তবুও দেখা হলে ক্যারেনের মুখ থেকে বিশদভাবে শুনতে হবে। নিশ্চয় অত্যাচারের কিছু কিছু নতুন নতুন পথ ও পদ্ধতি আবিষ্কার এবং প্রয়োগ করেছে মোনিকা!

এইবার বিদ্রোহী হচ্ছে ডেভি। এই বেকার ক্রীতদাসত্ব আর সহ্য হচ্ছে না। দু'জনেই বেকার ছিল—সে একরকম যন্ত্রণা, সহ্য করা যেত সমব্যথী পেয়ে। এখন ক্যারেনকে প্রায়ই মোনিকার একান্ত সেবার কাজ দেওয়া হচ্ছে, অথচ ডেভি কর্মহীন।

ডেভি ঠিক করল—মোনিকার সাথে দেখা করে এর একটা ফয়সালা করবে।

হঠাৎ সেদিন ডারলিন একটা খাম ধরিয়ে দিল ডেভিকে। ইট ইজ ফ্রম মোনিকা। ডেভি নিশ্চিত, বরখাস্তের চিঠি

কিন্তু খাম খুলে আবার চমকে যায় ডেভি। নির্দেশ দেওয়া হয়েছে—বহুকাল পরে—ক্যাথি ডোনার সারা দিনের জন্য বুক করেছে ডেভিকে। কিন্তু এখানে নয়। ডেভিকে তার বাড়িতে যেতে হবে। হোম সার্ভিস। ডেভিকে সেই বাড়িতে ঠিক বেলা এগারটায় রিপোর্ট করতে হবে।

হাতঘড়ি দেখে ডেভি। এখন দশটা।

অর্থাৎ ঠিক এক ঘণ্টার মধ্যে সেখানে পৌঁছতে হবে। চিঠিতে মিসেস ক্যাথি ডোনারের বাড়ির ঠিকানা দেওয়া আছে। ডেভিকে ট্যাক্সি ভাড়া দেয় ডারলিন।

এ আবার কোন চাল!

এ টু বিভ্রান্ত ডেভি মনে মনে এর ব্যাখ্যা খুঁজতে খুঁজতে তৈরি হয়। লকার রুমে গিয়ে সার্ভিস ইউনিফর্ম অর্থাৎ সেই ছোট কস্ট্যুম পরে নেয়। বুঝতে পারে না, এটা পরার কোনও দরকার আছে কিনা। জিনস আর বুক খোলা শার্ট পরে তৈরি হয় সে।

করিডোরে ক্যারেনের সাথে দেখা।

—শোন—ডেভি বলে, আমার বাইরে ডিউটি পড়েছে, ফর দ্য ডে। সন্ধ্যেবেলা ছ'টার পর তোমার সাথে দেখা হবে, আমি ফেরার পর মিট করো।

—জানি না, সম্ভব হবে কিনা—ক্যারেন বলে, তার আগেই যদি মোনিকা ডেকে নেয়।

ক্যারেনের চোখ করুণ, অসহায়।

ক্যারেন বলে, তাছাড়া তুমি কোথায় যাচ্ছ, আমি জানি। সেখান থেকে ফেরার পর তুমি প্রচণ্ড ক্লান্ত, প্রায় নিঃশেষ থাকবে।

—সেখানে আমি নিঃশেষ হলেও, এখানে এসে প্রাণ ফিরে পাব।

ক্যাথি ডোনারের ব্যাপারে সাদর আপ্যায়ন পেল ডেভি।

কিন্তু বেলা এগারটা পাঁচ। বুকড ফর হোল-ডে। বিকেল পাঁচটায় ছেড়ে দিতে হবে। সেই বুঝে শুনে শুনে টাকা নিয়েছে মোনিকা, অর্থাৎ সিলভিয়ান মিউজ। তার বেশি সময় নষ্ট করতে চায় না ক্যাথি।

বড় ফ্যামিলি রুমে আসে ওরা। অবাক হয়ে ডেভি দেখে—সেখানে আরও দু'জন মহিলা উপস্থিত। দু'জনেই চোখ দিয়ে ডেভিকে মাথা থেকে পা পর্যন্ত দেখে, যেন মাপ করে। তারা যেন ডেভির জন্য স্যুট বা কফিন তৈরি করবে। তাদের চোখে নারী-রেপিস্টের দৃষ্টি।

ক্যাথি আলাপ করিয়ে দেয়।

—ডেভি, এরা আমার খুব প্রিয় বন্ধু—সিউ অ্যান্ড লিজ। আমরা তিন বন্ধু মিলে ঠিক করি—আজকে এই শুভদিনে, তোমাকে আমরা ভাগ করে নেব। উই শ্যাল শেয়ার ইউ। কিন্তু একটা শর্ত আছে। তোমাকে বৌনি করব আমি। তারপর এদের পালা। ভেবে দেখ, সারাটা দিন আমাদের হাতে, আর আমরা তিন ক্ষুধার্ত নারী তোমাকে পেয়েছি। হাঃ, হাঃ—

—খুব ভাল—ডেভি বলে, কিন্তু সবশেষে তোমাদের যখন অ্যাম্বুলেন্স ডাকতে হবে আমাকে হাসপাতালে পাঠাতে, তখন কি হবে?

কথাটা হাল্কা সুরে বললেও ক্যাথির আজকের এই পরিকল্পনাটা ভাল লাগে না ডেভির। কিন্তু সাধারণভাবে দেখলে, ডেভির খারাপ লাগার কথা নয়। সিউ অ্যান্ড লিজ, দু'জনেই খুব সুন্দরী ও আকর্ষণীয় মহিলা। মোটামুটি ক্যাথির মতোই বয়েস—ত্রিশের মাঝামাঝি। লিজ একটু শর্ট, সামান্য মোটার দিকে ফিগার; আর সিউ বেশ লম্বা, এবং চেহারায় একটা আভিজাত্য আছে। তাদের মুখে সামান্য নার্ভাসভাব, বোঝা যায় তারা দেহের দিক দিয়ে বহুদিন অতৃপ্ত।

ক্যাথি বলে, ইউ গার্লস, তোমরা মজা দেখ, যেমন ইচ্ছে। আমি শুরু করছি। ডেভির দিকে তাকিয়ে জামার বোতাম খোলে ক্যাথি।

—শোন তোমরা, উই আর গোয়িং ফর ফাক। অ্যান্ড ইট উইল বি গ্র্যান্ড।

ডেভি ভাবে—এই মুহূর্তে কোথায় যেন মোনিকার সাথে ক্যাথির মিল পাওয়া যাচ্ছে। হ্যাঁ, প্রথমত ব্যাপারটা আজ তার অ্যাপার্টমেন্টে, ঠিক মোনিকার নিজস্ব ঘরের মতোই একান্ত। বহু ব্যবহৃত সিলভিয়ান মিউজের ম্যাসেজ রুম নয়। দ্বিতীয়—তারও সেই ডমিনেট করার মনোবৃত্তি। সে সর্বাগ্রে, সেই সর্বশ্রেষ্ঠ, সবাই দেখুক তার কীর্তি। তৃতীয়ত, সে স্বার্থপর, সিউ আর লিজ ক্যারেনের মতো পরিচারিকা না হলেও এখন তারা ক্যাথির কৃতিত্বের দর্শক মাত্র।

তফাৎ আছে। পরে অবশ্য তাদের হাতে ডেভিকে ছেড়ে দেবে ক্যাথি। তবে সেই ছেড়ে দেবার মধ্যেও একটা দয়া-দাক্ষিণ্যের ভাব আছে। এটা ভাবতে ভাল লাগে না, খাদ্য হিসাবে ডেভি উইল বি হ্যান্ডেড ওভার ফ্রম ওয়ান হাংগ্রি কান্ট টু অ্যানাদার।

কস্ট্যুম ছাড়ার পর ক্যাথি হেসে ওঠে—এ কি, ওটার ফাঁসি হয়েছে নাকি? এমনভাবে ঝুলে পড়েছে কেন?

ডেভি বলে, বেশিক্ষণ ঝুলে থাকবে না। সামান্য বিশ্রাম নিচ্ছে, ক্যাথির আদর পেলেই লাফ দিয়ে উঠবে।

লিজ বলে, ডার্লিং, দেখে যা মনে হচ্ছে, তুমি সত্যি উপযুক্ত জিনিস পেয়েছ। আমার হিংসে হচ্ছে, জানি না কতক্ষণ ধৈর্য ধরতে হবে।

ক্যাথি হাসে—গার্লস, ইউ উইল হ্যাভ ইওর টার্নস।

একটা ডিভানে বসে পড়ে ডেভি। ক্যাথি এসে ওকে পিছন থেকে জড়িয়ে ধরে। যথারীতি দুই নিপল দিয়ে ডেভির পিঠ ফুটো ফুটো করে দিতে চায়। তারপর দুই স্তনের বোঁটা দিয়ে ডেভির পুরুষাঙ্গ ও অণ্ডকোষকেও ক্ষতবিক্ষত করতে চায়। মুহূর্তের মধ্যে ডেভির শিথিল যন্ত্র সুদৃঢ় হয়ে সম্পূর্ণ আকৃতি ধারণ করে। দুই স্তন ও স্তনবৃন্ত দিয়ে ডেভির নিম্নদেশ ঘর্ষণে ঘর্ষণে উত্যক্ত করে ক্যাথি। বুক দিয়ে এহেন আক্রমণ আগে কখনও টের পায়নি ডেভির গর্বিত লিঙ্গ।

—দ্য হেড অব ইওর প্রিক ইজ টিজিং মাই নিপলস লাইক হেল। ইউ আর ফাকিং মাই ব্রেস্টস।

—ঠিক সময়ে আমি ঠিক জায়গায় পৌঁছে যাব—ডেভি বলে।

ইতোমধ্যে সিউ আর লিজ তাদের সব পোশাক খুলে ফেলেছে। সিউ একটা আর্মচেয়ারে দুই পা এলিয়ে আরাম করে বসে। লিজ তার ব্যাগ খুলে ব্যাটারি-চালিত ভাইব্রেটর বের করেছে। কৃত্রিম লিঙ্গ দৈত্যাকৃতি। রিকির দৈর্ঘ্য ও বেধের সঙ্গে তুলনীয়। বোঝা গেল ওরা তিনজন পরস্পরের সামনে হস্তমৈথুন উপভোগ করে থাকে। তাই ক্যাথি যখন প্রকৃত যৌনসুখে মত্ত, ওরা কৃত্রিম সুখে মগ্ন থাকতে চায়, শুধু দর্শক হয়ে লাভ কি!

ক্যাথি বলে, আমাকে আদর করো, তারপর আমি যখন তোমায় আদর করব, তুমি আর দাঁড়াতে পারবে না।

চার হাত দূর থেকে লিজ ও সিউ চিৎকার করে ওঠে—তাহলে আমরা তখন কি করব?

ক্যাথি হাসে—আরে ঠাট্টা করলাম। ওকে শেষ করা যায় না। ও অফুরন্ত। প্রশান্ত মহাসাগরের জল শেষ হয়ে যাবে, ওর বীর্যের সাগর শেষ হবে না। হি ক্যান গো ফর আওয়ারস অ্যান্ড আওয়ারস।

ডেভি বলে কিন্তু সময়টা খেয়াল রাখবে। আমি পাঁচটায় চলে যাব।

—কেন?—ক্যাথি বলে, উই উইল পে ওভারটাইম।

—তাহলেও না, আমার কাজ আছে।

হঠাৎ চিৎকার করে লিজ—চুলোয় যাক তোমার কাজ। একটা কাজই তো জানো তুমি—গ্রেট ফাকিং! কোথাও গিয়ে সেই কাজই তো করবে। টাকা পাবে। আমরা সিলভান মিউজকে ফোন করে জানাচ্ছি, তোমাকে ছাড়ছি না। উই উইল মেক নেসেসারি পেমেন্ট।

অনেক কষ্টে অপমান সামলে নেয় ডেভি। বলে, না, উপায় নেই, পাঁচটার পর আমায় যেতেই হবে, অন্য কাজ আছে।

সিউ বলে, তুমি সার্ভিস-গিভার। আমরা তোমার বসের সাথে কথা বলছি। ইউ উইল ওবে হার অর্ডার। তুমি তার চাকর। কাজ করে টাকা পাও। সে যা বলে শুনতে হবে।

মাথায় রক্ত চড়ে যায় ডেভির। চুপ করে থাকে।

লিজ বলে, ঘণ্টা ধরে কিনেছি তোমায়। আমরা এখন এক্সটেনশন চাই। ক্যাথি অনেক সময় নিয়েছে। আমাদের বেলায় টাইম-লিমিট থাকলে চলবে না।

ডেভি বলে, আমি পারব না।

সিউ বলে, পারভেই হবে। তুমি মোনিকা স্টারের ক্রীতদাস। তার থেকে এখন আমরা তোমায় ভাড়া করেছি। মোটা টাকা দিয়েছি। ডোন্ট সে নো।

ক্যাথির মুখে ডেভির পুরুষাঙ্গ প্রবিষ্ট ছিল। তাই এতক্ষণ কথা বলতে পারছিল না সে। কিন্তু ডেভির মানসিক উত্তেজনার রেশ শরীর বেয়ে পুরুষাঙ্গে কম্পন জাগাচ্ছিল। তাই ক্যাথি বুঝছিল—ঝড় আসছে, শান্ত ডেভি এখন ক্রমশ দুর্দান্ত অশান্ত হয়ে উঠেছে। সময় কম। তাই এর মধ্যে ডেভির বীর্যের শেষ বিন্দু তাকে শুষে নিতে হবে।

কিন্তু এখন কথাবার্তার উত্তাপ বৃদ্ধি হওয়ায় মুখ খুলতে হলো ক্যাথিকে—আঃ, তোরা কি শুরু করলি বল তো! রাক্ষসী হয়ে গেলি নাকি! এখনও অনেক সময় আছে। তোদের কাৎ করতে ডেভির পাঁচ-পাঁচ দশ মিনিট লাগবে।

—বেশ তো দেখা যাবে, পাঁচ মিনিট না পাঁচশো মিনিট লাগে—লিজ বলে।

সিউ বলে, দ্যাট ইজ নট দ্যা পয়েন্ট, আমরা টাকা দিয়েছি। মোনিকা যদি এক্সটেনশন দেয়, ও অন্যায় করার কে! ও টাকা পেয়ে কাজ করছে, আমরা যতক্ষণ খুশি রাখব। ওর প্রশান্ত মহাসাগর ড্রাই করে ছেড়ে দেব। প্রয়োজনে ওকে চুপ করে বসিয়ে রাখব। ওর বাপের কি!

দাঁত কিড়মিড় করে ডেভি।

ক্যাথি—আঃ, তোরা কি পাগল হলি?

লিজ বলে, আমরা না ছাড়লে ও গিয়ে দেখুক না। উই শ্যাল কাট হিজ কক অ্যান্ড বলস। একেবারে হিজড়ে বানিয়ে ছেড়ে দেব। আই হ্যাভ আ শার্প ড্যাগার।

বলতে বলতে সত্যিই ব্যাগ থেকে ঝকঝকে এক ভোজালি বের করে লিজ। সিউকে বলে, এখুনি ফোন কর সিলভান মিউজে। বলে দে যত টাকা লাগে আমরা দেব, কিন্তু এখন একে ছাড়ব না।

সারা পৃথিবীটা এখন সাপের মতো হিস হিস করে বিষ ছড়াচ্ছে। ডেভির দুই পাশে এবং সামনে—অর্থাৎ তিনদিক জুড়ে তিন কালনাগিনী। তারা ছোবল মারবে—ফণা তুলে দাঁড়িয়ে আছে।

কি চায় ওরা? রক্তচোষা প্রাণীকে দেখতে পেলে সভ্য সমাজের মানুষ মেরে ফেলে। এরাও তো রক্ত শুষে নিয়ে ডেভিকে মারতে চাইছে। ডেভি একবার ঠাট্টা করে বলেছিল—আমাকে শেষ পর্যন্ত হাসপাতালে যেতে না হয়। এখন দেখা যাচ্ছে, সেটা নিছক ঠাট্টা নয়, তার পরিণতি সেই দিকে এগোচ্ছে।

ক্যাথির দিকে তাকায় ডেভি—ক্যাথি, এখন কি করব আমি।

বোঝা যায় সিলভান মিউজকে ক্যাথি একা টাকা দেয়নি। করুণ মুখে ক্যাথি বলে, তোমার কাজ কি ভীষণ জরুরি?

—হ্যাঁ।

—আর এক ঘন্টা, মানে ছ'টা পর্যন্ত থাকতে পারবে না?

লিজ আর সিউ গর্জন করে ওঠে—ছ'টা পর্যন্ত থাকলে চলবে না, অন্তত আটটা পর্যন্ত। তারপর হয়তো ছেড়ে দিতে পারি।

ইতোমধ্যে সিলভান মিউজে ফোন করা হয়ে গেছে। মোনিকার সম্মতি নিয়ে ডারলিন নামে একটি মেয়ে জানিয়েছে—ওরা ডেভিকে এক্সটেন্ডেড টাইম রাখতে পারে—কিন্তু পার আওয়ার চার্জ তিনগুণ হবে।

ওরা রাজি।

সুতরাং ডেভির আর কিছু বলার নেই।

ক্যারেনের মুখটা মনে পড়ে যায়। ও ঠিক ছ'টায় অপেক্ষায় থাকবে।

এই প্রথম ডেভি বুঝতে পারে—যা পৃথিবীর শত নিষ্ঠুরতা ও অত্যাচারেও সে তেমন বোঝেনি এর আগে—মানুষ কেন খুন করে! কোন পর্যায়ে পৌঁছলে মানুষের ইচ্ছে হয় কাউকে, প্রতিপক্ষকে চিরতরে সরিয়ে দিতে।

এখান থেকে এখন মুক্তি পেতে হলে রক্তপাতের ঘটনা ঘটবেই। আর যদি এদের সন্তুষ্ট করে বিনা রক্তপাতে (শুধু বীর্যপাতের মাধ্যমে) মুক্তি পায় ডেভি, তাহলে হয় তো চিরকালের মতো হারিয়ে যাবে ক্যারেন।

কিন্তু খুন করা কি সহজ কথা! এর ফল কি হতে পারে! অবুঝ ক্যারেনও হয়তো খুনী ভেভিকে প্রত্যাখ্যান করবে। কারণ তখন পুলিশের কাছে কুকুর-তাড়া খেতে খেতে একসময়ে জেলের খারদে ঢুকবে ভেভি। তারপর আদালতে বিচারের পর ফাঁসির তক্তা কি খুব দূরের ব্যাপার থাকবে?

তখন ক্যারেন কোথায়—যার জন্য এত কাণ্ড

ভেবে পায় না ভেভি কিভাবে মুক্তি পাবে এখন।

হঠাৎ ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে ভেভি। বলে, অল রাইট! আউ উইল ফাক ইউ বোথ অ্যাট আ টাইম। অ্যান্ড হেয়ার অব আ ফাকিং। তোমরা ছ'টার আগেই আমাকে ছেড়ে দেবে। বলবে, আর চাই না।

লিজ আর সিউ ভেভির গম্ভীর গলার স্বর শুনে চমকে ওঠে। গলায় মার্ডারারের সুর।

ভেভি চিৎকার করে—সি, আই উইল বার্স্ট ইওর কান্ট। ইট ইওর ব্রেস্টস, রাইড ইওর আই। তারপর থেকে কোনওদিন তোমরা ফাকিং চাইবে না। ফাকিংয়ের নাম শুনে ভয় পাবে। অ্যাটলিস্ট, আমাকে কখনও চাইবে না। আমি শপথ করে বলছি।

লিজ আর সিউকে একসাথে জড়িয়ে ধরে ভেভি। ডিভানের ওপর আছড়ে ফেলে। দুই পা ছড়িয়ে দু'জনের বুকের ওপর চেপে বসে।

লিজের হাত থেকে তোজালি ছিটকে বেরিয়ে যায়। সেটা কুড়িয়ে নিয়ে জানালা দিয়ে বাইরে ফেলে দেয় ভেভি। পরমুহূর্তে আবার চিতাবাঘের মতো লাফ দিয়ে ডিভানের ওপর একসাথে দু'জনের বুকের ওপর বসে ভেভি। ভেভির প্রচণ্ড ভারে দুই নারীশরীর পাশাপাশি একসাথে শিষ্ট হতে থাকে।

ভয়ার্ত ক্যাথি দেখে এক ভ্রাসনের নৃত্য।

লিজের যোনিদেশে তরবারির মতো প্রবেশ করে ভেভির যন্ত্র। সেকেন্ডে দু'বার করে আঘাত। দ্বিগুণ স্ফীত ভেভির পুরুষাঙ্গ। ডান হাতের সম্পূর্ণ মুঠো ঢুকে যায় সিউয়ের গর্ভে। আর্তনাদ করে ওরা। ভেভির হিংস্র দাঁত নেমে আসে লিজের বাম স্তনবৃন্তে, একটি কামড়ে ছিঁড়ে নেয়। রক্তাক্ত হয়ে যায় লিজের বুক। এবার ঠোঁট নেমে আসে সিউয়ের ঠোঁটের ওপর। তার নিচের ঠোঁট প্রচণ্ড দংশনে প্রায় টুকরো করে ফেলে ভেভি।

বিমূঢ় ক্যাথি ঘর থেকে পালাতে চেষ্টা করে।

এক লাফে এগিয়ে এসে ওর গলা টিপে ধরে ভেভি।

—সিট ডাউন, নয়তো গলা টিপে মেরে ফেলবো।

ক্যাথি জ্ঞান হারায়।

ডিভানের ওপর কাতরাচ্ছে রক্তাক্ত দুই নারীদেহ। লিজের ক্লিটরিচ হাতের নখ দিয়ে ছিঁড়ে দেয় ভেভি। সিউয়ের পায়ুদেশে দ্বিগুণ স্ফীত লিঙ্গ রাইফেলের ব্যারেলের মতো প্রবিষ্ট হয়। আর্তনাদ করতে চায় সিউ। কিন্তু স্বর বেরোয় না। এক, দুই, তিন করে কুড়িবার আঘাতের পর হাত জোড় করে সিউ—ফর গডস সেক! লিভ মি।

—নো, টেক অ্যানাদার থার্টি।

পঞ্চাশবার স্ট্রোকের পর অনুভব করে সিউয়ের দেহ স্থির। মরে গেল নাকি! নাকের কাছে আঙুল নিয়ে দেখে—না নিঃশ্বাস পড়ছে। জ্ঞান হারিয়েছে।

এবার লিজকে শূন্যে তুলে ধরে ভেভি। মেঝের ওপর আছড়ে ফেলে। লিজের দুই পা সবিনয়ে ওর যোনিমুখে ম্যানইটার চিতাবাঘের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ে ভেভি।

—ইয়েস আই উইল ইট ইওর কান্ট। তোমার নারী-অঙ্গ বলে আর কিছু থাকবে না। দেহসঙ্গম আজ থেকে তোমার শেষ।

—বাঁচাও, দয়া করো—কোনও মতে বলে লিজ।

—হোয়ার ইজ ইওর ড্যাগার? আমার কক কাটবে কি করে?

আবার হিংস্র কামড়।

—আঃ, বিশাল আর্তনাদ লিজের।

রক্তে ভেসে যাচ্ছে তার নিম্নাঙ্গ।

জ্ঞান ফিরে পায় ক্যাথি। বীভৎস কাণ্ড দেখে আবার জ্ঞান হারাবার উপক্রম।

পোশাক পরে ডেভি।

ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যাবার আগে বলে, সেন্ড দেম টু হসপিটাল, নয়তো মারা যাবে। যারা আমায় হাসপাতালে পাঠাতো, তাদেরই পাঠাতে হচ্ছে. এটাই ভাগ্যের পরিহাস।

১২

ক্যাথির অ্যাপার্টমেন্ট থেকে সিলভিয়ান মিউজ কতদূর? ট্যাক্সিতে দশ-পনের মিনিট।

ফুটপাথে ছটফট করছে ডেভি। ট্যাক্সির পাত্তা নেই।

আকাশে কালো মেঘ। ঝিরঝির বৃষ্টি। অনন্তকাল চলবে বৃষ্টি। আকাশটাই জলভরা প্রশান্ত মহাকাশ।

ব্যাঙ্কে দেড় মাসে কত টাকা জমেছে? ক্যারেনও কিছু জমিয়েছে নিশ্চই। কালকের কাগজে একটা বিজ্ঞাপন ছিল—একটা স্কুলে ব্যায়াম শিক্ষক, ফিজিক্যাল ইনস্ট্রাক্টার নেবে। ফোন নম্বর আছে, কালকেই যোগাযোগ করতে হবে। জেসাস দয়া করলে—

—ট্যাক্সি।

ডেভির চিৎকার অগ্রাহ্য করে হুশ করে ট্যাক্সিটা চলে গেল। প্রচণ্ড রাগ হলেও লক্ষ্য করল ডেভি ট্যাক্সিটা খালি নয়। আরোহীরা বসে নেই, তাই দেখা যায়নি। একটি ছেলে ও একটি মেয়ে সিটের ওপর জড়াজড়ি করে শুয়ে চুমু খাচ্ছে। ট্যাক্সিওয়ালা ভালই টিপস পাবে তার রানিং রুমের জন্য—বিদ্যুৎবেগে চালাচ্ছে।

ক্যাথি যদি লিজ আর সিউকে হাসপাতালে পাঠায়, তাহলে ডাক্তার তো জিজ্ঞেস করবে—কে ওদের এমন দশা করল। ওদের কথা শুনে হয়তো পুলিশে খবর দেবে। পুলিশ আনবে দুটো চার্জ—রেপ, অ্যান্ড অ্যাটেমপ্ট টু মার্ডার।

তার আগেই ক্যারেনকে নিয়ে উধাও হয়ে যেতে হবে কোথাও। প্রয়োজন হলে পৃথিবীর বাইরে।

ডেভি এখন ডেসপ্যারেট!

—ট্যাক্সি!

এইবার ট্যাক্সিটা এসে দাঁড়ায়। লাফ দিয়ে উঠে পড়ে ডেভি।

চলছে ট্যাক্সি।

ডেভি মানসলোকে কতরকমের সিনেমা দেখতে থাকে।

...ক্যারেনের বাড়িতে আজ তাকে বুকে জড়িয়ে গুড নাইট কিস করে ঘুমন্মার সময় দরজায় নকিং। ড্রেসিং গাউন জড়িয়ে দরজা খুলতেই সার্জেন্ট। কঠোর স্বরে প্রশ্ন—আর ইউ ডেভি কয়?

—ইয়েস!

—ইউ আর আন্ডার অ্যারেস্ট।

...চার্চের সামনের লনের ঘাস কি ঘন সবুজ। সন্ধ্যেটা কি সুন্দর। ক্যারেনের ওয়েডিং গাউনটা কি সুন্দর। ফাদারের মন্ত্রপাঠ এবং আশীর্বাদ শেষ হয়েছে। ঝকঝকে লম্বা হুডখোলা গাড়িটায় উঠছে ওরা। চারপাশে সুন্দর কতগুলো মুখ হাসছে। কারা? হর্ষধ্বনি। কারা দিচ্ছে? কাদের হাত ফুল ছুঁড়ছে এত? ক্যারেন এখন মিসেস ক্যারেন কক্স।

...ওই তো ব্যাটার সি পার্ক। সমুদ্র গর্জন শোনা যায়।

হোটেলের মেয়েটি হেসে বলে, ওয়েলকাম লাভ বার্ড। হ্যাভ আ নাইস হনিমুন।

কি সুন্দর রুমে ব্যালকনিটা। ক্যারেন একটা গান গায়। রাতের ডিনারের পর ক্যাসেটের মিউজিকের তালে তালে নাচে দু'জনে।

ক্যারেন বলে, একটা কথা।

—বলো।

—আজ রাতে আমরা শুধু চুমু খাব, আর কিছু নয়।

—কেন?

—যা সবাই করে, তার উল্টোটা করব আমরা।

—তার মানে, সবাই বিয়ের আগে কিস করে, বিয়ের পরে বিছানায় শোয়। আমরা আগেই শুয়েছি। তাই বিয়ের রাতে শুধু আমরা কিস করব। অ্যাজ মাচ উই ওয়ান্ট। ওয়ান মিলিয়ন কিসেস। বাট নাথিং এলস?

ক্যারেন হাসে—ইয়েস।

...বাথটাবে সাবানের ফেনায় ভরা ক্যারেন কি লাভলি! আজ ওকে সাবান মাখাচ্ছে ডেভি। হঠাৎ, এ কি? পেটের কাছটা ফোলা কেন?

ক্যারেন হাসে—দুষ্টুমি করো না। তুমি বাবা হতে যাচ্ছ।

ট্যাক্সি ব্রেক কষে।

ড্রাইভার বলে, হিয়ার ইজ সিলভিয়ান মিউজ।

হাতঘড়িতে ঠিক ছ'টা বাজতে পাঁচ। অর্থাৎ সময় আছে। ভাড়া মিটিয়ে নামার ঠিক আগে গাড়ির আয়নায় নিজের মুখ দেখে চমকে ওঠে ডেভি। এ কি, সারা মুখে ছোপ ছোপ রক্ত। হাতের পাতায়, আঙুলে রক্ত। অন্ধকার বলে বিশেষ নজরে আসছে না, নইলে প্রথমেই ট্যাক্সি ড্রাইভারের নজরে আসতো।

পকেট থেকে রুমাল বের করে মুখ হাত মোছে ডেভি। সত্যি, মনে হবে খুন করে এসেছে। কিসের রক্ত বুঝতে অসুবিধা নেই। কিন্তু এই সব কাজের শেষে বাথরুমে যাবার যে কম্পালসারি আবশ্যকতা আছে, সেটার সুযোগ আজ পাওয়া যায়নি।

শুধু রক্ত নয়, নিজের মুখের চেহারা দেখেও চমকে ওঠে ডেভি। হ্যাঁ, মুখের রেখাতেও খুনীর চেহারা ফুটে উঠেছে। আশ্চর্য কি, লিজের ড্যাগারটা যদি ছুঁড়ে ফেলে না দেওয়া যেত, এবং ওই দুই মদমত্ত রাক্ষসী যদি মরিয়া হয়ে উঠতো, তবে একটা-না-একটা খুন নিশ্চয় হতো। ডেভিও খুন হতে পারত ওদের হাতে।

ড্রাকুলার মতো কাজ করেছে ডেভি। ভিডিও টেপে তোলা থাকলে মনে হতো কোনও হরর ফিল্মের শুটিং।

আরেকটু হলে সিলভান মিউজের সুন্দর আরবিক কাজ করা কাঁচের দরজাটা ভেঙে যেত। এখন ডেভিকে দমকা হাওয়া বলাই ভাল। ঝড়ের মতো তার গতি। সামনে যা পাচ্ছে, তাই উড়ে যাচ্ছে, গুঁড়ো হয়ে যাচ্ছে।

মুখোমুখি ডারলিন।

ডেভির চাপা গর্জন—মোনিকা কোথায়?

—ইন হার প্রাইভেট রুম।

—ক্যারেন?

—আই ডোন্ট নো।

—ওঃ, ব্লাডি ইনফরমার, ইউ মাস্ট নো!

ডেভির চিৎকারে শুধু ডারলিন নয়, সমস্ত অফিস কেঁপে ওঠে। উন্মত্ত ডেভি চিৎকার করে—ক্যারেন! ক্যারেন!

সত্যি বোধহয় পাগল হয়ে গেছে ডেভি।

শান্ত নম্র ভদ্র ডেভির এহেন ব্যবহার সিলভান মিউজের কেউ কখনও দেখেনি। চারদিকে সন্ত্রাস। এমনকি ম্যাসেজ রুমের রানিং কাজকর্মও থমকে যায়। দেহের আনন্দে লিপ্ত কামুকদের চমক জাগে—হোয়াট হ্যাপেনড!

এবার সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় মোনিকার অফিসরুমের দিকে ছুটে যায় ডেভি। ডারলিন বুঝতে পারে। বিশ্বস্ত অন-ডিউটি ডারলিনের ওপর নির্দেশ আছে, কাউকে এখন যেন মোনিকার ঘরে যাবার অনুমতি দেওয়া না হয়। ডেভি অবশ্য অনুমতির পরোয়া করছে না।

ডেভির পথরোধ করার চেষ্টা করে ডারলিন। সিঁড়ির মুখে ওর সামনাসামনি দাঁড়ায়।

—স্টপ! এখন মোনিকার ঘরে যাওয়া নিষেধ।

—হোয়াই?

—শী ইজ উইথ ক্যারেন।

মাথায় রক্ত চড়ে যায়। বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত ক্যারেনের ডিউটি আজ। আগেই বলা আছে।

ডারলিন জানায়—মোনিকা ক্যারেনকে এক্সটেনডেড ডিউটি দিয়েছে। ওভারটাইম। তবে অন্য কোনও ক্লায়েন্ট নয়, মোনিকার ঘরেই—নাউ ক্যারেন অন ডিউটি।

—অল রাইট, আমি দেখছি।

সিঁড়িতে পা রাখে ডেভি।

ডারলিন সামনে এসে ওকে আটকায়—নো, এখন যাবে না।

সপাটে একটি চড় পড়তেই, 'মাই গড' বলে ঘুরে পড়ে ডারলিন। চারটি সিঁড়ি এক লাফে টপকে দোতলায় ছোটে ডেভি। হি ইজ ইন মার্ডারাস মুড।

দোতলার করিডোর দিয়ে ছুটতে গিয়ে একবার ফুলের টবের গায়ে পা লেগে মেঝেতে গড়িয়ে যায় ডেভি। প্রতিটি সেকেন্ড যেন লক্ষ টাকার। আগুন জ্বলছে, তাই সমস্ত সম্পদ জ্বলে ছাই হয়ে যাচ্ছে।

কপাল কেটে রক্ত ঝরছে ডেভির। এটা তার নিজের রক্ত। এইবার রক্তাক্ত মুখ খুনীর নয়, খুন হওয়া এক লোকের। ওঃ, মোনিকার প্রাইভেট রুমের দরজা এখন হাজার মাইল দূরে কেন? অলিম্পিক রানারের স্পীড চাই এখুনি এখানে পৌঁছতে হলে। ওখানেই একটা খুন হতে যাচ্ছে। বলা যায় না, সেই খুনটা হবে ডেভি ওখানে পৌঁছবার পর, না তার আগেই।

তীব্র এক পদাঘাতে মোনিকার ঘরের দরজা ভেঙে ফেলে ডেভি।

চিরকালের নির্দেশ—দরজায় নক না করে এবং 'কাম ইন' না শুনে, কেউ মোনিকার ঘরে ঢুকবে না। আজ ডেভি সে সব নিয়ম-কানুনের ঊর্ধ্বে উঠে গেছে। ঊর্ধ্বলোকে চলে গেলেও কোনও দুঃখ নেই তার। সারা জীবনের—যবে থেকে জ্ঞান এসেছে, যেদিন থেকে সে আত্মসচেতন হয়েছে এবং বুঝেছে, কত নিষ্ঠুর এই পৃথিবী, এখানে কত অসহায় সে, শরীর ছাড়া আর কোনও মূলধন নেই তার, আর কোনও গুণ নেই—অর্থাৎ ব্যবসা করলেও ক্যাপিটাল সেই শরীর, চাকরি করলেও কোয়ালিফিকেশন সেই শরীর—সেই থেকে এই মুহূর্ত পর্যন্ত যৌবনের পূর্ণ সমাগমে সমস্ত বোঝাপড়া আজ একদিনে সেরে নেবার সময় এসেছে। ক্যারেন শুধু একটা দেশলাই কাঠি মাত্র, আর ডেভির দেহমন এখন বারুদের স্তূপ।

মোনিকা নেকেড, কিন্তু ক্যারেনের গায়ে পোশাক রয়েছে। বোঝা যাচ্ছে, সদ্য-সদ্য পোশাক পরার অনুমতি মিলেছে। পোশাক খুললে হয়তো বোঝা যাবে এই কয়েক ঘণ্টায়—বিশেষ করে দেড় ঘণ্টা ব্যাপী এক্সট্রা-আওয়ার সার্ভিসের সময় ওকে কতখানি ক্ষতবিক্ষত করেছে মোনিকা। হ্যাঁ, ডেভি জানে, পোশাক খুললে দেখবে, হয়তো মোনিকার দাঁত আর নখের আক্রমণে ফুলের মতো নরম কিশোরী ক্যারেন রক্তাক্ত। গ্যাংরেপের পর তাকে এখানে আশ্রয় ও নিরাপত্তা দেবার পাই-টু-পাই শোধ নেবেই মোনিকা। অকৃতজ্ঞ ক্যারেনকে কত ভয়াবহ শাস্তি দেওয়া যায়, সে ব্যাপারে কল্পনা ও উদ্ভাবনী শক্তি যথেষ্ট আছে মোনিকার।

অর্থাৎ, সৌভাগ্যের কথা তো এই ক্যারেন এখনও বেঁচে আছে। দাঁড়িয়ে আছে। রক্তাক্ত শরীর ঢেকে পোশাক পরা ক্যারেন এখনও রয়েছে পৃথিবীতে।

ডেভির দিকে একবার ঘৃণার দৃষ্টিতে তাকায় মোনিকা। তার দৃষ্টিতে বিস্ময়ের চিহ্ন নেই। যেন সে ডেভির জন্যই অপেক্ষা করছিল। এমন কি রক্তাক্ত মুখ, ক্লেদাক্ত পোশাক, ঘামে স্নান করা অমানুষিক চেহারা ও হিংস্র ভঙ্গির ডেভিকে বিন্দুমাত্র পাত্তা দেয় না মোনিকা।

কি করবে ডেভি বুঝতে পারে না। থমকে দাঁড়িয়ে যায়। হঠাৎ যেন মন্ত্রবলে দমকা হাওয়াট কোনও প্রেতাত্মা থামিয়ে দিল।

ডেভিকে দেখেও কোনও আবরণ গ্রহণ করার প্রয়োজন মনে করল না মোনিকা। ধীর গতিতে উঠে গিয়ে টেবিল থেকে সিগারেট নিয়ে লাইটার দিয়ে ধরাল। আর্ম চেয়ারটায় বসে ধোঁয়া ছাড়ল—যেন ঘরে তৃতীয় কোনও ব্যক্তি, অর্থাৎ ডেভির উপস্থিতিটাই তার অজানা।

ডেভি শুনতে পেল মোনিকার কথা।

—নাউ, তোমার কাছে দুটো পথ আছে ক্যারেন। আমার অ্যাকাউন্টেন্ট বলছে, এ পর্যন্ত ইন টার্মস অব লোন অ্যান্ড আদার ফেসিলিটিজ তুমি বিশ হাজার পাউন্ড নিয়েছ, তাছাড়া, আমার কিছু গোল্ডেন অর্নামেন্টস তোমাকে পরতে দিয়েছিলাম, তার মধ্যে একটা ডায়মন্ড ব্রেসলেট আছে। যদি রিজাইন করতে চাও, তার আগে এগুলো মিটিয়ে দিতে হবে, আদারওয়াইজ—

ক্যারেন বলে, অর্নামেন্টস সবই আমি দিয়ে দিয়েছি।

—নো, হোয়ার ইজ দ্য পেপার?

—তুমি বলেছিল, পরে রসিদ দেবে।

—বাজে কথা। আমি স্বীকার করি না।

—বাট, গড নোজ

—ওঃ, ফাক অফ—এর মধ্যে ভগবানকে ডেকো না।

ব্যাপারটা এর মধ্যেই বুঝতে পারে ডেভি। এইবার ডেভির গলা শোনা যায়, তার সাথে মৃদু হাততালি।

—ব্রেভো! সত্যি, ঈশ্বরকে টানার দরকার নেই, কিন্তু ডেভিলকে আছে। যখন ব্ল্যাকমেইলিং ইজ দ্য ওনলি ওয়ে—

মোনিকা চিৎকার করে—শাট আপ, ইউ বাস্টার্ড, স্ট্রীট ডগ। খেতে পাচ্ছিলি না, রাস্তা থেকে তোদের তুলে আনলাম। নাউ ইউ আর বার্কিং। আউট, নিচে যাও, তোমার স্যাকিং লেটার ইজ রেডি। আই হ্যাভ যাস্ট সাইনড ইট। পাঠিয়ে দিচ্ছি—আউট! অ্যান্ড ডোন্ট শো মি দ্যাট ব্লাডি ফেস এগেনই—ইউ সন অব বিচ।

লিজের ড্যাগারটা জানলা দিয়ে ফেলে না দিয়ে সাথে রাখলেই হতো—ভাবে ডেভি। ঘরের চারপাশে তাকায়, দেখতে চায় কোনও ধারালো অস্ত্র আছে কিনা। নয় তো দু'হাতে গলা টিপেই মারতে হবে মানুষরূপী এই প্রেতিনীকে।

জীবনে এই একটাই পুণ্য কাজ করবে হয়তো ডেভি।

ক্যারেন এগিয়ে এসে মোনিকার পা চেপে ধরে।

—প্লীজ, আমাদের ছেড়ে দাও। আমরা মুক্তি চাই। তুমি কেন এত সব মিথ্যে অভিযোগ দিয়ে আমাকে আটকাতে চাইছো! দরকার হলে, আমি জেলে যাব, তবুও এখানে আর এক মুহূর্ত থাকতে পারছি না।

—কিন্তু আমিও যে তোমায় প্রাণ থাকতে ছাড়তে পারছি না ডিয়ার। আর জেলে গেলে তোমার প্রিয়তম—আমার দিস আনগ্রেটফুল ডগকে কোথায় পাবে!

তবু পা চেপে ধরে থাকে ক্যারেন।

—প্লীজ, হ্যাভ মার্সি অন মাস—

মোনিকা হাসে—আঃ, তোমাদের দু'জনের আচরণ দেখে মনে হচ্ছে—এ যুগের রোমিও-জুলিয়েট। কিন্তু আমি কি করব! আমার কুত্তাটাকে আমি ভাড়িয়ে দিলাম। হি উইল বি ব্যাক টু স্ট্রীট নাও। কিন্তু ডার্লিং, আই হ্যাভ মেইড ইউ লেসবিয়ান, বহু ট্রেনিং, লেসন দিয়ে তোমায় তৈরি করেছি। ইউ আর অ্যান অ্যাসেট। তোমার এখানে পার্মানেন্ট সার্ভিস—লাইফ-টাইম জব, আমি যে তোমাকে ছাড়া বাঁচবো না। আই লাভ ইউ ডার্লিং ক্যারেন। আই ক্যান নট মিস ইউ।

পা ছাড়িয়ে নেয় মোনিকা। আর অসাবধানতাবশতই নিশ্চই, একটা পায়ের পাতা ছিটকে ক্যারেনের মুখে লাগে।

হয়তো 'সরি' বলতে যাচ্ছিল মোনিকা।

বলা হলো না।

ডেভি যে অস্ত্রটা কখন ওদের কথার ফাঁকে তৈরি করে নিয়েছিল, সেটা টের পায়নি কেউ। ক্যারেনও না, মোনিকাও নয়।

তাই কাঁচের ফুলদানিটার মুখটা ভেঙে ধারালো পাঁচটি ফলা এক ত্রিশূল নয়—পঞ্চশূল তৈরি হয়েছিল।

এক সেকেন্ডের মধ্যে মোনিকার তলপেটের নিচে ও যৌনাঙ্গের মধ্যে আমূল বিদ্ধ হয়ে যায় এই নবলব্ধ অস্ত্র।

মোনিকা একটি শব্দও উচ্চারণ করার সময় পায় না।

ভয়ার্ত, হতভম্ব ক্যারেনের হাত ধরে আবার ঝড়ের বেগে করিডোর দিয়ে বেরিয়ে যায় ডেভি।

রাস্তায় এসে ওরা থমকে দাঁড়ায়।

থরথর করে কাঁপছে ক্যারেন—ডেভি ইউ আর আ কিলার!

—নো, আই অ্যাম আ সেভিয়ার।

—তুমি মোনিকাকে খুন করেছ।

—আমি ক্যারেনকে বাঁচিয়েছি।

—কোথায় যাব আমরা?

—তোমার বাড়ি।

সারাটা পথ দৌড়তে থাকে ওরা।

ক্যারেনের বাড়ি। আঃ, স্বর্গের দরজায়! আজ রাত আমাদের বিয়ের রাত, ব্রাইডাল নাইট।

কাল? এবং তারপর?

জানি না। আজ রাতটাই সব। কোন এক কবি বলেছে না—কে বলতে পারে পৃথিবীটা আজ রাতেই শেষ হয়ে যাবে না। হু নোজ দ্য ওয়ার্ল্ড উইল নট অ্যান্ড টু-নাইট!

এতক্ষণ হাত ধরাধরি করে দৌড়ে ক্লান্ত ওরা। তবু বাড়ির কাছে এসে গেছে।

হঠাৎ বিশাল হেডলাইটের ফোকাস। পুলিশ!

...স্বর্গ হতে বিদায়।

সমাপ্ত